রাছিল; এবং পত্নীর যে পুত্র, সে প্রতিজ্ঞানুসারে জন্মিয়া-
২৪ ছিল। ইহা দৃষ্টান্তস্বরূপ, অর্থাৎ ঐ দুই স্ত্রী দুই ধর্ম্মনিয়-
মের দৃষ্টান্ত। তাহার মধ্যে এক নিয়ম সীনয় পর্ব্বতহইতে
২৫ উৎপন্ন ও দাসত্বজনক, সে হাজিরা। যেহেতুক হাজিরা
শব্দে আরবিয়া দেশস্থ সীনয় পর্ব্বতকে বুঝায়; এবং সে
আপনার বালকদের সহিত দাসত্বে থাকাতে বর্ত্তমান যি-
২৬ রূশালম নগরীর সমানার্থক। কিন্তু স্বর্গস্থ যে যিরূশালম
নগরী, সেই পত্নী এবং আমাদের সকলের জননী।
২৭ যেমন লিপি আছে; "হে নিঃসন্তান বন্ধ্যে, তুমি আ-
"নন্দিতা হও; হে অপ্রসূতে, তুমি জয়ধ্বনি ও উল্লা-
"সের গান কর, কেননা বিবাহিতার সন্তান অপেক্ষা
২৮ "অনাথার সন্তান অনেক।" অতএব হে ভ্রাতৃগণ, ইস্-
২৯ হাকের মত আমরা প্রতিজ্ঞার সন্তান আছি। কিন্তু শা-
রীরিক ধারানুসারে জাত যে পুত্র, সে যেমন তৎকালে
আত্মাহইতে জাতকে তাড়না করিয়াছিল, তদ্রূপ এখনও
৩০ হইতেছে। কিন্তু ধর্ম্মগ্রন্থে কি লিখে? "এই দাসীকে ও
"ইহার পুত্রকে দূর করিয়া দেও; দাসীপুত্র পত্নীজাত
৩১ "পুত্রের সহিত উত্তরাধিকারী হইবে না।" হে ভ্রাতৃগণ,
আমরা দাসীর সন্তান না হইয়া পত্নীর সন্তান হইয়াছি।

৫ অধ্যায়।

১ খ্রীষ্ট আমাদিগকে যে স্বাধীনতা দিয়া মুক্ত করিয়া-
ছেন, তোমরা তাহাতে স্থির থাক, দাসত্বযোঁয়ালিতে
২ আর বার বদ্ধ হইও না। দেখ, আমি পৌল তোমা-
দিগকে কহিতেছি, যদি ছিন্নত্বক্ হও, তবে খ্রীষ্টহইতে
৩ তোমাদের কিছুমাত্র ফল দর্শিবে না। আর যে কেহ
ত্বক্‌ছেদী হয়, তাহাকে আমি পুনরায় এই সাক্ষ্য দি-
তেছি, সে তাবৎ ব্যবস্থা পালনের দায়ে দায়ী হয়।

৪ তোমরা যত লোক ব্যবস্থাদ্বারা পুণ্যবান্ গণিত হইতে চেষ্টা করিতেছ, সকলে খ্রীষ্টহইতে ভ্রষ্ট এবং অনুগ্রহ-
৫ হইতে পতিত হইয়াছ। যেহেতুক আমরা আত্মাদ্বারা বিশ্বাসহইতে পুণ্যলাভের আশাসিদ্ধি অপেক্ষা করিতেছি।
৬ খ্রীষ্ট যীশুতে ত্বক্‌ছেদ কি অত্বক্‌ছেদ উভয়েরই কিছু গুণ নাই, কিন্তু প্রেমেতে ফলবান্ যে বিশ্বাস, সেই গুণ-
৭ যুক্ত। তোমরা সুন্দর রূপে দৌড়িতেছিলা, এখন কাহার
৮ দ্বারা বাধা পাইয়া সত্য মত আর মান না? এমন মতি
৯ তোমাদের আহ্বানকারিহইতে হয় নাই। অল্প তাড়ী
১০ সমুদয় সুজীকে তাড়ীময় করে। তোমাদের বিষয়ে প্রভুতে আমার এমন বিশ্বাস আছে, যে তোমাদের ভাবের বিকার হইবে না। কিন্তু যে জন তোমাদিগকে অস্থির
১১ করে, সে যে হউক, সমুচিত দণ্ড ভোগ করিবে। হে ভ্রাতৃগণ, আমি যদি এখনও ত্বক্‌ছেদের ঘোষণা করিয়া থাকি, তবে তাড়না ভোগ করিতেছি কেন? তাহা করিলে
১২ ক্রুশের বাধা লোপ হইত। যাহারা তোমাদিগকে উপপ্লুত করে, তাহারা ছিন্ন হইলে ভাল হইত।

১৩ হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা স্বাধীনতার নিমিত্তে আহূত হইয়াছ, কিন্তু সেই স্বাধীনতাকে শারীরিক ভাবের দ্বার করিও না, এবং প্রেমেতে এক জন অন্যের সেবা কর।
১৪ যেহেতুক "আপন প্রতিবাসিকে আত্মতুল্য প্রেম কর,"
১৫ এই এক আজ্ঞাতে তাবৎ ব্যবস্থার সিদ্ধি হয়। কিন্তু তোমরা যদি পরস্পর দংশাদংশি ও গেলাগিলি কর, তবে যাহাতে পরস্পর নষ্ট না হও, এই বিষয়ে সাবধান থাক।

১৬ আমি ইহা বলি, তোমরা আত্মার ভাবে আচরণ কর, তাহা করিলে শারীরিক অভিলাষ পূর্ণ করিবা না।
১৭ শারীরিক অভিলাষ আত্মার বিরুদ্ধ, এবং আত্মিক অভিলাষ শারীরিক ভাবের বিরুদ্ধ। তোমরা যাহাতে

ইচ্ছানত কর্ম্ম করিতে না পার, এই উভয়ের পরস্পর
১৮ এমত বিরোধ আছে। কিন্তু যদি আত্মার ভাবেতে চা-
১৯ লিত হও, তবে ব্যবস্থার অধীন নও। আর শারীরিক
ভাবের ক্রিয়া ব্যক্ত আছে; তাহা পরদার, ও বেশ্যাগমন,
২০ ও অশৌচ ক্রিয়া, ও অত্যাচার, ও প্রতিমাপূজা, ও কুহক,
ও শত্রুতা, ও বিবাদ, ও অন্তর্জ্বালা, ও ক্রোধ, ও কলহ,
২১ ও অনৈক্য, ও দলভেদ, ও ঈর্ষ্যা, ও নরহত্যা, ও মত্ততা, ও
লম্পটতা, ইত্যাদি। এই সকল কর্ম্ম বিষয়ে আমি যেমন
পূর্ব্বে তোমাদিগকে কহিয়াছিলাম, তদ্রূপ এখনও কহি-
তেছি, যাহারা এই প্রকার কর্ম্ম করে, তাহারা ঈশ্বরের
২২ রাজ্যে অধিকার পাইবে না। কিন্তু প্রেম, ও আনন্দ,
২৩ ও শান্তি, ও সহিষ্ণুতা, ও দয়া, ও সৌজন্য, ও বিশ্বস্ততা
ও মৃদুতা, ও পরিমিত ভোগ ইত্যাদি আত্মার ফল;
২৪ ব্যবস্থা এই সকলের বিরুদ্ধ নহে। আর যাহারা খ্রীষ্টের
লোক, তাহারা (কামাদি) রিপুর ও অভিলাষের সহিত
২৫ শারীরিক ভাবকে ক্রুশে বদ্ধ করিয়াছে। অতএব আইস,
আমরা যদি আত্মার সম্বন্ধে সজীব আছি, তবে আ-
২৬ ত্মার ভাবে আচরণও করি, এবং দর্প না করিয়া পর-
স্পর ব্যঙ্গ দ্বেষাদি ত্যাগ করি।

৬ অধ্যায়।

১ হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদের কেহ যদি কোন দোষগ্রস্ত হয়,
তবে আত্মিকাচারি যে তোমরা, তোমরা নম্র ভাবে তা-
হাকে পুনর্ব্বার সুস্থির কর; এবং আপনারা পাছে
২ তদ্রূপ পরীক্ষাতে পড়, ইহাতে সাবধান থাক। পরস্পর
এক জন অন্যের ভার বহ, এই রূপে খ্রীষ্টের আজ্ঞা
৩ পালন কর। কোন ব্যক্তি কিছুর মধ্যে গণ্য না হইয়া
যদি আপনাকে বড় জ্ঞান করে, তবে সে আপনার

৪ ভ্রান্তিমাত্র জন্মায়। অতএব প্রত্যেক জন নিজ কর্ম্মেরই পরীক্ষা করুক, তাহা করিলে সে পরের বিষয়ে শ্লাঘা না ৫ করিয়া আপনার বিষয়ে শ্লাঘা করিতে পারিবে, কেননা প্রত্যেক জন আপন বোঝা বহিবে।

৬ যে জন ধর্ম্মশিক্ষা পায়, সে উপদেশককে তাবৎ উত্তম ৭ দ্রব্যের ভাগী করুক। তোমরা ভ্রান্ত হইও না; ঈশ্বরকে পরিহাস করা যায় না; যে মনুষ্য যাহা বুনে, সে তা- ৮ হাই কাটিবে। আপন শরীরের নিমিত্তে যে জন বুনে, সে শরীরহইতে বিনাশরূপ শস্য পাইবে; কিন্তু আত্মার নিমিত্তে যে বুনে, সে আত্মাহইতে অনন্ত জীবনরূপ ৯ শস্য পাইবে। অতএব আইস, আমরা সৎকর্ম্ম করিতে অশ্রান্ত হই; কেননা ক্লান্ত না হইলে উপযুক্ত সময়ে ১০ তাহার ফল পাইব। এ জন্যে আইস, আমরা সময় থাকিতে২ সকল লোকের, বিশেষতঃ যাহারা বিশ্বাস- বাটীর অন্তরঙ্গ তাহাদের প্রতি সৎকর্ম্ম করি।

১১ হে ভ্রাতৃগণ, স্বহস্তে তোমাদিগকে কত বড় পত্র ১২ লিখিলাম, তাহা দেখিতেছ। যত লোক শারীরিক বি- যয়ে প্রিয়রূপে মান্য হইতে চাহে, তাহারা খ্রীষ্টের ক্রুশ প্রযুক্ত যেন তাড়না না পায়, কেবল এই জন্যে ১৩ তোমাদিগকে ত্বক্‌ছেদ অবলম্বন করায়। তথাপি যাহারা ত্বক্‌ছেদ অবলম্বন করে, তাহারাও ব্যবস্থা পালন করে না; কিন্তু তোমাদের শরীরহইতে যেন তাহাদের শ্লাঘা হয়, এই জন্যে তোমাদিগকে ত্বক্‌ছেদী করিতে বাঞ্ছা ১৪ করে। কিন্তু যাহাদ্বারা সংসারের পক্ষে আমি হত, এবং আমার পক্ষে সংসারও হত, এমন যে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশ, তদ্ভিন্ন আর কোন বিষয়ে আমার শ্লাঘা ১৫ করা না হউক। কেননা খ্রীষ্ট যীশুতে ত্বক্‌ছেদ ও অত্বক্‌ছেদ উভয়ই কিছু নয়; কিন্তু যে নূতন সৃষ্টি, সেই

১৬ সার। আর যত লোক এই নিয়মানুসারে চলে, তাহাদিগের উপরে এবং ঈশ্বরের তাবৎ ইস্রায়েল লোকদের
১৭ উপরে ঈশ্বরহইতে শান্তি ও দয়া বর্ত্তুক। অদ্যাবধি কেহ আমাকে ব্যামোহ না দিউক, যেহেতুক আমি আপন
১৮ শরীরে প্রভু যীশুর কলঙ্ক বহিয়া বেড়াই। হে ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের আত্মার সহবর্ত্তী হউক। আমেন।

ইফিষীয় মণ্ডলার প্রতি পৌল প্রেরিতের পত্র।

---

১ অধ্যায়।

১ ঈশ্বরের ইচ্ছাতে যীশু খ্রীষ্টের এক জন প্রেরিত যে পৌল, সে ইফিষ নগরস্থ পবিত্র ও খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাসি লোকদের প্রতি পত্র লিখিতেছে। আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টহইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক।

৩ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা ঈশ্বর ধন্য; যেহেতুক তিনি খ্রীষ্টদ্বারা আমাদিগকে তাবৎ পারমার্থিক
৪ বর দিয়া স্বর্গে বরপ্রাপ্ত করিয়াছেন। ফলতঃ আমরা যেন

তাঁহার সাক্ষাতে প্রেমেতে পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হই, এই জন্যে তিনি জগৎপত্তনের পূর্ব্বে খ্রীষ্টে আমাদিগকে
৫ মনোনীত করিয়াছেন; এবং আপন অনুগ্রহের গৌরব প্রশংসনীয় করণার্থে আপন ইচ্ছার সদভিপ্রায়ানুসারে আপনার নিমিত্তে যীশু খ্রীষ্টদ্বারা আমাদিগকে দত্তকপুত্র-
৬ ত্বপদে নিযুক্ত করিয়াছেন; (সেই অনুগ্রহেতে) তিনি আপনার যে প্রিয়তম পুত্রদ্বারা আমাদিগকে অনুগ্রহের
৭ পাত্র করিয়াছেন, তাঁহাহইতে আমরা তাঁহার রক্তদ্বারা
৮ পরিত্রাণ অর্থাৎ পাপমোচন পাইয়াছি। তাঁহার এই অনুগ্রহনিধিহইতে তিনি বাহুল্যরূপে সর্ব্ব প্রকার জ্ঞান ও
৯ বিবেক আমাদিগকে দিয়াছেন। এবং তিনি স্বর্গস্থ ও পৃথিবীস্থ সকলকে খ্রীষ্টে সংগ্রহ করিবেন, তাঁহার মনো-
১০ গত এই যে সদভিপ্রায় সময় সম্পূর্ণ হইলে সিদ্ধি পাইবে, তদ্বিষয়ে আপন ইচ্ছার নিগূঢ় ভাব আমাদিগকে জ্ঞাত
১১ করিয়াছেন। এবং পূর্ব্বে খ্রীষ্টেতে প্রত্যাশাকারী যে আমরা, আমাদের হইতে যেন তাঁহার গৌরবের প্রশংসা
১২ জন্মে, এই জন্যে যিনি আপন ইচ্ছার মন্ত্রণানুসারে সকলি সাধন করেন, তাঁহার মনস্থানুসারে আমরা পূর্ব্বে নিরূ-
১৩ পিত হইয়া ঐ খ্রীষ্টদ্বারা অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি। এবং তাঁহাতে থাকিয়া তোমরাও সত্য মতের কথা, অর্থাৎ তোমাদের পরিত্রাণ বিষয়ক সুসমাচার শ্রবণানন্তর তাঁহাতে বিশ্বাসী হওয়াতে প্রতিজ্ঞার ফলস্বরূপ পবিত্র
১৪ আত্মাদ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছ। যেহেতুক তাঁহার গৌরবের প্রশংসার্থে যাবৎ তাঁহার ক্রীত লোকদের মুক্তি না হয়, তাবৎ ঐ পবিত্র আত্মা আমাদের অধিকারের বায়না-স্বরূপ আছেন।

১৫ প্রভু যীশুতে যে বিশ্বাস, এবং তাবৎ পবিত্র লোকের প্রতি যে প্রেম তোমাদের মধ্যে আছে, তাহার বিবরণ

১৬ শুনিয়া আমিও তোমাদের নিমিত্তে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে ক্লান্ত না হইয়া প্রার্থনা সময়ে তোমাদের নাম ১৭ উল্লেখ করণ পূর্ব্বক এই নিবেদন করিতেছি, যিনি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর এবং বিভবাধিকারি পিতা, তিনি তাঁহার তত্ত্ববোধে জ্ঞানজনক ও প্রকাশিত বাক্য- ১৮ বোধক আত্মা তোমাদিগকে দিউন; এবং তোমাদের চিত্তচক্ষু প্রকাশ করিয়া, তাঁহার আহ্বানজন্য প্রত্যাশা কি, ১৯ এবং পবিত্র লোকদের মধ্যে তাঁহার দত্ত অধিকারের প্রভাবনিধি কি, এবং বিশ্বাসী যে আমরা, আমাদিগেতে প্রকাশিত তাঁহার পরাক্রমের অনুপম মহত্ত্ব কি, এই সকল তোমাদিগকে জানিতে দিউন। যেহেতুক আমাদিগেতে তাঁহার যে শক্তির প্রবলতা প্রকাশ পায়, তাহাই ২০ তিনি (অগ্রে) খ্রীষ্টে প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে মৃতগণের মধ্যহইতে উত্থাপন করিলেন, এবং স্বর্গে নিজ দক্ষিণ ২১ পার্শ্বে সিংহাসনোপবিষ্ট করিয়া তাবৎ কর্ত্তৃত্বপদ ও পরাক্রম ও বল ও রাজত্ব প্রভৃতি যত উচ্চপদের নাম ইহলোকে ও পরলোকে উল্লেখ করা যায়, সে সমুদয়ের ২২ উপরে তাঁহাকে উন্নত করিলেন, এবং সকলই তাঁহার ২৩ চরণের বশীভূত করিলেন, এবং যে মণ্ডলী তাঁহার শরীরস্বরূপ ও সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বপূরকের পূর্ণতাস্বরূপ, সেই মণ্ডলীর মস্তক করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বোপরিস্থ করিলেন।

২ অধ্যায়।

১ আর তোমরা অপরাধে ও পাপে মৃত ছিলা, এবং ২ পাপপথে চলিয়া এই বর্ত্তমান জগৎসংসারের অনুগামী, বরং আকাশরাজ্যের কর্ত্তার, অর্থাৎ যে আত্মা সম্প্রতি অনাজ্ঞাবহ লোকদের মধ্যে আপন কর্ম্ম প্রকাশ করে, ৩ তাহার অনুগামী ছিলা। যেহেতুক পূর্ব্বে আমরা সকলে

ঐ লোকদের মধ্যে থাকিয়া শরীরের ও মনস্কল্পনার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে২ আপন২ শারীরিক অভিলাষানুসারে আচরণ করিতাম, এবং অন্য সকলের ন্যায় স্বভাবতঃ
৪ ক্রোধের পাত্র ছিলাম। কিন্তু কৃপানিধি ঈশ্বর যে মহা-
৫ প্রেমেতে আমাদিগকে প্রেম করিলেন, তৎপ্রযুক্ত আমাদিগকে অপরাধে মৃত দেখিলেও খ্রীষ্টের সহিত সজীব করিলেন, যেহেতুক অনুগ্রহেতেই তোমরা পরিত্রাণ পা-
৬ ইয়াছ। এবং খ্রীষ্ট যীশুদ্বারা আমাদিগকে তাঁহার সহিত উত্থাপন করিলেন, ও স্বর্গে সিংহাসনোপবিষ্ট করি-
৭ লেন। (কি নিমিত্তে?) যীশু খ্রীষ্টেতে আমাদের প্রতি তাঁহার যে দয়া বর্ত্তে, তাহাদ্বারা আপনার অনুপম
৮ অনুগ্রহনিধি ভাবিযুগে প্রকাশ করিবার নিমিত্তে। কেননা তোমরা অনুগ্রহেতেই বিশ্বাসদ্বারা পরিত্রাণ পাইয়াছ; তাহা তোমাদের হইতে হয় নাই, ঈশ্বরেরই
৯ দান আছে; আর তাহা কর্ম্মের ফলও নয়, অতএব
১০ শ্লাঘা করা সকলের অনুচিত। কেননা আমরা তাঁহারই কর্ম্ম এবং আমাদের গন্তব্য পথরূপে ঈশ্বরকর্ত্তৃক পূর্ব্বে নিরূপিত সৎক্রিয়ার নিমিত্তে যীশু খ্রীষ্টদ্বারা তাঁহারই সৃষ্ট বস্তু আছি

১১ অতএব বিনয় করি, পূর্ব্বে শরীরের সম্বন্ধে ভিন্নজাতীয় হইয়া হস্তকৃত শারীরিক ত্বক্‌ছেদপ্রাপ্ত নামে বিখ্যাত লোকদের নিকটে অচ্ছিন্নত্বক্ নামে বিখ্যাত ছিলা যে
১২ তোমরা, তোমরা ইহা স্মরণ কর, যে তৎকালে তোমরা খ্রীষ্টহইতে ভিন্ন, এবং ইস্রায়েল লোকদের সহবাসহইতে দূর, এবং প্রতিজ্ঞাযুক্ত নিয়মের বহির্ভূত হওয়াতে প্রত্যাশাহীন ও ঈশ্বরহীন হইয়া সংসারের মধ্যে ছিলা।
১৩ কিন্তু সম্প্রতি খ্রীষ্ট যীশুতে আশ্রয় পাইয়া তোমরা পূর্ব্বে দূরবর্ত্তী হইলেও খ্রীষ্টের রক্তদ্বারা নিকটবর্ত্তী হইয়াছ।

১৪ কেননা তিনি আমাদের সন্ধি; তিনি উভয়কে এক করিয়াছেন, এবং বৈরিতাজনক যে ভিত্তি আমাদিগকে পৃথক্
১৫ করিয়া রাখিত, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন, এবং দণ্ডাজ্ঞাযুক্ত বিধিশাস্ত্র নিজ শরীরদ্বারা লোপ করিয়াছেন; (কি নিমিত্তে?) সন্ধি করিয়া উভয়কে আপনাতে একই
১৬ নূতন মনুষ্যরূপে সৃষ্টি করিবার নিমিত্তে, এবং আপনার ক্রুশে বৈরিতাকে বধ করণ পূর্ব্বক সেই ক্রুশদ্বারা এক শরীরে ঈশ্বরের সহিত উভয়ের মিলন করিবার নিমিত্তে।
১৭ আর তিনি আসিয়া দূরবর্ত্তী যে তোমরা ও নিকটবর্ত্তী যে অন্যেরা, উভয়কে সন্ধির মঙ্গলবার্ত্তা জানাইয়াছেন।
১৮ কেননা তাঁহাহইতে আমরা উভয় লোক এক আত্মাদ্বারা পিতার নিকটে যাইবার পথ পাইয়াছি।

১৯ অতএব তোমরা আর বিদেশী ও প্রবাসী নহ, কিন্তু পবিত্র লোকদের সহবাসী এবং ঈশ্বরের বাটীর অন্তরঙ্গ
২০ হইয়াছ। আর প্রেরিত ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ যে ভিত্তিমূলস্বরূপ, সেই ভিত্তিমূলের উপরে গ্রথিত হইতেছ; এবং যীশু খ্রীষ্ট আপনি প্রধান কোণস্থ প্রস্তরস্বরূপ হওয়াতে
২১ তাবৎ গাঁথনি তাঁহাতেই সুসংলগ্ন ও বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া প্রভুর
২২ পবিত্র মন্দির হইতেছে; এবং তোমরাও তাঁহাতে সংগ্রথিত হইয়া আত্মাতে ঈশ্বরের এক আবাস হইতেছ।

৩ অধ্যায়।

১ অতএব হে ভিন্নজাতীয় লোকেরা, তোমাদের নিমিত্তে যীশু খ্রীষ্টের বন্দী যে আমি, আমি পৌল এই কথা
২ কহিতেছি। তোমাদের নিমিত্তে ঈশ্বর আমাকে যে বর
৩ দিয়াছেন, তাহার বৃত্তান্ত তোমরা শুনিয়া থাকিবা। ফলতঃ তিনি প্রকাশিত বাক্যদ্বারা আপনার নিগূঢ় ভাব আ-
৪ মাকে জানাইয়াছেন। এ বিষয়ে পূর্ব্বে সংক্ষেপে যাহা

লিখিয়াছি, তাহা পাঠ করিলে খ্রীষ্টবিষয়ক নিগূঢ় ভাব সম্বন্ধীয় আমার যে জ্ঞান আছে, তাহা বুঝিতে পারিবা।
৫ সেই নিগূঢ় ভাব পূর্ব্বকালীয় মনুষ্যসন্তানদের নিকটে (স্পষ্টরূপে) প্রকাশিত ছিল না, কিন্তু সম্প্রতি আত্মাদ্বারা তাঁহার পবিত্র প্রেরিত ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের নিকটে প্রকা-
৬ শিত হইয়াছে। ফলতঃ সুসমাচারদ্বারা ভিন্নজাতীয়েরা খ্রীষ্টের সম্বন্ধে সমানাধিকারী ও এক শরীরস্থ ও প্রতি-
৭ জ্ঞার সমানাংশী হইবে। আর ঈশ্বরের শক্তিপ্রকাশক্রমে তাঁহার অনুগ্রহে যে বর আমাকে দত্ত হইয়াছে, তাহা-
৮ দ্বারা আমি সেই সুসমাচারের পরিচারক হইয়াছি। তাবৎ পবিত্র লোকের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম যে আমি, আমি যাহাতে ভিন্নজাতীয় লোকদের কাছে বোধের অগম্য
৯ খ্রীষ্টরূপ নিধির সুসমাচার প্রচার করি, এবং কালা-বস্থার পূর্ব্বাবধি ঈশ্বরের মনেতে গুপ্ত নিগূঢ় ভাবের নিয়ম সকলকে জ্ঞাত করি, এই বর আমাকে দত্ত হই-
১০ য়াছে। আর ঈশ্বরের বহুবিধ জ্ঞান যেন সম্প্রতি মণ্ডলী-দ্বারা স্বর্গস্থ প্রধান ও পরাক্রমি দূতগণের নিকটে প্রকা-শিত হয়, এই অভিপ্রায়ে তিনি যীশু খ্রীষ্টদ্বারা তাবৎ
১১ বস্তু সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কারণ যাঁহাতে বিশ্বাস করিয়া
১২ আমরা অভয়দান এবং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ঈশ্বরের নিকটে যাইবার ক্ষমতা পাইয়াছি, আমাদের সেই প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় এই মনস্থ তিনি কালাবস্থার পূর্ব্বাবধি স্থির
১৩ করিয়াছিলেন। অতএব আমি বিনয় করি, তোমা-দের নিমিত্তে আমার প্রতি যে ক্লেশ ঘটে, তাহাতে ক্লান্ত হইও না, যেহেতুক তাহা তোমাদের গৌরব।
১৪ এতন্নিমিত্তে স্বর্গস্থ কি পৃথিবীস্থ তাবৎ বংশ যাঁহার নামে
১৫ বিখ্যাত, এমন যে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা,
১৬ তাঁহার নিকটে আমি হাঁটু পাতিয়া তাঁহার প্রভাবনিধি-

হইতে এই দান প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহার আত্মার পরাক্রমে তোমাদের আন্তরিক পুরুষ সবলীকৃত হউক,
১৭ এবং বিশ্বাসদ্বারা খ্রীষ্ট তোমাদের অন্তঃকরণে বাস করুন;
১৮ এবং তোমরা প্রেমে বদ্ধমূল ও সংস্থাপিত হইয়া তাবৎ পবিত্র লোকদের সহিত যাহাতে দীর্ঘতার ও প্রশস্ততার
১৯ ও গভীরতার ও উচ্চতার অনুভব করিতে পার, এবং জ্ঞানের অতীত যে খ্রীষ্টের প্রেম, সেই প্রেম যেন জ্ঞাত হইতে পার এমন ক্ষমতা দিয়া তিনি তোমাদিগকে ঈশ্বরের তাবৎ পূর্ণতাতে পরিপূর্ণ হইতে দিউন।

২০ আমাদিগেতে যে শক্তি প্রকাশ পাইতেছে, তদ্দ্বারা যিনি অপরিমিত রূপে আমাদের প্রার্থনার ও আশার অতিরিক্ত
২১ দান করিতে পারেন, মণ্ডলীর মধ্যে খ্রীষ্ট যীশুদ্বারা তাঁহার ধন্যবাদ অনন্ত কালের তাবৎ যুগে হউক। আমেন্।

৪ অধ্যায়।

১ অতএব প্রভুর নামে বন্দী আমি তোমাদিগকে এই বিনয় করিতেছি, তোমরা যে আহ্বানে আহূত হইয়াছ,
২ তাহার যোগ্য আচরণ কর। অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার নম্রতা ও মৃদুতা ও ধৈর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক প্রেমে পরস্পর সহিষ্ণু
৩ হও। এবং শান্তিরূপ বন্ধনদ্বারা আত্মার ঐক্য রক্ষা
৪ করিতে যত্নবান হও। তোমরা সকলে এক শরীরের ও এক আত্মার ভাগী, এবং এক প্রত্যাশাযুক্ত আহ্বানে
৫ আহূত হইয়াছ। এক প্রভু, ও এক বিশ্বাস, ও এক বাপ্তিস্ম, এবং সর্ব্বোপরিস্থ ও সর্ব্বান্তর্যামি ও তোমাদের
৬ সকলের মধ্যবর্ত্তি এক পিতা ঈশ্বর সকলের আছেন।
৭ কিন্তু খ্রীষ্টের দানের পরিমাণানুসারে আমাদের প্রত্যেক
৮ জনকে বিশেষ২ বর দত্ত হইয়াছে; যেমন লিপি আছে, "তিনি ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়া জয়িগণকে বন্দী করিয়া

৯ “মনুষ্যদিগকে বর প্রদান করিলেন।” তিনি উর্দ্ধে আ-
রোহণ করিলেন, ইহার তাৎপর্য্য এই যে তিনি অগ্রে
১০ অতিনীচস্থ ভূতলের অঞ্চলে অবরোহণও করিয়াছিলেন;
আর যিনি অবরোহণ করিয়াছিলেন, তিনিই সকলের
পূর্ণকারী হইবার জন্যে স্বর্গ সকলের উর্দ্ধে আরোহণও
১১ করিলেন। আর তিনি কএক জনকে প্রেরিত, ও কএক
জনকে ভবিষ্যদ্বক্তা, ও কএক জনকে সুসমাচারের
প্রচারক, ও কএক জনকে পালক ও উপদেশক করিয়া
১২ নিযুক্ত করিয়াছেন। ফলতঃ আমরা সকলে যাবৎ বিশ্বা-
সের এবং ঈশ্বরের পুত্র বিষয়ক জ্ঞানের ঐক্যে মিলিয়া
সিদ্ধ পুরুষের অবস্থা, অর্থাৎ খ্রীষ্টের পূর্ণতার যোগ্য
১৩ বয়সের পরিমাণ না পাই, তাবৎ পরিচর্য্যা কর্ম্মের সাধ-
নার্থে ও খ্রীষ্টের শরীরের নিষ্ঠার্থে পবিত্র লোকদিগকে
সুস্থির করিবার এই উপায় তিনি নিরূপণ করিয়াছেন।
১৪ (কি নিমিত্তে?) আমরা যেন আর বালক না থাকি, এবং
মনুষ্যদের চাতুরী ও ভ্রান্তিজনক ছলের ধূর্ত্ততারূপ তরঙ্গ-
ময় সমুদ্রে ভাসিয়া তাবৎ প্রকার শিক্ষাবায়ুতে চালিত
১৫ না হই; কিন্তু প্রেমেতে সত্যতার অবলম্বী হইয়া যেন
১৬ সর্ব্ব বিষয়ে খ্রীষ্টের উদ্দেশে বৃদ্ধি পাই। কারণ তিনিই
মস্তকস্বরূপ, এবং তাঁহাহইতে আপন২ পরিমাণানুসারে
এক২ অঙ্গের সাহায্যে উপকারক সন্ধি সকলদ্বারা সমস্ত
শরীর সংযুক্ত ও সংসক্ত হইয়া প্রেমে নিষ্ঠা পাইতে২
আপনার বৃদ্ধি সাধন করিতেছে।

১৭ অতএব আমি তোমাদিগকে এই কথা কহিতেছি, এবং
প্রভুর নামে এই সাক্ষ্য জানাইতেছি; তোমরা অন্য
সকল ভিন্নজাতীয় লোকদের ন্যায় আর আচরণ করিও
১৮ না, কেননা তাহারা আপন২ মনের অলীকতাতে আচরণ
করে, এবং আন্তরিক অজ্ঞানতা ও চিত্তের কাঠিন্য প্রযুক্ত

১৯ অজ্ঞানবুদ্ধি ও ঈশ্বরীয় জীবনহইতে বহির্ভূত হইয়াছে, এবং আপনাদিগকে নির্লজ্জ করিয়া লোভযুক্ত তাবৎ প্রকার অশুচি ক্রিয়া করণার্থে আপনাদিগকে অত্যাচারে সম-
২০ র্পণ করিয়াছে। কিন্তু তোমরা তাদৃশ খ্রীষ্টের পরিচয়
২১ পাও নাই; বরং বোধ হয়, যীশু সম্বন্ধীয় সত্য ধর্ম্ম তাঁহার নিকটে শুনিয়া তাঁহার শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছ।
২২ তদনুসারে পূর্ব্বকালীয় আচরণের যোগ্য যে পুরাতন পুরুষ
২৩ ভ্রান্তিজনক অভিলাষে নষ্ট হয়, তাহাকে ত্যাগ করা, এবং মনের নূতন ভাব গ্রহণ করা, এবং সত্য ধর্ম্মের পুণ্যে
২৪ ও পবিত্রতাতে ঈশ্বরের মূর্ত্যনুসারে সৃষ্ট যে নূতন পুরুষ, তাহাকে পরিধান করা তোমাদের কর্ত্তব্য।

২৫ অতএব হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা মিথ্যাকথা পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যেকে আপন২ প্রতিবাসির সহিত সত্য আলাপ কর, কেননা আমরা পরস্পর অঙ্গপ্রত্যঙ্গস্বরূপ।
২৬ আর ক্রুদ্ধ হইলে পাপ করিও না, সূর্য্য অস্ত না হইতে২
২৭ রাগ ত্যাগ কর। আর শয়তানকে স্থান দিও না। যে
২৮ জন চোর, সে চুরীকর্ম্ম আর না করুক, কিন্তু দীনহীনকে কিছু দান করিতে সক্ষম হইবার নিমিত্তে নিজ হস্ত-
২৯ দ্বারা সদ্ব্যাপারে পরিশ্রম করুক। তোমাদের মুখহইতে কোন প্রকার কদালাপ নির্গত না হউক, কিন্তু শ্রোতৃ-গণের হিতার্থে প্রয়োজনীয় নিষ্ঠাজনক সদালাপ হউক।
৩০ আর ঈশ্বরের যে পবিত্র আত্মাদ্বারা তোমরা মুক্তির দিন পর্য্যন্ত মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছ, তাঁহার শোক জন্মাইও না।
৩১ এবং সর্ব্বপ্রকার কটুবাক্য ও রাগ ও কোপ ও কলহ ও নিন্দা ও সমস্ত হিংসেচ্ছা, এ সকল তোমাদের হইতে
৩২ দূরীকৃত হউক। তোমরা পরস্পর দয়ালু ও কোমলান্তঃ-করণ হও, এবং খ্রীষ্টেতে ঈশ্বর তোমাদিগকে যেমন ক্ষমা করিয়াছেন, তেমনি তোমরাও পরস্পর ক্ষমা কর।

৫ অধ্যায়।

১ অতএব তোমরা প্রিয় বালকদের ন্যায় ঈশ্বরের
২ অনুকারী হও। এবং খ্রীষ্টের ন্যায় প্রেমাচরণ কর. কেননা
খ্রীষ্টও আমাদিগকে প্রেম করিয়া আমাদের নিমিত্তে
সুগন্ধি নৈবেদ্যার্থক উপহার ও বলিরূপে আপনাকে
৩ ঈশ্বরের উদ্দেশে দান করিলেন। তোমাদের মধ্যে
বেশ্যাগমন ও তাবৎ প্রকার অশুচিতা ও লোভ, এই
সকলের উচ্চারণও না হউক, কেননা তাহা পবিত্র লোক-
৪ দের অকর্ত্তব্য। এবং কুৎসিত ব্যবহার ও প্রলাপ ও
শ্লেষোক্তি ইত্যাদি অনুচিত ক্রিয়া না হউক, বরং ঈশ্বরের
৫ ধন্যবাদ হউক। কেননা তোমরা জান, বেশ্যাগামী, কি
লম্পট. কি দেবপূজকবিশেষ যে লোভী, ইহাদের মধ্যে
কেহ খ্রীষ্টের ও ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাইবে না।
৬ অতএব সাবধান. অনর্থক বাক্যদ্বারা কেহ তোমাদিগের
ভ্রান্তি না জন্মাউক; কেননা ঐ প্রকার ক্রিয়া প্রযুক্ত
অনাজ্ঞাবহ লোকদের উপরে ঈশ্বরের ক্রোধ বর্ত্তে।
৭ অতএব তাহাদের সহভাগী হইও না। পূর্ব্বে তোমরা
৮ অন্ধকারময় ছিলা, কিন্তু এখন প্রভুতে দীপ্তিময় হইয়াছ;
৯ অতএব দীপ্তির সন্তানদের উপযুক্ত আচরণ কর। তাবৎ
প্রকার সৌজন্য ও ধর্ম্ম ও সত্যতাই দীপ্তির ফল।
১০ অতএব প্রভুর তুষ্টিজনক কি, তাহা পরীক্ষা কর।
১১ এবং অন্ধকারের নিষ্ফল কর্ম্মের সহভাগী হইও না,
১২ বরং তাহার দোষ প্রকাশ কর। যেহেতুক ঐ লোকেরা
গোপনে যে সকল কর্ম্ম করে, তাহা মুখাগ্রে আনাও
১৩ লজ্জার বিষয়। কিন্তু দীপ্তিদ্বারা প্রকাশিত হইলে
সকল স্পষ্ট হয়, ও স্পষ্ট হইলে দীপ্তিস্বরূপ হয়।
১৪ এই জন্যে উক্ত আছে, হে নিদ্রাগত ব্যক্তি, জাগ্রৎ

হও, এবং মৃতগণের মধ্যহইতে উঠ, তাহাতে খ্রীষ্ট তোমাকে দীপ্তি দান করিবেন।

১৫ অতএব সাবধান, তোমরা অজ্ঞানের ন্যায় আচরণ না করিয়া জ্ঞানির মত অতি সতর্করূপে আচরণ কর।
১৬ এবং সময় বাছিয়া ক্রয় কর, কেননা এই কাল মন্দ।
১৭ অতএব নির্ব্বোধ না হইয়া প্রভুর ইষ্ট কর্ম্মে তৎপর
১৮ হও। আর যাহাহইতে সর্ব্বনাশ জন্মে, এমন মদ্যপানে
১৯ মত্ত হইও না, কিন্তু আত্মাতে পরিপূর্ণ হও। এবং গীত ও ধন্যবাদের গান ও পারমার্থিক কীর্ত্তনে পরস্পর আলাপ করিতে২ প্রভুর উদ্দেশে মনের সহিত বাদ্য
২০ ও গান কর। আর সর্ব্বদা সকল বিষয়ের নিমিত্তে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে পিতা ঈশ্বরের কাছে
২১ কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। এবং ঈশ্বরের ভক্তিতে এক জন অন্য জনের বশীভূত হও।

২২ হে নারী সকল, তোমরা যেমন প্রভুর, তেমনি নিজ২
২৩ স্বামির বশতাপন্না হও। কেননা শরীরের ত্রাণকর্ত্তা খ্রীষ্ট যেমন মণ্ডলীর মস্তকস্বরূপ, তাদৃশ স্বামীও স্ত্রীর মস্তক-
২৪ স্বরূপ। অতএব মণ্ডলী যেমন খ্রীষ্টের বশীভূত, তেমনি নারীগণও তাবৎ বিষয়ে আপন২ স্বামির বশীভূত
২৫ হউক। আর হে পুরুষেরা, খ্রীষ্টের মত তোমরাও আপন২ ভার্য্যাকে প্রেম কর। কেননা খ্রীষ্টও মণ্ডলীকে প্রেম করিয়া তাহার জন্যে আপনাকে সমর্পণ করিলেন।
২৬ (কি নিমিত্তে?) সবাক্য জলস্নানদ্বারা তাহাকে পরিষ্কার
২৭ করিয়া পবিত্র করিবার নিমিত্তে, এবং কলঙ্ক জরাদিহইতে মুক্তা ও পবিত্রা ও অনিন্দনীয়া করিয়া মণ্ডলীকে শোভান্বিতারূপে আপনার নিকটে স্থাপন করিবার নিমিত্তে।
২৮ নিজ শরীরের প্রতি যেমন, স্ত্রীর প্রতিও তেমনি প্রেম করা স্বামির উচিত; যে জন আপন স্ত্রীকে প্রেম করে,

২৯ সে আপনাকেই প্রেম করে। নিজ শরীরের প্রতি কেহ কখনো দ্বেষ করে নাই, বরং সকলে তাহার ভরণ
৩০ পোষণ করে। প্রভুও মণ্ডলীর প্রতি তাহাই করেন, যেহেতুক আমরা তাঁহার শরীরের অঙ্গ এবং তাঁহার
৩১ অস্থি ও মাংসস্বরূপ। "এই জন্যে মনুষ্য আপন "পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত
৩২ "হইবে, এবং সে দুই জন একাঙ্গ হইবে।" এই নিগূঢ় বাক্য অতি গুরুতর, কিন্তু আমি খ্রীষ্টের ও
৩৩ মণ্ডলীর উদ্দেশে তাহা কহিলাম। তথাপি তোমরাও প্রত্যেকে আপন২ স্ত্রীকে এই প্রকার আত্মবৎ প্রেম কর, এবং স্ত্রী যত্ন পূর্ব্বক স্বামিকে সমাদর করুক।

৬ অধ্যায়।

১ হে বালকগণ, তোমরা প্রভুকে মানিয়া পিতামাতার
২ অজ্ঞাবহ হও, কেননা তাহা উপযুক্ত। "আপন পিতা-
৩ "মাতাকে সম্ভ্রম কর," ইহা প্রতিজ্ঞাযুক্ত প্রথম আজ্ঞা, ফলতঃ তাহা করিলে "তোমার কল্যাণ এবং দেশে
৪ "দীর্ঘ পরমায়ু হইবে।" আর হে পিতা সকল, তোমরা আপন২ সন্তানদিগকে ক্রুদ্ধ করিও না; কিন্তু প্রভুর শিক্ষা ও চেতনা দিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন কর।

৫ হে দাস সকল, তোমরা খ্রীষ্টের যেমন, তেমনি আপন২ সাংসারিক প্রভুদিগেরও আজ্ঞা সরল অন্তঃকরণে ভয়
৬ ও কম্পপূর্ব্বক গ্রাহ্য কর। এবং চাক্ষুষ সেবাদ্বারা মনুষ্যদিগকে তুষ্ট করিতে চেষ্টা না করিয়া বরং আপনা-দিগকে খ্রীষ্টের দাস জানিয়া মনের সহিত ঈশ্বরের ইচ্ছা
৭ পূর্ণ কর; এবং মনুষ্যের নিমিত্তে নয়, বরং প্রভুর
৮ ভক্তিতে সদ্ভাবে দাস্য কর্ম্ম কর। এবং দাস হউক বা স্বাধীন হউক, যে জন যে কোন সৎকর্ম্ম করে,

সে প্রভুর নিকটে তাহার ফল পাইবে, ইহা জ্ঞাত হও।
৯ আর হে কর্ত্তা সকল, তোমরা ভর্ৎসনা ত্যাগ করিয়া তাহাদের সহিত তদ্রূপ ব্যবহার কর, এবং যিনি কাহারও মুখাপেক্ষা করেন না, স্বর্গে তোমাদেরও এমন এক জন কর্ত্তা আছেন, ইহা মনে কর।

১০ হে আমার ভ্রাতৃগণ, শেষকথা এই; তোমরা প্রভুতে
১১ ও তাঁহার শক্তির পরাক্রমে বলবান হও। শয়তানের নানাবিধ খলতা নিবারণে সক্ষম হইবার জন্যে ঈশ্বরীয়
১২ তাবৎ সজ্জাকে পরিধান কর। কেননা আমরা রক্ত মাংসের সহিত যুদ্ধ করি তাহা নয়, কিন্তু যাহারা কর্ত্তৃত্ব ও পরাক্রম বিশিষ্ট এবং এই সংসাররূপ তিমিররাজ্যের অধিপতিগণ, এমত স্বর্গোদ্ভব দুষ্টাত্মাদের সঙ্গে সংগ্রাম
১৩ করিতেছি। অতএব দুঃসময়ে যেন তোমরা তাহাদের আক্রমণ নিবারণ করিতে ও সকলকে জয় করিয়া অটল থাকিতে পার, এতন্নিমিত্তে ঈশ্বরীয় তাবৎ সজ্জাতে
১৪ সজ্জীভূত হও। ফলতঃ সত্যতারূপ কটিবন্ধনীতে কটি
১৫ বন্ধন করিয়া পুণ্যরূপ বুকপাটা বক্ষে দিয়া, শান্তিসুসমাচারজাত উৎসাহরূপ পাদুকা পদে অর্পণ করিয়া দাঁড়া-
১৬ ইয়া থাক। এবং সকলের উপরে বিশ্বাসরূপ ঢাল ধারণ কর, কেননা তদ্দ্বারা পাপাত্মার অগ্নিবাণ সকল নির্ব্বাণ
১৭ করিতে পারিবা। এতদ্ভিন্ন পরিত্রাণরূপ শিরস্ত্র, এবং ঈশ্বরের বাক্যরূপ যে আত্মার খড়্গ তাহাও ধারণ কর।
১৮ এবং সর্ব্বসময়ে সর্ব্বপ্রকার নিবেদনে ও যাচ্ঞাতে আত্মাদ্বারা প্রার্থনা কর, এবং এই কর্ম্মের নিমিত্তে দৃঢ় আকাঙ্ক্ষাতে জাগ্রৎ থাকিয়া তাবৎ পবিত্র লোকদের জন্যে
১৯ নিরন্তর প্রার্থনা কর। বিশেষতঃ আমার জন্যেও কর, যেন আমি সাহসপূর্ব্বক সুসমাচারের নিগূঢ় বাক্য প্রচার করণার্থে মুখ খুলিলে আমাকে বক্তৃতা দেওয়া যায়।

২০ কেননা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইলেও আমি সুসমাচারের দূত আছি, অতএব আমার যেমন উচিত, তেমনি সাহসপূর্ব্বক তাহার কথা প্রচার করিতে বাঞ্ছা করি।

২১ আর আমার কুশলাদির সকল কথা যেন তোমরা শুনিতে পাও, এই নিমিত্তে প্রভুতে প্রিয় ভ্রাতা ও বিশ্বস্ত পরিচারক যে তুখিকঃ, সে তোমাদিগকে সকলই

২২ জ্ঞাত করিবে। সে যেন আমাদের তাবৎ সমাচার তোমাদিগকে অবগত করিয়া তোমাদের মনে সান্ত্বনা দেয়, এই অভিপ্রায়ে আমি তাহাকে তোমাদের নিকটে

২৩ প্রেরণ করিলাম। পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টহইতে শান্তি ও বিশ্বাসের সহিত প্রেম তাবৎ ভ্রাতৃগণের প্রতি

২৪ বর্ত্তুক। যত লোক আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি অক্ষয় প্রেম করে, অনুগ্রহ তাহাদের সকলের সহবর্ত্তী হউক। আমেন্।

ফিলিপীয় মণ্ডলীর প্রতি পৌল প্রেরিতের পত্র।

---

১ অধ্যায়।

১ ফিলিপী নগরে খ্রীষ্ট যীশুর আশ্রিত যত পবিত্র লোক আছে, তাহাদের প্রতি এবং অধ্যক্ষদের ও পরিচারকদের প্রতি পৌল ও তীমথিয় নামে যীশু খ্রীষ্টের দুই দাস পত্র

২ লিখিতেছে। আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্ট-হইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক।

৩ আমার তাবৎ প্রার্থনায় নিরন্তর আনন্দ পূর্ব্বক তোমাদের সকলের নিমিত্তে প্রার্থনা করিতে২ যত বার আমি
৪ তোমাদিগকে স্মরণ করি, তত বার প্রথমাবধি অদ্য পর্য্যন্ত
৫ সুসমাচারে তোমাদের সহভাগিত্ব প্রযুক্ত ঈশ্বরের ধন্য-
৬ বাদ করিয়া থাকি। কেননা যিনি তোমাদের মধ্যে উত্তম কর্ম্মের আরম্ভ করিয়াছেন, তিনি যীশু খ্রীষ্টের দিন পর্য্যন্ত তাহার সাধন করিবেন, ইহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস
৭ আছে। আর তোমাদের সকলের বিষয়ে আমার এ প্রকার ভাব উপযুক্ত বটে; কেননা আমার বদ্ধ হওন ও উত্তর করণ ও সুসমাচারের দৃঢ় প্রমাণ দেওন সময়ে আমি তোমাদিগকে আমার সহিত এক অনুগ্রহের সহ-
৮ ভাগী জানিয়া মনে রাখি। যীশু খ্রীষ্টের স্নেহেতে তোমাদের প্রতি কি পর্য্যন্ত আকাঙ্ক্ষা করিতেছি, তদ্বিষয়ে ঈশ্বর
৯ আমার সাক্ষী আছেন। বিশেষতঃ তোমরা যাহাতে
১০ উত্তমাধমের পরীক্ষা করিতে পার, এমত জ্ঞানে ও সর্ব্ববিধ সুবিচারে যেন তোমাদের প্রেম উত্তরোত্তর বাহুল্য রূপে ফলবান হয়; এবং তোমরা যেন খ্রীষ্টের দিন পর্য্যন্ত সরল
১১ ও নির্ব্বিঘ্ন থাক, এবং যাহাতে ঈশ্বরের মহিমা ও প্রশংসা প্রকাশ পায়, যীশু খ্রীষ্টমূলক এমত ধর্ম্মফলে যেন সম্পূর্ণ হও, এই প্রার্থনা আমি তোমাদের নিমিত্তে করিয়া থাকি।

১২ হে ভ্রাতৃগণ, আমার প্রতি যাহা২ ঘটিয়াছে, তাহাদ্বারা সুসমাচারের বাধা না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহা
১৩ তোমাদিগকে জানাইতে বাঞ্ছা করি। বিশেষতঃ রাজপুরীস্থ এবং অন্যান্য সকলের নিকটে আমার বন্ধন
১৪ খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয়রূপে ব্যক্ত হইয়াছে। কেবল তাহা নয়, প্রভু সম্পর্কীয় অধিকাংশ ভ্রাতা আমার বন্ধনহইতে আশ্বাস পাইয়া নির্ভয়ে কথা প্রচার করিতে অধিক সাহসী হই-
১৫ য়াছে। কেহ২ দ্বেষ ও বিরোধ প্রযুক্ত, এবং কেহ২ স-

১৬ ভাবে খ্রীষ্টের কথা প্রচার করিতেছে। যাহারা বিরোধ প্রযুক্ত খ্রীষ্টের কথা প্রচার করে, তাহারা অপবিত্র ভাবে অর্থাৎ আমার বন্ধনের ক্লেশ বাড়াইবার আশাতে তাহা
১৭ করে। কিন্তু যাহারা প্রেমেতে প্রচার করে তাহারা আমাকে সুসমাচারের প্রামাণ্য প্রকাশার্থে নিযুক্ত জানিয়া
১৮ তাহা করে। ইহাতে কি বলিব? কাপট্যে, কিম্বা সত্যভাবে, যে কোন প্রকারে হউক, খ্রীষ্টের কথা প্রচার হইতেছে, ইহাতে আমি আহ্লাদিত হইতেছি এবং আরও
১৯ হইব। কেননা তোমাদের প্রার্থনা এবং যীশু খ্রীষ্টের আত্মার সাহায্যদ্বারা এ সকল আমার পরিত্রাণজনক
২০ হইবে, ইহা জানি। তাহাতে আমার আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা সিদ্ধ হইবে, ফলতঃ আমি কোন প্রকারে লজ্জিত হইব না; কিন্তু সর্ব্বদা পূর্ব্বে যেমন এখনও তদ্রূপ সম্পূর্ণ সাহসদ্বারা, জীবনে হউক, কি মরণে হউক, আমার
২১ শরীরে খ্রীষ্টের মহিমা সপ্রকাশ হইবে। কেননা আমার
২২ জীবন খ্রীষ্ট, এবং মরণ লাভ। কিন্তু সশরীরে যে জীবন তাহাতে যদি আমার কর্ম্মের ফল হয়, তবে কি মনোনীত
২৩ করিব, তাহা বলিতে পারি না। দুইয়েতে সঙ্কুচিত আছি; বাসা ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টের সহিত থাকিতে আমার
২৪ মনোবাঞ্ছা, কারণ তাহাই সর্ব্বোত্তম। কিন্তু দেহে অব-
২৫ স্থিতি করা তোমাদের জন্যে অধিক আবশ্যক। এমন দৃঢ় প্রত্যয় প্রযুক্ত আমি জানি, বিশ্বাসে তোমাদের বৃদ্ধির ও আনন্দের নিমিত্তে আমি জীবৎ থাকিয়া তোমাদের
২৬ সকলের সহিত অবস্থিতি করিব। তাহা হইলে তোমাদের নিকটে আমার পুনরাগমনদ্বারা আমার বিষয়ে যীশু খ্রীষ্টে তোমাদের উল্লাসের বৃদ্ধি হইবে।

২৭ সাবধান, কোন মতে খ্রীষ্টের সুসমাচারের উপযুক্ত আচার ব্যবহার কর। আমি তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ

করিতে উপস্থিত হই কিম্বা না হই, কিন্তু তোমরা যে পরস্পর এক আত্মাতে স্থির আছ, এবং এক মনেতে
২৮ সুসমাচার সম্বন্ধীয় বিশ্বাসের নিমিত্তে যত্ন করিতেছ, এবং বিপক্ষদের ভয়ে কোন বিষয়ে ত্রাসযুক্ত না হও, এ সংবাদ শুনিতে ইচ্ছা করি। তাহাই তাহাদের প্রতি বিনাশের, এবং তোমাদের প্রতি পরিত্রাণের ঈশ্বরদত্ত প্রমাণ হইবে।
২৯ কেননা খ্রীষ্টের অনুরোধে তোমাদিগকে বররূপে কেবল তাঁহাতে বিশ্বাস নয়, বরং তাঁহার নিমিত্ত ক্লেশভোগও
৩০ দেওয়া গিয়াছে। তাহাতে পূর্ব্বে আমার যে প্রকার যুদ্ধ দেখিয়াছ, এবং এখন শুনিতেছ, তাদৃশ যুদ্ধ তোমাদেরও হইতেছে।

২ অধ্যায়।

১ অতএব খ্রীষ্টেতে যদি কোন প্রবোধ কিম্বা প্রেমজন্য সান্ত্বনা কিম্বা আত্মার সহভাগিতা কিম্বা স্নেহ ও করুণা
২ সম্ভব হয়, তবে তোমরা আমার আনন্দ সম্পূর্ণ কর, অর্থাৎ একচিত্ত ও এক প্রেমের প্রেমী ও একমনা ও একচেষ্ট
৩ হও। বিবাদ কিম্বা দর্প পূর্ব্বক কোন কর্ম্ম করিও না, কিন্তু প্রত্যেকে নম্রতাদ্বারা আপনার অপেক্ষা অন্য লো-
৪ ককে উত্তম জ্ঞান কর; এবং কেবল আত্মবিষয়ে নহে, পরবিষয়েও সচেষ্ট হও।
৫ খ্রীষ্ট যীশুতে যে ভাব ছিল, সেই ভাব তোমাদিগেতেও
৬ হউক। তিনি ঈশ্বররূপী হইয়াও ঈশ্বরের সমান হওয়া
৭ লুটের বিষয় জ্ঞান করিলেন না, কিন্তু আপনাকে শূন্য করিয়া দাসের রূপ ধারণ করিয়া মনুষ্যদের সাদৃশ্যে
৮ জন্মিলেন, এবং আকৃতিতে মনুষ্যবৎ প্রকাশ পাইয়া আপনাকে অবনত করিয়া মৃত্যু, অর্থাৎ ক্রুশীয় মৃত্যু
৯ পর্য্যন্ত আজ্ঞাবহ হইলেন। এই কারণ ঈশ্বর তাঁহাকে

সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতও করিলেন, এবং সকল নাম অপেক্ষা
১০ শ্রেষ্ঠ নাম তাঁহাকে দিলেন। ফলতঃ যীশুর নামে স্বর্গ
১১ মর্ত্ত্য পাতালস্থিত সকলকে হাঁটু পাতিতে, এবং জিহ্বাতে
পিতা ঈশ্বরের গৌরবার্থে যীশু খ্রীষ্টকে প্রভুরূপে স্বীকার
করিতে হইবে।

১২ হে আমার পিয় ভ্রাতৃগণ, তোমরা যেমন সর্ব্বদা করিয়া
থাক, তদ্রূপ আমার সাক্ষাতে কেবল নয়, এখন অসা-
ক্ষাতেও অধিক যত্ন পূর্ব্বক আজ্ঞাবহ হইয়া ভয়েতে ও
১৩ কম্পেতে আপন২ পরিত্রাণ সিদ্ধ কর। কারণ ঈশ্বরই
আপন সদভিপ্রায়ের নিমিত্তে তোমাদের অন্তরে ইচ্ছা ও
১৪ কর্ম্ম উভয় সাধন করিতেছেন। তোমরা বচসা ও সংশয়
১৫ বিনা তাবৎ কর্ম্ম করিতে২ অনিন্দনীয় ও নিষ্কপট হইয়া
কুটিল ও বিপরীতমনা লোকদের মধ্যে ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক
১৬ সন্তান হও; কেননা তাহাদের মধ্যে তোমরা জীবনবাক্য-
ধারী হওয়াতে জগতের মধ্যে জ্যোতিরূপে জ্বলিতেছ।
তাহা হইলে আমি বৃথা যত্ন করি নাই, এবং বৃথা পরিশ্রম
করি নাই, খ্রীষ্টের দিনে এমন শ্লাঘা করিতে পারিব।

১৭ তোমাদের বিশ্বাসজন্য যজ্ঞে ও উপাসনাতে যদ্যপি
আমার রক্তের সেচন হইতে হয়, তথাপি আনন্দিত ও
১৮ তোমাদের সকলের আনন্দের অংশী আছি। অতএব
তোমরাও আনন্দিত ও আমার আনন্দের অংশী হও।
১৯ তোমাদের অবস্থা অবগত হইয়া আমিও যেন সান্ত্বনাযুক্ত
হই, এতন্নিমিত্তে তীমথিয়কে তোমাদের নিকটে ত্বরায়
২০ পাঠাইব, প্রভু যীশুতে এমন প্রত্যাশা করিতেছি। সত্য-
রূপে তোমাদের মঙ্গল চিন্তা করে, এমত সমানভাব-
২১ বিশিষ্ট আর কেহই আমার নিকটে নাই। প্রায় সকলে
খ্রীষ্ট যীশুর বিষয় চেষ্টা না করিয়া আপন২ বিষয়
২২ চেষ্টা করে। কিন্তু সে যে পরীক্ষিত লোক, ইহা তোমরা

জ্ঞাত আছ; কেননা পিতার সহিত পুত্র যেমন, আমার সহিত সেও তেমনি সুসমাচারের দাস্য কর্ম্ম করিয়াছে।
২৩ অতএব বোধ হয়, আমার কি ঘটিবে তাহা দেখিলে পরে তৎক্ষণাৎ তোমাদের নিকটে তাহাকে পাঠাইব।
২৪ আর আমি আপনিও তোমাদের নিকটে ত্বরায় উপস্থিত
২৫ হইব, প্রভুতে এমত বিশ্বাস করিতেছি। তদ্ভিন্ন যে ইপা-ফ্রদীত আমার ভ্রাতা ও সহকারী ও সহসেনা, এবং তো-মাদের দূত ও আমার নির্ব্বাহ করণে সেবক, তাহাকেও তোমাদের নিকটে প্রেরণ করিতে প্রয়োজন বুঝিলাম।
২৬ কেননা সে তোমাদের দর্শনাকাঙ্ক্ষী, এবং তোমরা তা-হার পীড়ার সংবাদ শুনিয়াছ, ইহাতে বড় ভাবিত হইল।
২৭ সে পীড়াতে মৃতকল্প হইয়াছিল বটে, কিন্তু ঈশ্বর তাহার প্রতি কৃপা করিয়াছেন; কেবল তাহার প্রতি এমন নয়, বরং যেন আমার দুঃখের উপরে দুঃখ না ঘটে, এই
২৮ জন্যে আমারও প্রতি কৃপা করিয়াছেন। অতএব তোমরা তাহাকে পুনর্ব্বার দেখিয়া যেন আনন্দিত হও, এবং আ-মার দুঃখের লাঘব যেন হয়, এ জন্যে আমি তাহাকে
২৯ অতি যত্নে পাঠাইলাম। তোমরা আমোদ প্রমোদ করিয়া প্রভুর নিমিত্তে তাহাকে গ্রহণ করিও; এবং এই প্রকার
৩০ লোকদিগের মর্য্যাদা করিও। কেননা আমার সেবা করণে তোমাদের ত্রুটি সম্পূর্ণ করণার্থে সে প্রাণপণ করিয়া খ্রীষ্টের কার্য্যের নিমিত্তে মৃতকল্প হইয়াছিল।

৩ অধ্যায়।

১ হে আমার ভ্রাতৃগণ, অবশেষে কহি, তোমরা প্রভুতে আনন্দিত হও; একই প্রকার কথা তোমাদিগকে পুনঃ পুনঃ লেখনে আমার ক্লেশ হয় না, আর তাহা তোমা-
২ দিগের রক্ষার উপকারক। তোমরা কুক্কুরগণহইতে সাব-

ধান হও, দুষ্ট কর্ম্মকারিগণহইতে সাবধান হও, ছিন্নমূল
৩ লোকদের হইতে সাবধান হও। আমরাই ছিন্নত্বক্ লোক;
যেহেতুক আমরা আত্মাদ্বারা ঈশ্বরের উপাসনা করি,
এবং খ্রীষ্ট যীশুতে শ্লাঘা করি, এবং শরীরে নির্ভর দি
৪ না। তথাপি আমিও শরীরে নির্ভর দিতে পারিতাম;
অন্য কেহ যদি শরীরে নির্ভর দিতে পারে এমন বুঝে,
৫ তবে আমি তদপেক্ষা অধিক পারি। কেননা আমি অষ্টম
দিনে ত্বক্ছেদপ্রাপ্ত, এবং ইস্রায়েল বংশীয় ও বিন্যামী-
নের গোষ্ঠী, ও ইব্রিকুলজাত ইব্রীয়, এবং ব্যবস্থাপালনে
৬ ফিরূশী, এবং উদ্‌যোগে মণ্ডলীর তাড়নাকারী, এবং ব্য-
৭ বস্থাহইতে লভ্য পুণ্যে অনিন্দনীয় ছিলাম। কিন্তু তত্তদ্বি-
ষয়ে আমার যে যে লাভ ছিল, সে সমস্তই খ্রীষ্টের নিমিত্তে
৮ ক্ষতি জ্ঞান করিলাম। বরং এখনও আপন প্রভু যীশু
খ্রীষ্ট বিষয়ক জ্ঞানের উৎকৃষ্টতা প্রযুক্ত সমস্তই ক্ষতিমাত্র
জ্ঞান করি; এবং তাঁহার নিমিত্তে তাবতের ক্ষতি স্বীকার
৯ করিয়াছি, এবং তাহা লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান করিতেছি। (কি
জন্যে?) যেন খ্রীষ্টধন প্রাপ্ত হই, এবং ব্যবস্থাহইতে
জাত আমার নিজ পুণ্যে পুণ্যবান না হইয়া খ্রীষ্টে বিশ্বাস
করণদ্বারা যে পুণ্য হয়, অর্থাৎ বিশ্বাসদ্বারা ঈশ্বরহইতে
প্রাপ্য যে পুণ্য, তাহাতে পুণ্যবান হইয়া যেন খ্রীষ্টের
১০ আশ্রিতরূপে গ্রাহ্য হই। কেননা আমি খ্রীষ্টকে এবং
তাঁহার উত্থানের শক্তি ও তাঁহার দুঃখের সহভাগিত্ব
জ্ঞাত হইয়া এবং তাঁহার মৃত্যুর আকৃতি গ্রহণ করিয়া
১১ কোন ক্রমে মৃতদের পুনরুত্থানে অধিকার পাইতে (চেষ্টা
১২ করিতেছি।) আমি যে এখন সেই সকল প্রাপ্ত হইয়াছি,
কিম্বা এখন সিদ্ধ হইয়াছি, তাহা নয়; কিন্তু যাহার
নিমিত্তে খ্রীষ্টকর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছি, তাহা ধরিবার জন্যে
১৩ ধাবমান হইতেছি। হে ভ্রাতৃগণ, আমি যে তাহা ধরি-

আছি, এমন জ্ঞান করি না; কেবল এই এক কথা (বলিতে পারি,) আমি পশ্চাৎ স্থিত বিষয় আর মনে না করিয়া
১৪ অগ্রে স্থিত বিষয়ের চেষ্টাতে প্রাণপণ করিয়া লক্ষ্যের প্রতি দৌড়িতে দৌড়িতে খ্রীষ্ট যীশুদ্বারা ঊর্দ্ধহইতে আহ্বানকারি
১৫ ঈশ্বরের নিকটে পণ পাইতে যত্ন করিতেছি। অতএব আইস, আমরা যত লোক সিদ্ধ আছি, সকলে এমন ভাব করি; আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের অন্য প্রকার ভাব হয়, তবে ঈশ্বর তোমাদের প্রতি তাহাও প্রকাশ
১৬ করিবেন। তথাপি আমাদের যে পর্য্যন্ত জ্ঞানের গতি হইয়াছে, আইস, আমরা তাহাতে একচিত্ত হইয়া এক বিধিতে আচরণ করি।

১৭ হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা আমার অনুকারী হও, এবং তোমাদের দৃষ্টান্তস্বরূপ যে আমরা, আমাদের মত যাহারা
১৮ আচরণ করে, তাহাদিগকে নিরীক্ষণ কর। কেননা অনেকের আচরণের বিষয়ে আমি তোমাদিগকে অনেক বার কহিয়াছি, এবং রোদন পূর্ব্বক আর বার কহিতেছি, তা-
১৯ হারা খ্রীষ্টের ক্রুশের শত্রু; তাহাদের পরিণাম সর্ব্বনাশ, কারণ উদর তাহাদের ঈশ্বর, এবং লজ্জাই তাহাদের
২০ শ্লাঘা, এবং ঐহিক বিষয় তাহাদের চিন্তা। কিন্তু আমাদের দেশ স্বর্গে স্থিত, তথাহইতে ত্রাণকর্ত্তার অর্থাৎ প্রভু
২১ যীশু খ্রীষ্টের আগমন আমরা অপেক্ষা করিতেছি। তিনি যে শক্তিদ্বারা তাবৎকে আপনার বশীভূত করিতে পারেন, তাহাদ্বারা আমাদের অধম শরীরকে রূপান্তর করিয়া আপনার তেজোময় শরীরের সদৃশ করিবেন।

৪ অধ্যায়।

১ অতএব হে প্রিয়তম ও ইষ্টতম ভ্রাতৃগণ, হে আমার আনন্দ ও মুকুটস্বরূপেরা, হে আমার স্নেহপাত্রেরা, তো-

২ মরা এই প্রকারে প্রভুতে স্থির থাক। হে ইবদিয়ে, হে সুন্তুখি, তোমাদিগকে বিনয় পূর্ব্বক কহিতেছি, তোমরা
৩ প্রভুতে একচিত্তা হও। আর হে আমার সত্য সহবাস, তোমাকেও বিনয় করিয়া কহিতেছি, তুমি ইহাদের সাহায্য কর; কেননা ক্লীমি প্রভৃতি আমার যত সহকারিদের নাম জীবনপুস্তকে লিখিত আছে, তাহাদের মধ্যে ইহারাও সুসমাচারের কার্য্যে আমার সহিত পরিশ্রম করিয়াছে।

৪ তোমরা প্রভুতে সর্ব্বদা আনন্দিত হও; পুনরায় বলি,
৫ আনন্দিত হও। তোমাদের মৃদুতা তাবৎ লোকের নিকটে
৬ সপ্রকাশ হউক; প্রভু নিকটবর্ত্তী আছেন। কোন বিষয়ে ভাবিত হইও না, কিন্তু ধন্যবাদের সহিত প্রার্থনা ও যাচ্ঞা করিয়া সর্ব্ববিষয়ে আপনাদের নিবেদন ঈশ্বরকে
৭ জ্ঞাত কর। তাহাতে সকল বুদ্ধির অতীত যে ঈশ্বরের শান্তি, তাহা তোমাদের চিত্ত ও মনকে খ্রীষ্ট যীশুতে
৮ রক্ষা করিবে। হে ভ্রাতৃগণ, অবশেষে কহি, যে২ বিষয় যথার্থ ও আদরণীয় ও ন্যায্য ও শুচি ও প্রিয় ও সুখ্যাত, কিম্বা অন্য কোন প্রকারে গুণযুক্ত ও প্রশংসনীয়, তাহাই
৯ চিন্তা কর। এই যে সকল আমার নিকটে দেখিয়া শুনিয়া শিক্ষা পাইয়া গ্রহণ করিয়াছ, ইহাই পালন কর; তাহাতে শান্তির আকর ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে থাকিবেন

১০ আমার উপকারার্থে পূর্ব্বে তোমাদের চিন্তা ছিল বটে, কিন্তু কর্ম্মের সুযোগ ছিল না; এখন এত কালের পরে তোমাদের সেই চিন্তা যে আর বার প্রফুল্ল হইয়াছে, এত-
১১ দ্বিষয়ে প্রভুতে অতি আহ্লাদিত হইলাম। এ কথা আমি দৈন্য প্রযুক্ত কহি না; কেননা যে কোন অবস্থাতে
১২ থাকি, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে শিখিয়াছি। আমি নম্রতা সহ্য করিতে পারি, এবং প্রচুরতাও ভোগ করিতে

পারি; সকলই সম্পূর্ণরূপে শিক্ষিত হইয়াছি; তৃপ্তি ও
১৩ ক্ষুধা, এবং ধন ও দীনতা জ্ঞাত আছি। আমার শক্তিদাতা
১৪ খ্রীষ্টদ্বারা সকলই আমার সাধ্য হয়। তথাপি তোমরা
আমার দীনতার প্রতীকার করিয়া উত্তম কর্ম্ম করিয়াছ।
১৫ হে ফিলিপীয় লোকেরা, তোমরা আপনারা জান, সুস-
মাচারের উদয়কালে যখন আমি মাকিদনিয়া দেশহইতে
প্রস্থান করিয়াছিলাম, তৎকালে কেবল তোমরা ব্যতি-
রেকে অন্য কোন মণ্ডলী দানাদানের হিসাবে আমার
১৬ সহভাগী হয় নাই। থিষলনীকীতেও আমার নির্ব্বাহার্থে
তোমরা এক বার নয়, দুই বার প্রয়োজনীয় দান পা-
১৭ ঠাইয়াছিলা। আমি যে দান চাহি তাহা নয়, কিন্তু তো-
১৮ মাদের হিসাবে বহু লাভজনক ফল চাহি। তথাপি আ-
মার সকলই কুলায়, বরঞ্চ বাহুল্য আছে; তোমরা
ইপাফ্রদীতের দ্বারা ঈশ্বরের গ্রাহ্য ও তুষ্টিজনক উপহার
ও সুগন্ধি নৈবেদ্যস্বরূপ যে দান পাঠাইলা, তাহা পাইয়া
১৯ আমি সম্পূর্ণ আছি। আমার ঈশ্বর তোমাদিগকে খ্রীষ্ট
যীশুতে (গুপ্ত) আপনার বিভবনিধিহইতে তাবৎ প্রয়ো-
২০ জনীয় বিষয় সম্পূর্ণরূপে যোগাইয়া দিবেন। আমাদের
পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ অনন্তকাল পর্য্যন্ত হউক। আ-
২১ মেন্। তোমরা যীশু খ্রীষ্টের আশ্রিত প্রত্যেক পবিত্র
জনকে নমস্কার কর; আমার সঙ্গি ভ্রাতৃগণ তোমাদিগকে
২২ নমস্কার করিতেছে। এবং তাবৎ পবিত্র লোকের, বিশে-
২৩ ষতঃ, কৈসরের পরিজনের নমস্কার জানিবা। আমাদের
প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সহবর্ত্তী
হউক। আমেন্।

কলসীয় মণ্ডলীর প্রতি পৌল প্রেরিতের পত্র।

---

১ অধ্যায়।

১ ঈশ্বরের ইচ্ছানুক্রমে যীশু খ্রীষ্টের এক জন প্রেরিত যে পৌল, সে ও তীমথিয় ভ্রাতা কলসী নগরস্থ পবিত্র ও বিশ্বস্ত খ্রীষ্টাশ্রিত ভ্রাতাদের প্রতি পত্র লিখিতেছে।
২ আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টহইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক
৩ আমরা সর্ব্বদা তোমাদের নিমিত্তে প্রার্থনা করিয়া আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি;
৪ কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে তোমাদের বিশ্বাসের এবং তাবৎ পবিত্র লোকদের প্রতি তোমাদের প্রেমের সংবাদ শুনিতে
৫ পাইয়াছি। এবং তাহার মূল স্বর্গে তোমাদের নিমিত্তে সঞ্চিত সেই (ধনের) আশা, যাহার বৃত্তান্ত তোমরা সুস-
৬ মাচার সম্বন্ধীয় সত্য মতের বার্ত্তাদ্বারা শুনিয়াছ। ঐ সুসমাচার সমুদয় জগজ্জনের নিকটে যেমন, তোমাদের নিকটেও তেমনি উপস্থিত হইয়াছে; এবং তোমরা যদবধি ঈশ্বরের অনুগ্রহের কথা শুনিয়া সত্য রূপে জ্ঞাত হইয়াছ, তদবধি তোমাদের মধ্যেও ফলবান ও বর্দ্ধিষ্ণু
৭ হইতেছে। এবং আমাদের প্রিয় সহদাস ও তোমাদের জন্যে খ্রীষ্টের বিশ্বস্ত পরিচারক যে ইপাফ্রা র নিকটে
৮ তোমরা ঐ কথা শিখিয়াছ, সে আত্মাহইতে জাত তোমাদের প্রেম আমাদিগকে জ্ঞাত করিয়াছে।

৯ অতএব যদবধি ঐ সমাচার শুনিয়াছি, সেই দিনাবধি আমরা তোমাদের নিমিত্তে অনবরত প্রার্থনা করিতেছি।
১০ ফলতঃ তোমরা যেন সমুদয় পারমার্থিক জ্ঞানে ও বুদ্ধিতে ঈশ্বরের অভিমত সম্পূর্ণরূপে অবগত হও, এবং প্রভুর যোগ্য ও সর্ব্বসন্তোষজনক আচরণ কর, অর্থাৎ তাবৎ
১১ সৎকর্ম্মে ফলবান ও ঈশ্বরের জ্ঞানে বর্দ্ধিষ্ণু হও, এবং আনন্দের সহিত তাবৎ সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্যাবলম্বন করণার্থে ঈশ্বরের মহিমাযুক্ত শক্ত্যনুসারে তাবৎ বলেতে
১২ বলবান্ হও, এবং দীপ্তিবাসি পবিত্র লোকদের অধিকারের অংশ পাইতে আমাদিগকে উপযুক্ত করিয়াছেন, যে পিতা, তাঁহার ধন্যবাদ কর, এই নিবেদন করিয়া
১৩ থাকি। তিনিই আমাদিগকে অন্ধকারের কর্ত্তৃত্বহইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহার প্রেমভূমি পুত্রের রাজ্যস্থ প্রজা
১৪ করিয়াছেন। সেই পুত্রেতে আমরা তাঁহার রক্তদ্বারা
১৫ পরিত্রাণ অর্থাৎ পাপমোচন প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি, ও সমুদয় সৃষ্টির (অধিকারি) প্রথম-
১৬ জাত। সকলই তাঁহাতেই সৃষ্ট হইয়াছে; স্বর্গে ও পৃথিবীতে দৃশ্য বা অদৃশ্য যে কিছু আছে, সিংহাসন হউক, কিম্বা রাজকর্ত্তৃত্ব হউক, কিম্বা প্রভুত্ব হউক, কিম্বা পরাক্রম হউক, সকলই তাঁহাকর্ত্তৃক ও তাঁহার নিমিত্তে সৃষ্ট
১৭ হইয়াছে। তিনি তাবৎ বস্তুর আদি, এবং তাঁহাতেই
১৮ সকলের স্থিতি হয়। তিনি মণ্ডলীরূপ শরীরের মস্তক; তিনি আদি এবং কবরহইতে উত্থিত লোকদের মধ্যে প্রথমজাত, কেননা সর্ব্ব বিষয়ে প্রধান হওয়া তাঁহার উপযুক্ত।
১৯ কারণ পিতার এই অভিমত, যেন তাবৎ পূর্ণতা তাঁহাতে
২০ বাস করে, এবং ক্রুশে পাতিত তাঁহার রক্তদ্বারা সন্ধি করিয়া তিনি তাঁহাদ্বারা আপনার সহিত স্বর্গ মর্ত্যস্থিত
২১ সমুদয়ের সম্মিলন করেন। অতএব পূর্ব্বকালে বহির্ভূত

এবং মনের ভাবে শত্রু হইয়া দুষ্ক্রিয়াতে মগ্ন ছিলা যে
২২ তোমরা, তোমাদিগকে আপনার সাক্ষাতে পবিত্র ও নি-
ষ্কলঙ্ক ও নির্দ্দোষ করিয়া স্থাপন করিবার জন্যে খ্রীষ্টের
মাংসময় শরীরদ্বারা, অর্থাৎ মরণদ্বারা আপনার সহিত
২৩ সম্মিলিত করিলেন। কিন্তু বিশ্বাসে বদ্ধমূল ও অটল
থাকা তোমাদের আবশ্যক; অতএব আকাশমণ্ডলের
নীচস্থ তাবৎ জগজ্জনের মধ্যে প্রচারিত যে সুসমাচার
তোমরা শুনিয়াছ, তাহার প্রত্যাশাহইতে বিচলিত
হইও না।

২৪ ঐ সুসমাচারের এক জন পরিচারক যে আমি পৌল,
আমি এখন হৃষ্ট মনে তোমাদের নিমিত্তে দুঃখ সহ্য
করিতেছি; এবং আমার দেহে খ্রীষ্টের ক্লেশভোগের
যে অংশ অপূর্ণ, তাহা তাঁহার শরীরস্বরূপ মণ্ডলীর
২৫ নিমিত্তে পূর্ণ করিতেছি। যেহেতুক আমি মণ্ডলীর পরি-
চারক হইয়াছি; ঈশ্বরের নিয়োগানুসারে তোমাদের
জন্যে ঈশ্বরের বাক্য প্রচলিত করণের ভার আমাতে
২৬ অর্পিত হইয়াছে। ঐ নিগূঢ় বাক্য পূর্ব্বযুগে পূর্ব্বমনুষ্য-
দিগের হইতে প্রচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু সম্প্রতি তাঁহার পবিত্র
২৭ লোকদের নিকটে সপ্রকাশ হইল; কারণ সেই নিগূঢ়
বাক্যদ্বারা অন্যজাতীয়দের প্রতি যে প্রভাবনিধি বর্ত্তে,
তাহা ঈশ্বর পবিত্র লোকদিগকে জ্ঞাত করিতে বাঞ্ছা
২৮ করিলেন। সেই নিধি তোমাদের মধ্যবর্ত্তী খ্রীষ্ট; তিনি
প্রভাবের আশার মূল; আমরা তাঁহারই কথা প্রচার করি-
তেছি, এবং প্রত্যেক মনুষ্যকে খ্রীষ্ট যীশুতে সিদ্ধ করিয়া
উপস্থিত করণার্থে প্রত্যেক মনুষ্যকে প্রবোধ এবং সর্ব্ব-
২৯ প্রকার জ্ঞানজনক উপদেশ দিয়া থাকি। ইহার জন্যে
তাঁহার যে শক্তি প্রবলরূপে আমাতে প্রকাশ পায়.
তাহাদ্বারা আমি অতি যত্নে পরিশ্রম করিতেছি।

২ অধ্যায়।

১ তোমাদের ও লায়দিকেয়াস্থ মণ্ডলীর নিমিত্তে, এবং যত ভ্রাতা আমার শারীরিক মুখ দেখে নাই, সেই সকলের নিমিত্তে আমার কি পর্য্যন্ত যত্ন আছে, তাহা
২ তোমাদিগকে কিছু জানাইতে চাহি। (সেই যত্নের অভিপ্রায় কি?) তাহারা যেন প্রেমেতে সংযুক্ত হইয়া সুস্থিরচিত্ত এবং সম্পূর্ণ বিবেকরূপ তাবৎ ধনে ধনী, এবং
৩ পিতা ঈশ্বরের ও খ্রীষ্টের নিগূঢ় বাক্য জ্ঞাত হয়; কেননা বিদ্যার ও জ্ঞানের নিধি সকল তাঁহাতেই গুপ্ত আছে।
৪ কেহ যেন মধুর বাক্যদ্বারা তোমাদিগকে না ভুলায়,
৫ এই নিমিত্তে ইহা কহিতেছি। আমার শরীর যদ্যপি তোমাদের হইতে দূরে আছে, তথাপি মন নিকটে থাকে, তাহাতে আমি তোমাদের সুরীতি ও খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসের
৬ দৃঢ়তা দেখিয়া আনন্দ করিতেছি। অতএব প্রভু খ্রীষ্ট যীশুকে যেমন গ্রহণ করিয়াছ, তদনুরূপে তাঁহাতেই
৭ (থাকিয়া) আচরণ কর; আর তাঁহাতেই বদ্ধমূল ও গ্রথিত হইয়া প্রাপ্ত শিক্ষানুসারে বিশ্বাসে স্থির হও, এবং তদুৎপন্ন ধন্যবাদরূপ ফলে অতি ফলবান হও।

৮ সাবধান, দর্শনবিদ্যার নিরর্থক প্রতারণাদ্বারা কেহ যেন তোমাদিগকে বন্দি না করে। ঐ বিদ্যা মনুষ্যদের শিক্ষা ও সংসারের অক্ষরমালামূলক, তাহা খ্রীষ্টমূলক
৯ নহে। ঈশ্বরত্বের তাবৎ পূর্ণতা দৈহিকরূপে খ্রীষ্টে বাস
১০ করে, এবং তোমরা তাঁহাতে সম্পূর্ণ আছ। তিনি সমুদয়
১১ রাজত্ব ও কর্ত্তৃত্বপদের মস্তকস্বরূপ; এবং তাঁহাকর্ত্তৃক তোমরা অহস্তকৃত ত্বক্‌ছেদদ্বারা, অর্থাৎ যাহাতে শারীরিক ভাবের পাপতনু দূর করা যায়, খ্রীষ্টের সেই ত্বক্‌-
১২ ছেদদ্বারা ছিন্নত্বক্‌ হইয়াছ। ফলতঃ বাপ্তিস্মে খ্রীষ্টের

সহিত কবরশায়ী হইয়া আর বার তাহাতেই মৃতদের মধ্যহইতে তাঁহার উত্থাপক ঈশ্বরের পরাক্রমে জাত বি-
১৩ শ্বাসের গুণে তাঁহার সহিত উত্থিত হইয়াছ। ঈশ্বর তোমাদিগকে অপরাধে ও শারীরিক অত্বক্‌ছেদাবস্থাতে মৃত দেখিয়া তাঁহার সহিত সজীব করিলেন, বিশেষতঃ
১৪ তোমাদের তাবৎ অপরাধ ক্ষমা করিলেন। কেননা দণ্ডাজ্ঞারূপ যে হস্তলিখিত (ঋণপত্র) আমাদের বিপক্ষ ছিল, তিনি তাহা মুছিয়া প্রেকদ্বারা ক্রুশে বদ্ধ করিয়া দূর
১৫ করিয়াছেন। এবং রাজত্ব ও কর্তৃত্বপদ মানহীন করণ পূর্ব্বক প্রকাশরূপে কৌতুকাস্পদ করিয়া ক্রুশে পরাজিত শত্রুর ন্যায় দেখাইয়াছেন।

১৬ অতএব খাদ্যাখাদ্য ও পেয়াপেয় ও উৎসব ও অমাবস্যা ও বিশ্রামবার, এ সমস্ত বিষয়ে কাহাকেও তোমাদের
১৭ ব্যবস্থাপক হইতে দিও না। কেননা এই সকল ভাবি
১৮ বিষয়ের ছায়ামাত্র, কিন্তু সত্য বস্তু খ্রীষ্ট। এবং নম্রতাতে ও দিব্য দূতগণের পূজাতে স্বেচ্ছাচারি যে কোন ব্যক্তি অদৃশ্য বিষয়ের চর্চ্চা করিয়া আপন শারীরিক ভাবের
১৯ গর্ব্বে বৃথা স্ফীত হয়, কিন্তু সন্ধি ও শিরা সকলদ্বারা উপকৃত ও সংসক্ত সমস্ত শরীর যাঁহাহইতে ঈশ্বরীয় বৃদ্ধি পায়, এমন মস্তকস্বরূপ খ্রীষ্টেতে আসক্ত না থাকে, সেই ব্যক্তিদ্বারা আপনাদিগকে ফলে বঞ্চিত হইতে দিও না।

২০ তোমরা যদি এই সংসারের অক্ষরমালার সম্বন্ধে খ্রীষ্টের সহিত মৃত হইয়াছ, তবে কেন সংসারজীবি লোক-
২১ দের ন্যায় হইয়া, ধরিও না, আস্বাদ করিও না, স্পর্শ করিও না, এই প্রকার বিধির বশীভূত হইতেছ? সেই
২২ সকল বস্তু ভোগদ্বারা নষ্ট হইবার নিমিত্তেই হইয়াছে; এবং ঐ প্রকার বিধি মনুষ্যদের আজ্ঞা ও শিক্ষামাত্র।
২৩ তাহা স্বেচ্ছাকৃত ভক্তি ও নম্রতা ও শরীরের প্রতি

বৈরাগ্যদ্বারা জ্ঞানের মত দেখায় বটে, তথাপি কিছুর মধ্যে গণ্য নহে, কেবল শারীরিক ভাবের তৃপ্তিকর হয়।

৩ অধ্যায়।

১ অতএব তোমরা যদি খ্রীষ্টের সহিত উত্থিত হইয়াছ, তবে খ্রীষ্ট যে স্থানে ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট ২ আছেন, সেই ঊর্দ্ধ্ব স্থানের বিষয় অন্বেষণ কর। পার্থিব বিষয়ে মন আসক্ত না করিয়া ঊর্দ্ধ্বস্থ বিষয়ে আসক্ত ৩ কর। কেননা তোমরা মৃত হইয়াছ, এবং তোমাদের ৪ জীবন খ্রীষ্টের সহিত ঈশ্বরেতে গুপ্ত আছে। আমাদের জীবনস্বরূপ খ্রীষ্ট যখন প্রকাশিত হইবেন, তৎকালে তোমরাও তাঁহার সহিত বিভবে প্রকাশিত হইবা।

৫ অতএব তোমরা পৃথিবীচর আপন২ অঙ্গকে, অর্থাৎ বেশ্যাগমন, ও অশুচিতা, ও কাম, ও কুঅভিলাষ, ও দেবপূজাবিশেষ যে লোভ, এই সকল ব্যাপাদন কর। ৬ কেননা এই সকলের কারণ অনাজ্ঞাবহ লোকদের প্রতি ৭ ঈশ্বরের ক্রোধ বর্ত্তে। পূর্ব্বে যখন এই সকল তোমাদের উপজীবিকাস্বরূপ ছিল, তখন তোমরাও তাহা ব্যব- ৮ হার করিতা। কিন্তু সম্প্রতি এই সকল দূর কর; ক্রোধ, ও রাগ, ও হিংসা, ও নিন্দা, ও কুৎসিত আলাপ তোমা- ৯ দের মুখহইতে দূর কর। এক জন অন্যের প্রতি মিথ্যা- ১০ কথা কহিও না। কেননা তোমরা নিজ ক্রিয়া শুদ্ধ পুরাতন পুরুষকে পরিত্যাগ করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতিমূর্ত্তিতে তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্তে নূতনীকৃত যে নূতন পুরুষ, তা- ১১ হাকে পরিধান করিয়াছ। তাহার মধ্যে গ্রীক কি যিহূদী, ও ছিন্নত্বক্ কি অছিন্নত্বক্, ও ম্লেচ্ছ কি স্কুথীয়, ও দাস কি স্বাধীন, ইহাদের কিছুমাত্র বিশেষ নাই, কিন্তু ১২ খ্রীষ্ট সর্ব্বেসর্ব্বা আছেন। অতএব তোমরা ঈশ্বরের মনো-

নীত পবিত্র ও প্রিয় লোকদের ন্যায় আন্তরিক অনুকম্পা ও দয়া ও নম্রতা ও মৃদুতা ও ধৈর্য্য, এই সকলেতে বি-
১৩ ভূষিত হও। পরস্পর সহিষ্ণুতা কর, এবং যদি কাহারও প্রতি অসন্তুষ্ট হও, তবে পরস্পর ক্ষমা কর; খ্রীষ্ট যেমন তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন, তোমরাও তদ্রূপ কর।
১৪ এবং এই সকলের উপরে প্রেম বাঁধ; কেননা তাহা
১৫ সিদ্ধিবন্ধন। এবং যে শান্তির নিমিত্তে তোমরা এক শরীরে আহূত হইয়াছ, সেই ঈশ্বরীয় শান্তি তোমাদের অন্তঃকরণে রাজত্ব করুক; আর তোমরা কৃতজ্ঞ হও।
১৬ খ্রীষ্টের বাক্য সম্পূর্ণ জ্ঞানেতে বাহুল্য রূপে তোমাদের অন্তরে বসতি করুক; তোমরা গীত ও ধন্যবাদের গান ও পারমার্থিক সংকীর্ত্তনদ্বারা পরস্পর উপদেশ ও চেতনা দিয়া অনুগ্রহের পাত্ররূপে অন্তঃকরণে প্রভুর উদ্দেশে
১৭ গান কর। এবং বাক্যেতে কি ক্রিয়াতে যে কিছু কর, সকলই প্রভু যীশুর নামে কর, এবং তাঁহার দ্বারা পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ কর।

১৮ হে স্ত্রীগণ, খ্রীষ্টাশ্রিত লোকদের যেমন উপযুক্ত, তদ্রূপ
১৯ তোমরা আপন২ স্বামির বশতাপন্ন হও। হে স্বামিগণ, তোমরা আপন২ ভার্য্যার প্রতি প্রেম কর, কটু ব্যব-
২০ হার করিও না। হে বালকগণ, তোমরা সর্ব্ববিষয়ে পিতামাতার আজ্ঞাবহ হও, কেননা তাহাই প্রভুর তুষ্টি-
২১ জনক। হে পিতৃগণ, তোমরা আপন২ বালকদিগের ক্রোধ
২২ জন্মাইও না, পাছে তাহাদের মনোভঙ্গ হয়। হে দাসগণ, তোমরা সর্ব্ববিষয়ে সাংসারিক প্রভুদিগের আজ্ঞাবহ হও, চাক্ষুষ সেবাদ্বারা মনুষ্যদিগকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিও না, বরং সরল অন্তঃকরণে প্রভুর ভীতিতে কার্য্য
২৩ কর। এবং যে কোন কার্য্য কর, তাহা মনুষ্যের উদ্দেশে
২৪ না করিয়া প্রভুর উদ্দেশে প্রফুল্ল মনে কর, কেননা

প্রভুহইতে স্বর্গাধিকাররূপ প্রতিফল পাইবা, ইহা জ্ঞাত
২৫ আছ; যেহেতুক তোমরা প্রভু খ্রীষ্টের দাস আছ। কিন্তু
যে জন দুষ্কর্ম্ম করে, সে আপন দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল পা-
২৬ ইবে; তাহাতে মুখাপেক্ষা হইবে না। আর হে কর্ত্তৃগণ,
স্বর্গে তোমাদেরও এক জন কর্ত্তা আছেন, ইহা জানিয়া
নিজ দাসগণের প্রতি যথার্থ ও ন্যায্য ব্যবহার কর।

৪ অধ্যায়।

১ তোমরা প্রার্থনাতে নিত্য২ প্রবৃত্ত হও; এবং ধন্য-
২ বাদ করণ পূর্ব্বক তাহাতে জাগ্রৎ থাক। এবং আমা-
৩ দের জন্যেও প্রার্থনা কর, ফলতঃ ঈশ্বর যেন আমাদের
নিমিত্তে বাগদ্বার মুক্ত করিয়া খ্রীষ্টের যে নিগূঢ় বাক্য
৪ প্রযুক্ত আমি বদ্ধ হইয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতে দেন,
এবং আমি যেন কর্ত্তব্য মনে তাহা প্রচার করিতে পারি,
৫ ইহা প্রার্থনা কর। এবং বহির্ভূত লোকদের নিকটে
জ্ঞানির ন্যায় আচরণ কর, ও সময় বাছিয়া ক্রয় কর।
৬ তোমাদের আলাপ সর্ব্বদা অনুগ্রহের ফল এবং লবণেতে
আস্বাদযুক্ত হউক, বিশেষতঃ কাহাকে কি রূপে উত্তর
দিতে হয়, এমত জ্ঞানসম্বলিত হউক।

৭ প্রভুতে আমার প্রিয় ভ্রাতা ও বিশ্বস্ত পরিচারক ও
সহদাস যে তুখিকঃ, সে তোমাদিগকে আমার তাবৎ
৮ সমাচার জানাইবে। তোমরা কেমন আছ, তাহা জা-
নিবার জন্যে, এবং তোমাদের মন সান্ত্বনা করিবার
৯ জন্যে আমি তাহাকে এবং ওনীষিমঃ নামে তোমাদের
(স্বদেশীয়) এক বিশ্বস্ত প্রিয় ভ্রাতাকে তোমাদের নি-
কটে পাঠাইলাম; তাহারা এখানকার সমস্ত সমাচার
১০ তোমাদিগকে জ্ঞাত করিবে। আমার সহবন্দী আরি-
ষ্টার্খ, এবং বার্ণব্বার ভাগিনেয় মার্ক, ও যুষ্ট নামে

বিখ্যাত যীশু, এই কএক ত্বক্‌ছেদি লোক তোমাদিগকে ১১ নমস্কার জানাইতেছে। ইহাদের মধ্যে তোমরা মার্কের বিষয়ে আজ্ঞা পাইয়াছ; সে যদি তোমাদের নিকটে উপস্থিত হয়, তবে তাহাকে গ্রহণ করিও; ঈশ্বররাজ্যে আমার সাহায্যকারি এই কএক জনমাত্র আমার শা- ১২ স্তিজনক হইয়াছে। এবং খ্রীষ্টের দাস যে ইপাফ্রা তো- মাদের (স্বদেশীয়) এক জন, সেও তোমাদিগকে নমস্কার করিতেছে। তোমরা যেন ঈশ্বরের তাবৎ অভিমতে সিদ্ধ ও সম্পূর্ণ হইয়া স্থির থাক, তন্নিমিত্তে সে তোমাদের ১৩ জন্যে যত্নপূর্ব্বক নিত্য প্রার্থনা করিতেছে। তোমাদের ও লায়দিকেয়াস্থ ও হিয়রাপলিস্থ ভ্রাতৃগণের নিমিত্তে তা- হার বড় উদ্‌যোগ আছে, এতদ্বিষয়ে আমি তাহার সাক্ষী ১৪ আছি। আর লূক নামে প্রিয় চিকিৎসক, এবং দীমা, ১৫ ইহারাও তোমাদিগকে নমস্কার করিতেছে। তোমরা লা- য়দিকেয়া নিবাসি ভ্রাতৃগণকে, ও নুম্ফাকে, ও তাহার ১৬ গৃহস্থিত মণ্ডলীকে নমস্কার জানাইবা। আর তোমাদের নিকটে এই পত্রের পাঠ হইলে পর লায়দিকেয়াস্থ মণ্ড- লীর মধ্যেও যাহাতে তাহার পাঠ হয়, এমত চেষ্টা করিবা; এবং লায়দিকেয়াহইতে যে পত্র পাইবা, তাহা ১৭ তোমরাও পাঠ করিবা। এবং আর্খিপ্পকে এই কথা বলিবা, সাবধান, তুমি প্রভুর নিকটে যে পরিচারকত্ব- ১৮ পদ পাইয়াছ, সম্পূর্ণরূপে তাহার কর্ম্ম কর। আমি পৌল স্বহস্তের অক্ষরেতে তোমাদিগকে নমস্কার জানাইতেছি। তোমরা আমার বন্ধন স্মরণ করিও। অনুগ্রহ তোমাদের সহবর্ত্তী হউক। আমেন।

থিষলনীকীয় মণ্ডলীর প্রতি পৌল প্রেরিতের প্রথম পত্র।

---

১ অধ্যায়।

১ পিতা ঈশ্বরের ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আশ্রিত যে থিষলনীকীয় লোকদের মণ্ডলী, তাহার প্রতি পৌল ও সীল ও তীমথিয় পত্র লিখিতেছে। আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টহইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক।

২ আমরা প্রার্থনার সময়ে তোমাদের নাম উল্লেখ করণ পূর্ব্বক তোমাদের সকলের নিমিত্তে নিত্য২ ঈশ্বরের
৩ ধন্যবাদ করিয়া থাকি, এবং আমাদের পিতা ঈশ্বরের সাক্ষাতে প্রভু যীশু খ্রীষ্টে তোমাদের বিশ্বাসের কার্য্য ও প্রেমের পরিশ্রম ও প্রত্যাশার ধৈর্য্য নিত্য স্মরণ করিয়া
৪ থাকি। হে প্রিয় ভ্রাতৃগণ, তোমরা ঈশ্বরের মনোনীত
৫ লোক আছ, ইহা আমরা জানি; কেননা আমাদের সুসমাচার তোমাদের প্রতি কেবল শব্দমাত্র না হইয়া শক্তি ও পবিত্র আত্মা ও মহাসাহসযুক্ত হইয়া উপস্থিত হইয়াছে; আমরা তোমাদের মধ্যে থাকিয়া তোমাদের নিমিত্তে কি প্রকার লোক হইয়াছিলাম, তাহা তোমরা
৬ জ্ঞাত আছ। এবং তোমরা বহু ক্লেশভোগের মধ্যে পবিত্র আত্মার দত্ত আনন্দেতে বাক্য গ্রহণ করিয়া আমাদের ও
৭ প্রভুর অনুগামী হওয়াতে মাকিদনিয়া ও আখায়া দেশস্থ

৮ তাবৎ বিশ্বাসি লোকদের নিদর্শনস্বরূপ হইয়াছ। কেননা তোমাদের হইতে প্রতিনাদিত প্রভুর বাণীতে মাকিদনিয়া ও আখায়া দেশ ব্যাপ্ত হইয়াছে; কেবল তাহা নয়, কিন্তু ঈশ্বরেতে তোমাদের যে বিশ্বাস আছে, তাহার বার্ত্তা সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইয়াছে; এই নিমিত্তে আমাদের ৯ কোন কথা কহিবার প্রয়োজন নাই। কারণ তোমাদের নিকটে আমাদের আগমন কেমন (ফলবান) হইয়াছে, এবং তোমরা কি প্রকারে পুত্তলিকা ত্যাগ করণ পূর্ব্বক ১০ ঈশ্বরের প্রতি ফিরিয়া অমর ও সত্য ঈশ্বরের সেবা করিতে, এবং স্বর্গহইতে তাঁহার পুত্রের আগমন, অর্থাৎ তাঁহা-কর্ত্তৃক মৃতদের মধ্যহইতে উত্থাপিত যে যীশু আগামি ক্রোধহইতে আমাদের উদ্ধারকর্ত্তা, তাঁহার আগমন অ-পেক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, এ সকল কথা তাহারা আপনারা প্রকাশ করে।

২ অধ্যায়।

১ হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা আপনারা জান, তোমাদের নি-২ কটে আমাদের আগমন বৃথা হয় নাই। তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ফিলিপী নগরে আমাদের দুঃখ ও অপমান হই-য়াছিল, ইহা তোমরা জান; তথাপি আমরা আপন ঈশ্ব-রের সাহায্যে সাহসী হইয়া বহু যত্নপূর্ব্বক তোমাদিগকে ৩ ঈশ্বরের সুসমাচার জানাইয়াছিলাম। কেননা আমাদের উপদেশ ভ্রান্তি কিম্বা অশুচি ক্রিয়াহইতে উৎপন্ন কিম্বা ৪ প্রবঞ্চনাযুক্ত নহে। কিন্তু যে ঈশ্বর আমাদের পরীক্ষা করণ পূর্ব্বক আমাদের নিকটে সুসমাচার গচ্ছিত করিয়া-ছেন, তাঁহার বিশ্বস্ত দাসরূপে আমরা কথা কহন সময়ে মনুষ্যগণের তুষ্টিকর না হইয়া আমাদের অন্তঃকরণের পরীক্ষক যে ঈশ্বর, তাঁহারই তুষ্টিকর হইতে চেষ্টা করি।

৫ তোমরা জান, আমরা কখনো স্তুতিবাদের কথাতে কিম্বা লোভজন্য ছলেতে লিপ্ত হই নাই, ইহার সাক্ষী ঈশ্বর
৬ আছেন। এবং খ্রীষ্টের প্রেরিত হওয়াতে যদ্যপি গৌরবান্বিত হইতে পারিতাম, তথাপি তোমাদের কি অন্যদের, কোন মনুষ্যের হইতে সম্ভ্রম পাইতে চেষ্টা করি নাই।
৭ বরং তোমাদের নিকটে বৎসল হইয়া, যে স্ত্রী আপন
৮ স্তন্যপায়ি শিশুদিগকে প্রতিপালন করে, তাহার ন্যায় তোমাদের প্রতি স্নেহ করাতে কেবল ঈশ্বরের সুসমাচার তাহা নয়, আপন২ প্রাণও তোমাদিগকে দিতে প্রস্তুত ছিলাম; যেহেতুক তোমরা আমাদের প্রিয় পাত্র ছিলা।
৯ হে ভ্রাতৃগণ, আমরা কত পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করিয়াছি, অর্থাৎ তোমাদের কাহাকেও যেন ভারগ্রস্ত না করি, এই জন্যে দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া তোমাদের নিকটে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করিয়াছি, তাহা তো-
১০ মাদের স্মরণে আছে। আর বিশ্বাসি যে তোমরা তোমাদের প্রতি আমরা কেমন পবিত্র ও যথার্থ ও নির্দ্দোষ আচরণ করিয়াছি, তাহার সাক্ষী আপনারা আছ, এবং
১১ ঈশ্বরও আছেন। কোন পিতা যেমন আপন বালকদিগকে, তদ্রূপ আমরাও তোমাদের প্রত্যেক জনকে উপ-
১২ দেশ ও প্রবোধ দিয়াছি, এবং নিজ রাজ্যে ও বিভবে তোমাদিগকে আহ্বানকারি ঈশ্বরের উপযুক্ত আচরণ করিতে দৃঢ় আজ্ঞা দিয়াছি, তাহাও তোমরা জ্ঞাত আছ।
১৩ অতএব আমরা নিত্য২ ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি, কেননা আমাদের প্রমুখাৎ ঈশ্বরের বার্ত্তা শ্রবণ সময়ে তোমরা মনুষ্যের কথা নয়, কিন্তু ঈশ্বরের কথা জানিয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছিলা। তাহা ঈশ্বরের কথা বটে; এবং বিশ্বাসকারি তোমাদের অন্তঃকরণে নিজ গুণ প্রকাশ
১৪ করিতেছে। কেননা হে ভ্রাতৃগণ, যিহূদাদেশে ঈশ্বরের

যে২ মণ্ডলী যীশু খ্রীষ্টেতে আছে, তোমরা তাহাদের অনুকারী হইয়াছ; ফলতঃ তাহারা যিহূদি লোকহইতে যে প্রকার দুঃখ পাইয়াছে, তোমরাও আপনাদের স্বজা-
১৫ তীয় লোকহইতে সেই প্রকার দুঃখ পাইয়াছ। ঐ যিহূদীয়েরা প্রভু যীশুকে ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে বধ করিয়াছে, এবং আমাদিগকেও তাড়না করিয়া দূর করিয়াছে, এবং ঈশ্বরের অসন্তোষজনক ও তাবৎ মনুষ্যের বিপরীতা-
১৬ চারী হইয়াছে; এবং পরিত্রাণার্থে অন্যজাতীয়দের সহিত আলাপ করিতে আমাদিগকে বারণ করিতেছে, এই রূপে আপন পাপের পরিমাণ নিত্য সম্পূর্ণ করিতেছে; কিন্তু তাহাদের নিকটে অন্তক ক্রোধ উপস্থিত হইল।

১৭ হে ভ্রাতৃগণ, কিছু কাল পর্য্যন্ত তোমাদের সহিত আমাদের চিত্তের বিচ্ছেদ তাহা নয়, কিন্তু মুখের বিচ্ছেদ হওয়াতে আমরা তোমাদের মুখ দর্শন করিতে
১৮ অতিশয় আকাঙ্ক্ষাতে বহুবিধ যত্ন করিয়াছি। বিশেষতঃ আমি পৌল দুই এক বার তোমাদের নিকটে যাত্রা করিতে মনস্থ করিয়াছিলাম। কিন্তু শয়তান আমাদের
১৯ বাধা জন্মাইয়াছে। আমাদের প্রত্যাশা ও আনন্দ ও শ্লাঘ্য মুকুট কি? আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমনকালে
২০ তাঁহার সাক্ষাতে তোমরা কি তাহা নহ? অবশ্য তোমরাই আমাদের গৌরব ও আনন্দভূমি।

৩ অধ্যায়।

১ অতএব আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারাতে আমি
২ আথীনী নগরে একাকী থাকিতে সন্তুষ্ট হইলাম। এবং এই বর্ত্তমান ক্লেশেতে কেহ যেন চঞ্চল না হয়, এই নিমিত্তে তোমাদের বিশ্বাস বিষয়ে তোমাদিগকে সুস্থির করিতে ও সান্ত্বনা দিতে আমাদের ভ্রাতা ও ঈশ্বরের

পরিচারক ও খ্রীষ্টের সুসমাচারে আমাদের সহকারী যে
তীমথিয়, তাহাকে তোমাদের নিকটে প্রেরণ করিলাম।
৩ আমরা যে এই ক্লেশে নিযুক্ত আছি, তাহা তোমরা
৪ আপনারা জ্ঞাত আছ; আর যখন তোমাদের নিকটে
ছিলাম, তখন আমাদের দুর্গতি ঘটিবে, এ কথা তোমা-
দিগকে কহিয়াছিলাম, এবং সেই মত ঘটিয়াছে, তাহাও
৫ তোমরা জান। অতএব আমি আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে
না পারাতে তোমাদের বিশ্বাসের তত্ত্ব জানিতে তাহাকে
পাঠাইলাম, কেননা কি জানি পরীক্ষক তোমাদের পরীক্ষা
করিলে আমাদের পরিশ্রম বৃথা হইবে, এমন ভয় হই-
৬ য়াছিল। কিন্তু এখন তীমথিয় তোমাদের নিকটহইতে
আমাদের কাছে আসিয়া তোমাদের বিশ্বাস ও প্রেমের
বার্ত্তা, এবং আমরা যেমন তোমাদের দর্শনাকাঙ্ক্ষী,
তোমরাও তদ্রূপ আমাদের দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া সতত
প্রেমে আমাদিগকে স্মরণ করিতেছ, এই সকল শুভ
৭ সমাচার দিল। হে ভ্রাতৃগণ, ইহাতে আমরা সর্ব্বপ্রকার
দুঃখের ও ক্লেশের মধ্যে তোমাদের বিষয়ে অর্থাৎ
৮ তোমাদের বিশ্বাসদ্বারা সান্ত্বনাযুক্ত হইলাম। কেননা
এখন প্রভুর আশ্রয়ে তোমাদের স্থির থাকাতে আমরা
৯ বাঁচিলাম। ঈশ্বরের সাক্ষাতে তোমাদের বিষয়ে আ-
মরা যে সমস্ত আনন্দে আনন্দিত হইতেছি, তাহার
পরিশোধার্থে কেমন করিয়া তোমাদের জন্যে ঈশ্বরের
১০ ধন্যবাদ করিতে পারিব? তোমাদের বিশ্বাসের ত্রুটি
পূর্ণ-করণার্থে যেন তোমাদের মুখ দেখিতে পাই, এই
১১ জন্যে দিবারাত্রি একাগ্র প্রার্থনা করিতেছি। স্বয়ং ঈশ্বর
অর্থাৎ আমাদের পিতা ও আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট
১২ তোমাদের নিকটে আমাদের পথ সুগম করুন। আর
প্রভু তোমাদিগকে পরস্পর এবং সকলের প্রতি প্রেমে

বৰ্দ্ধিষ্ণু ও বহুফলবান করুন, এবং তোমাদের প্রতি আ-
১৩ মাদিগকেও তদ্রূপ করুন; এই রূপে তোমাদের অন্তঃ-
করণ সুস্থির করিয়া যে দিনে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট
আপনার তাবৎ পবিত্র লোকদের সহিত আগমন করি-
বেন, সেই দিনে আমাদের পিতা ঈশ্বরের সাক্ষাতে
তোমাদিগকে পবিত্রতাতে নিষ্কলঙ্ক উপস্থিত করুন।

৪ অধ্যায়।

১ হে ভ্রাতৃগণ, অবশেষে আমরা প্রভু যীশুর নামে বিনয়
পূর্ব্বক তোমাদিগকে এই উপদেশ দিতেছি, কি প্রকার
আচরণ করিয়া ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করিতে হয়, তদ্বিষয়ে
আমাদের নিকটে যে শিক্ষা পাইয়াছ, তদনুসারে উত্ত-
২ রোত্তর ফলবান্ হও। কেননা প্রভু যীশুর দ্বারা তোমা-
দিগকে কি প্রকার আজ্ঞা দিয়াছি, তাহা জ্ঞাত আছ।
৩ ঈশ্বরের অভিমত কি? না, তোমাদের পবিত্রতা;
অর্থাৎ তোমরা যেন ব্যভিচার কর্ম্মহইতে দূরে থাকিয়া
৪ প্রত্যেক জন পবিত্র ও মান্যরূপে আপন২ প্রাণাধারকে
৫ রক্ষা কর, এবং ঈশ্বরানভিজ্ঞ দেবপূজকদের ন্যায় কা-
৬ মাভিলাষের বশীভূত না হও, এবং অত্যাচার করিয়া
এই বিষয়ে আপন২ ভ্রাতার প্রতি অন্যায় না কর।
কেননা আমরা পূর্ব্বে তোমাদিগকে সাক্ষ্য দিয়া যে প্রকার
কহিয়াছি, তদনুসারে প্রভু ঐ সকল ক্রিয়ার প্রতিফলদাতা
৭ আছেন। যেহেতুক ঈশ্বর আমাদিগকে অশুচিতার নি-
মিত্তে তাহা নয়, কিন্তু পবিত্রতার নিমিত্তে আহ্বান
৮ করিয়াছেন। অতএব যে কেহ আমাদিগকে অবজ্ঞা করে,
সে মনুষ্যকে অবজ্ঞা করে তাহা নয়, কিন্তু যিনি আপন
পবিত্র আত্মাকে তোমাদের অন্তরে সমর্পণ করিয়াছেন,
সেই ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করে।

৯ ভ্রাতৃপ্রেমবিষয়ে তোমাদের প্রতি আমার লিখনাধিক; কেননা তোমরা পরস্পর প্রেম করিতে আপনারা ঈশ্বর
১০ কর্ত্তৃক শিক্ষিত আছ, এবং তাবৎ মাকিদনিয়া দেশস্থ
১১ ভ্রাতৃগণের প্রতি তাহা করিতেছ; তথাপি তোমাদিগকে বিনয় করিয়া বলি, হে ভ্রাতৃগণ, ইহাতে আরও ফল-
১২ বান্ হও। এবং মণ্ডলীর বহির্ভূত লোকদের নিকটেও তোমাদের আচরণ যেন মান্য হয়, এবং কোন বিষয়ের অভাব না হয়, এই নিমিত্তে আমরা যে রূপ আজ্ঞা দিয়াছি, তদ্রূপে নির্ব্বিরোধাচারী হইয়া আপন২ বিষয়ে মনোযোগ ও আপন২ হস্তে পরিশ্রম করিতে যত্নবান হও।
১৩ হে ভ্রাতৃগণ, প্রত্যাশাহীন অন্য সকল লোকদের ন্যায় তোমরা যেন শোকাকুল না হও, এই জন্যে মহানিদ্রিত লোকদের বিষয়ে তোমরা যে অজ্ঞাত থাক, ইহা আ-
১৪ মাদের ইচ্ছা নয়। যীশু মরিয়া পুনর্ব্বার উঠিলেন, এই কথা যদি আমরা বিশ্বাস করি, তবে যীশুর আশ্রিত মহানিদ্রিত লোকদিগকেও ঈশ্বর তদ্রূপ তাঁহার সহিত
১৫ আনয়ন করিবেন। আমরা প্রভুর বাক্যদ্বারা তোমাদিগকে কহিতেছি, আমাদের মধ্যে যাহারা প্রভুর আগমন পর্য্যন্ত জীবৎ অবশিষ্ট থাকিবে, তাহারা মহা-
১৬ নিদ্রিত লোকদের অগ্রগামী হইবে না। কেননা জয়২ কারধ্বনি ও প্রধান স্বর্গদূতের উচ্চৈঃশব্দ ও ঈশ্বরীয় তূরীবাদ্যের সহিত প্রভু আপনি স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিবেন, তাহাতে অগ্রে খ্রীষ্টাশ্রিত মৃত লোকেরা
১৭ উঠিবে। পরে আমাদের মধ্যে যাহারা জীবৎ অবশিষ্ট থাকিবে, তাহারা প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করণার্থে তাহাদের সঙ্গে মেঘরথে আকাশে নীত হইবে; এই রূপে
১৮ আমরা সর্ব্বদা প্রভুর সঙ্গে থাকিব। অতএব তোমরা এই২ কথাদ্বারা পরস্পর আপনাদিগকে সান্ত্বনা কর।

৫ অধ্যায়।

১ হে ভ্রাতৃগণ, কালের কি বিশেষ সময়ের বিষয়ে
২ তোমাদের প্রতি আমাদের লিখনাধিক। কেননা আ-
পনারা বিলক্ষণ রূপে জান, রাত্রিকালের চোরের ন্যায়
৩ প্রভুর দিন উপস্থিত হইবে। লোকেরা যখন বলিবে, এ
শান্তির ও নির্ব্বিঘ্নতার সময়, তখন গর্ব্ভবতীর প্রসববে-
দনার ন্যায় তাহাদের বিনাশ অকস্মাৎ উপস্থিত হইবে,
৪ তাহারা এড়াইতে পারিবে না। কিন্তু হে ভ্রাতৃগণ, তো-
মাদের নিকটে সে দিবস যাহাতে চোরের ন্যায় হঠাৎ
৫ উপস্থিত হইবে, তোমরা এমন অন্ধকারে মগ্ন নহ। তো-
মরা সকলে দীপ্তির সন্তান ও দিবসের সন্তান আছ;
৬ আমরা রাত্রির কিম্বা অন্ধকারের লোক নহি। অতএব
আইস, আমরা অন্য সকলের ন্যায় নিদ্রিত না হই,
৭ বরং জাগ্রৎ হইয়া প্রবুদ্ধ থাকি। যাহারা নিদ্রা যায়,
তাহারা রাত্রিতেই নিদ্রা যায়; এবং যাহারা মত্ত হয়,
৮ তাহারাও রাত্রিতে মত্ত হয়। আইস, আমরা দিবসের
সন্তান, এই জন্যে বিশ্বাস ও প্রেমরূপ বুকপাটা বক্ষে
দিয়া, ও পরিত্রাণের আশারূপ শিরস্ত্র মস্তকে দিয়া
৯ প্রবুদ্ধ থাকি। কেননা ঈশ্বর আমাদিগকে ক্রোধের পাত্র
হওনার্থে নিযুক্ত করেন নাই, বরঞ্চ আমাদের প্রভু যীশু
খ্রীষ্টদ্বারা পরিত্রাণের অধিকারী হওনার্থে নিযুক্ত করি-
১০ য়াছেন। এবং জাগ্রৎ থাকিলে কিম্বা মহানিদ্রা গেলে
আমরা যেন খ্রীষ্টের সহিত জীবনাধিকারী হই, এই
জন্যে তিনি আমাদের নিমিত্তে প্রাণত্যাগ করিলেন।
১১ অতএব তোমরা যে রূপ করিয়া থাক, তদ্রূপে পরস্পর
আপনাদের সান্ত্বনা করিয়া নিষ্ঠা জন্মাও।
১২ হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদের নিকটে আমাদের আর এক

নিবেদন আছে; তোমাদের মধ্যে যাহারা পরিশ্রম করে,
অর্থাৎ প্রভুর সম্বন্ধে তোমাদের অধ্যক্ষপদের কর্ম্ম করে
১৩ ও তোমাদিগকে চেতনা দেয়, তাহাদিগকে মান্য কর,
ও প্রেম করিয়া তাহাদের কর্ম্ম প্রযুক্ত অত্যন্ত সমাদর
১৪ কর; এবং পরস্পর নির্ব্বিরোধাচারী হও। হে ভ্রাতৃগণ,
তোমাদিগকে আরও বিনতি করি, তোমরা অবিহিতা-
চারিদিগকে চেতনা দেও, ও ক্ষুদ্রমনাদিগকে সান্ত্বনা কর, ও
দুর্ব্বলদিগের সাহায্য কর, ও সকলের প্রতি দীর্ঘসহিষ্ণু
১৫ হও। আর সাবধান, অপকারের পরিশোধার্থে কেহ
কাহারো প্রত্যপকার না করুক, বরঞ্চ সর্ব্বদা পরস্পর
১৬ এবং সকলের প্রতি হিতাচারী হও। সর্ব্বদা আনন্দ কর।
১৭ নিরন্তর প্রার্থনা কর। সকল বিষয়ে ধন্যবাদ কর,
১৮ কেননা তোমাদের বিষয়ে খ্রীষ্ট যীশুর দ্বারা এই ঈশ্ব-
১৯ রের অভিমত। পবিত্র আত্মা নির্ব্বাণ করিও না। ঈশ্বরীয়
২০ বাক্যকে হেয়জ্ঞান করিও না। সর্ব্ব বিষয়ে পরীক্ষা করি-
২১ য়া যাহা ভাল, তাহা ছাড়িও না। যে কিছু মন্দরূপে
২২ দেখায়, তাহাহইতে দূরে থাক। শান্তির আকর ঈশ্বর
২৩ আপনি তোমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে পবিত্র করুন; এবং
আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমন সময়ে তোমাদের
অখিল আত্মা ও প্রাণ ও শরীর নিষ্কলঙ্ক রূপে রক্ষা
২৪ প্রাপ্ত হউক। যিনি তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন,
২৫ তিনি বিশ্বস্ত, তিনিই তাহা করিবেন। হে ভ্রাতৃগণ, আ-
২৬ মাদের নিমিত্তে প্রার্থনা কর। পবিত্র চুম্বনেতে সকল
২৭ ভ্রাতৃগণকে নমস্কার কর। আর আমি প্রভুর নামে তো-
মাদিগকে এই দিব্য দিতেছি, তোমরা এই পত্র তাবৎ
২৮ পবিত্র ভ্রাতার নিকটে পাঠ করিবা। আমাদের প্রভু যীশু
খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সহবর্ত্তী হউক। আমেন।

থিষলনীকীয় মণ্ডলীর প্রতি পৌল প্রেরিতের দ্বিতীয় পত্র।

---

১ অধ্যায়।

১ আমাদের পিতা ঈশ্বরের ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আশ্রিত থিষলনীকীয় মণ্ডলীর প্রতি পৌল ও সীল ও তীমথিয় পত্র
২ লিখিতেছে। আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্ট-হইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক।
৩ হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদের নিমিত্তে যথা বিহিত সর্ব্বদা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করা আমাদের কর্ত্তব্য; কেননা তোমা-দের বিশ্বাস অত্যন্ত বাড়িতেছে, ও প্রত্যেক জনের প্রতি পরস্পর তোমাদের প্রেম অতিশয় ফলবান হইতেছে;
৪ তাহাতে সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব ও ক্লেশ সহ্য করণে তোমরা যে ধৈর্য্যাবলম্বন ও বিশ্বাস প্রকাশ করিতেছ, তৎপ্রযুক্ত আমরা আপনারা ঈশ্বরের মণ্ডলীগণের মধ্যে তোমাদের
৫ বিষয়ে শ্লাঘা করিতেছি। পরন্তু তাহা ঈশ্বরের যথার্থ বিচারের একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ, যেহেতুক তোমরা যাহার নিমিত্তে দুঃখভোগ করিতেছ, তাহার অর্থাৎ ঈশ্বরের
৬ রাজ্যের যোগ্য পাত্র এই রূপে হইবা। ফলতঃ আপনার পরাক্রমি দূতগণের সহিত স্বর্গহইতে প্রভু যীশুর প্রকাশিত হওন সময়ে তোমাদের ক্লেশদাতা সকলকে প্রতিফলরূপে
৭ ক্লেশ দেওয়া, এবং ক্লিষ্ট যে তোমরা, তোমাদিগকে আমাদের সহিত বিশ্রাম দেওয়া ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ন্যায়-

৮ কর্ম্ম হইবে। তৎকালে ঈশ্বরানভিজ্ঞ লোকদিগকে ও আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের অনাজ্ঞাবহ
৯ সকলকে তিনি জ্বলন্ত অগ্নিতে সমুচিত দণ্ড দিবেন; তাহাতে প্রভুর মুখমণ্ডলহইতে ও তাঁহার পরাক্রমের প্রভাবহইতে তাহারা অনন্ত সর্ব্বনাশরূপ প্রতিফল পাইবে।
১০ আর সেই দিনে তিনি আপন পবিত্র লোকদের মধ্যে গৌরবান্বিত হইতে, এবং (তোমাদের ও অন্য) সকল বিশ্বাসকারি লোকদের দ্বারা সমাদর প্রাপ্ত হইতে আগমন
১১ করিবেন। তোমরা আমাদের প্রমাণে বিশ্বাসী হইয়াছ, এই জন্যে আমরা তোমাদের নিমিত্তে সর্ব্বদা এই প্রার্থনা করিতেছি; আমাদের ঈশ্বর তোমাদিগকে সেই আহ্বানের যোগ্য পাত্র করুন, এবং তোমাদের মধ্যে সদ্ভাবের তাবৎ সদভিপ্রায় ও বিশ্বাসের কর্ম্ম প্রবলরূপে সিদ্ধ
১২ করুন। কেননা তাহা হইলে আমাদের ঈশ্বরের এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহানুসারে তোমাদের দ্বারা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নাম গৌরবান্বিত হইবে, এবং তোমরাও তাঁহার দ্বারা গৌরবান্বিত হইবা।

২ অধ্যায়।

১ হে ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমন ও তাঁহার সমীপে আমাদের সংগৃহীত হওন বিষয়ে
২ তোমাদিগকে এই নিবেদন করি; খ্রীষ্টের দিন অতি সন্নিকট, এই কথা যদি কেহ কোন আত্মার আবেশদ্বারা কিম্বা বাক্যদ্বারা কিম্বা আমাদের বলিয়া পত্রদ্বারা প্রকাশ করে, তবে তাহাতে হঠাৎ চঞ্চলমতি ও উদ্বিগ্ন
৩ হইও না। কোন প্রকারে কাহাকেও তোমাদের ভ্রান্তি জন্মাইতে দিও না; কেননা সেই দিনের পূর্ব্বে ধর্ম্মলোপ উপস্থিত হইবে, এবং বিনাশের পাত্র যে পাপপুরুষ

৪ তাহাকে উদয় পাইতে হইবে। সে প্রতিরোধ করিবে, এবং দেবনামধারি ও পূজনীয় তাবৎ বস্তু অপেক্ষা আপনাকে উন্নত করিয়া ঈশ্বররূপে দেখাইয়া ঈশ্বরের
৫ মন্দিরে ঈশ্বরবৎ উপবিষ্ট হইবে। আমি যখন তোমাদের নিকটে ছিলাম, তখনও এই কথা কহিয়াছিলাম, তাহা
৬ কি তোমাদের স্মরণে নাই? আর এখন কিসে নিবারিত হইতেছে, তাহা তোমরা জ্ঞাত আছ; কিন্তু স্বসময়ে সে
৭ উদিত হইবে। আর অধর্ম্মের নিগূঢ় কর্ম্ম এই কালেও ফলিতেছে, কিন্তু অদ্যাপি নিবারক দূরীকৃত হয় নাই।
৮ দূরীকৃত হইলে সেই বিধর্ম্মী উদিত হইবে, কিন্তু প্রভু যীশু আপন মুখের পবনদ্বারা তাহাকে নষ্ট করিবেন, ও আপন আগমনের তেজদ্বারা তাহাকে সংহার করি-
৯ বেন। শয়তানের শক্তি প্রকাশদ্বারা বিনাশ পাত্রদের মধ্যে ভ্রান্তির সর্ব্বপ্রকার পরাক্রম ও আশ্চর্য্য ক্রিয়া ও লক্ষণ এবং অধর্ম্মের সর্ব্বপ্রকার প্রতারণা তাহার আগ-
১০ মনের ফল হইবে। কেননা তাহারা পরিত্রাণ পাইবার
১১ নিমিত্তে সত্য মতের অনুরাগ গ্রাহ্য করে নাই; এই জন্যে ঈশ্বর তাহাদের প্রতি ভ্রান্তিজনক মায়া পাঠাইলে
১২ তাহারা মিথ্যাকথাতে বিশ্বাস করিবে। কেননা যাহারা সত্য মতে বিশ্বাস না করিয়া অধর্ম্মেতে সন্তুষ্ট হয়, সেই সকলকে দণ্ডের পাত্র হইতে হইবে।

১৩ হে প্রভুর প্রিয় ভ্রাতৃগণ, তোমাদের নিমিত্তে সর্ব্বদা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করা আমাদের কর্ত্তব্য; কেননা ঈশ্বর প্রথমাবধি তোমাদিগকে আত্মার জাত পবিত্রতাতে ও সত্য মতের বিশ্বাসেতে পরিত্রাণের জন্যে মনোনীত করি-
১৪ য়াছেন; এবং সেই অভিপ্রায়ে আমাদের প্রচারিত সুসমাচারদ্বারা তোমাদিগকে আহ্বান করাতে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করিবেন।

১৫ অতএব হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা আমাদের বাক্য কিম্বা পত্রদ্বারা যে শিক্ষা পাইয়াছ, সেই সমস্ত শিক্ষা ধারণ
১৬ করিয়া সুস্থির হও। আর আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এবং আমাদের পিতা ঈশ্বর যিনি আমাদিগকে প্রেম করিয়া নিত্যস্থায়ি সান্ত্বনা এবং অনুগ্রহমূলক উত্তম
১৭ প্রত্যাশা দিয়াছেন, তিনি আপনি তোমাদের অন্তঃকরণ সান্ত্বনাযুক্ত করিয়া তাবৎ সদ্বাক্যে ও সৎকর্ম্মে সুস্থির করুন।

৩ অধ্যায়।

১ হে ভ্রাতৃগণ, অবশেষে বলি, আমাদের নিমিত্তে ইহা প্রার্থনা কর, যেন প্রভুর বাক্য তোমাদের মধ্যে যেমন,
২ তেমনি সর্ব্বত্র প্রচলিত ও মহিমান্বিত হয়, এবং আমরা যেন দুঃশীল ও মন্দ লোকদের হইতে উদ্ধার পাই,
৩ কেননা সকলের বিশ্বাস হয় না। কিন্তু প্রভু বিশ্বসনীয়; তিনিই তোমাদিগকে স্থির করিয়া মন্দহইতে রক্ষা করি-
৪ বেন। আমাদের সমস্ত আদেশ তোমরা পালন করিতেছ এবং করিবা, তোমাদের বিষয়ে প্রভুতে এমন বিশ্বাস
৫ করিতেছি। প্রভু তোমাদের অন্তঃকরণকে ঈশ্বরের প্রেম ও খ্রীষ্টের সহিষ্ণুতারূপ পথে গমন করাউন।
৬ হে ভ্রাতৃগণ, আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে তোমাদিগকে এই আজ্ঞা দিতেছি, যে কোন ভ্রাতা আমাদের হইতে প্রাপ্ত উপদেশ না মানিয়া অবিহিতাচরণ করে,
৭ তাহার সঙ্গ ছাড়। কি প্রকারে আমাদের অনুকারী হইতে হয়, তাহা আপনারা জান; কেননা আমরা তো-
৮ মাদের মধ্যে অবিহিতাচারী ছিলাম না, এবং বিনামূল্যে কাহারও অন্ন ভোজন করিতাম না, বরঞ্চ তোমাদের কাহাকেও যেন ভারগ্রস্ত না করি, এই নিমিত্তে ক্লেশ

ও পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক দিবারাত্রি কার্য্য করিতাম।
৯ ইহাতে আমাদের অধিকার নাই, এমন নয়; কিন্তু তো-
মরা যেন আমাদের অনুকারী হও, এই জন্যে তোমা-
দের নিকটে আপনাদিগকে দৃষ্টান্তরূপে দেখাইতে চা-
১০ হিয়াছিলাম। যে কেহ কার্য্য করিতে সম্মত নহে, সে
আহারও না করুক, এই আজ্ঞা তোমাদের নিকটে
১১ থাকিবার সময়ে তোমাদিগকে দিয়াছিলাম। কিন্তু তো-
মাদের মধ্যে কেহ২ অবিহিতাচরণ করিতেছে, অর্থাৎ
কার্য্য না করিয়া নিরর্থক বিষয়ে ব্যস্ত আছে, ইহা শুনি-
১২ তেছি। অতএব সেই প্রকার লোকদিগকে আমাদের
প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে বিনয় করিয়া এই আজ্ঞা
দিতেছি, তাহারা শান্ত ভাবে কার্য্য করিয়া আপনা-
১৩ দেরই উপার্জ্জিত অন্ন ভোজন করুক। আর হে ভ্রাতৃগণ,
১৪ তোমরা সৎকর্ম্ম করিতে ক্লান্ত হইও না। যদি কেহ এই
পত্রদ্বারা প্রকাশিত আমাদের কথার বশীভূত না হয়,
তবে সে যেন লজ্জা পায়, এই জন্যে তাহাকে চিনিয়া
১৫ রাখ, তাহার সঙ্গে ব্যবহার করিও না। তথাপি তাহাকে
শত্রু জ্ঞান করিও না, কিন্তু ভ্রাতার মত চেতনা দেও।
১৬ আর শান্তির আকর প্রভু আপনি সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে
তোমাদিগকে শান্তি প্রদান করুন্। প্রভু তোমাদের
সকলের সঙ্গী হউন। আমেন্।

১৭ এই নমস্কার আমি পৌল স্বহস্তে লিখিলাম। তাবৎ
পত্রে ইহাই আমার চিহ্ন। আমার হাতের লেখা এই
১৮ প্রকার। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমা-
দের সকলের সহবর্ত্তী হউক। আমেন্।

তীমথিয়ের প্রতি পৌল প্রেরিতের প্রথম পত্র।

---

১ অধ্যায়।

১ আমাদের প্রত্যাশাভূমি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ও ত্রাণ-
কর্ত্তা ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে যীশু খ্রীষ্টের এক জন
প্রেরিত যে পৌল, সে আপনার সত্য ধর্ম্মপুত্র তীম-
২ থিয়কে পত্র লিখিতেছে। আমাদের পিতা ঈশ্বর ও
আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টহইতে অনুগ্রহ ও দয়া ও
শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক।
৩ মাকিদনিয়া দেশে যাত্রা করণ সময়ে আমি তোমাকে
যেরূপ বিনয় করিয়াছিলাম, তদ্রূপ (পুনরায় করিতেছি,)
তুমি ইফিষ নগরে থাকিয়া কতক লোক যেন ইতর
৪ শিক্ষা না দেয়, এবং ইতিহাসে ও অশেষ বংশাবলিতে
মনোযোগ না করে, এমন আজ্ঞা তাহাদিগকে দেও;
কেননা ঐ সকল কেবল বিবাদ জন্মায়, ও বিশ্বাসসম্ব-
৫ ন্ধীয় ঈশ্বরের নিয়ম বিষয়ে নিষ্ফল থাকে। নির্ম্মল অন্তঃ-
করণ ও উত্তম মন ও অকম্পিত বিশ্বাসমূলক যে প্রেম,
৬ তাহাই ধর্ম্মবিধির পরিণাম; কিন্তু কতক লোক ইহা-
হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নিরর্থক গল্পরূপ বিপথে গিয়াছে।
৭ এবং আপনারা কি বলে, ও আপনাদের নিশ্চিত কথার
অভিপ্রায় বা কি, তাহা না জানিয়াও ব্যবস্থার অধ্যাপক
৮ হইতে প্রয়াস করে। ব্যবস্থা উত্তম বটে, তাহা আমরা
৯ জানি; কিন্তু বিধিমতে তাহা ব্যবহার করা আবশ্যক;

বিশেষতঃ ইহা মনে করিতে হয়, যে ব্যবস্থা পুণ্যবানের নিমিত্তে স্থাপিত নহে, কিন্তু অধার্ম্মিক ও অবাধ্য ও দুরাচারি ও পাপি ও অপবিত্র ও অশুচি লোক ও পি-
১০ তৃহন্তা ও মাতৃহন্তা ও মনুষ্যঘাতক, ও বেশ্যাগামী ও পুংমৈথুনকারী, ও মনুষ্যবিক্রেতা ও মিথ্যাবাদী ও মিথ্যাদিব্যকারী ইত্যাদি কোন মতে নিরাময় শিক্ষার বিপরীতাচারী সকলের নিমিত্তে ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছে।
১১ পরমধন্য ঈশ্বরের তেজঃপ্রকাশক যে সুসমাচার আমার নিকটে গচ্ছিত হইয়াছে, তাহাও এমত প্রমাণ দেয়।
১২ ইহাতে আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুর অনুগ্রহ স্বীকার করি-
১৩ তেছি, কেননা তিনি আমার বলদাতা হইয়া পূর্ব্বে নিন্দক ও তাড়নাকর্ত্তা ও দুরাত্মা ছিলাম যে আমি, আমাকে বিশ্বসনীয় জ্ঞান করিয়া পরিচারকত্বপদে নিযুক্ত করিয়াছেন। আমি অবিশ্বাস প্রযুক্ত অজ্ঞান হওয়াতে ঐ সকল কর্ম্ম করিতাম, এই নিমিত্তে কৃপা পাইয়াছি।
১৪ এবং আমাদের প্রভুর অনুগ্রহ খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধীয় বিশ্বাসের ও প্রেমের সহিত অতি প্রচুররূপে ফলবান হই-
১৫ য়াছে। আর এই কথা বিশ্বসনীয় ও সর্ব্বতোভাবে গ্রহণীয়, খ্রীষ্ট যীশু পাপিদের পরিত্রাণ করিতে জগতে
১৬ আসিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে আমি প্রধান পাপী; কিন্তু কৃপা পাইয়াছি, কারণ যত লোক অনন্ত জীবনের নিমিত্তে তাঁহাতে বিশ্বাস করিবে, তাহাদের দৃষ্টান্ত যেন হই, এই জন্যে যীশু খ্রীষ্ট প্রথমে আমাতে সম্পূর্ণ চির-
১৭ সহিষ্ণুতা প্রকাশ করিতে স্থির করিয়াছিলেন। অনাদি অক্ষয় অদৃশ্য রাজা যে অদ্বিতীয় সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর, তাঁহার সম্ভ্রম ও মহিমা অনন্ত কাল পর্য্যন্ত সপ্রকাশ হউক। আমেন।
১৮ হে পুত্র তীমথিয়, তোমার বিষয়ে যে২ ভবিষ্যদ্বাক্য পূর্ব্বাবধি উক্ত হইয়াছে, তদনুসারে আমি তোমার নিকটে

এই উপদেশ সমর্পণ করি; তুমি ঐ বাক্যানুসারে উত্তম
১৯ যুদ্ধ কর। এবং বিশ্বাস ও উত্তম মন রক্ষা কর; কেননা
তাহা পরিত্যাগ করাতে কাহার২ বিশ্বাসরূপ নৌকা ভগ্ন
২০ হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে হুমিনায় ও সিকন্দর আছে;
কিন্তু ইহারা যেন ঈশ্বরনিন্দা ত্যাগ করিতে শিক্ষা পায়, এই
জন্যে আমি তাহাদিগকে শয়তানের হস্তে সমর্পণ করিলাম।

২ অধ্যায়।

১　ঈশ্বরের নিকটে বিনয় ও প্রার্থনা ও নিবেদন ও ধন্য-
২ বাদ করিতে হয়, এই আমার প্রথম উপদেশ। সর্ব্বসাধারণ
লোকের নিমিত্তে, বিশেষতঃ রাজাদের ও শাসনকর্ত্তা-
দের নিমিত্তে তাহা করিতে হয়। (কেন?) আমরা যেন
নির্ব্বিরোধে ও শান্তিতে থাকিয়া সম্পূর্ণ ঈশ্বরভক্তিতে ও
৩ ধীরতাতে কাল যাপন করি। আর এই কর্ম্ম উত্তম, এবং
৪ আমাদের ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরের সাক্ষাতে গ্রাহ্য। কেননা
সকল মনুষ্য যে পরিত্রাণ ও সত্য মতের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়,
৫ এই তাঁহার ইচ্ছা। কারণ অদ্বিতীয় এক ঈশ্বর আছেন;
এবং ঈশ্বরের ও মনুষ্যদের মধ্যে অদ্বিতীয় এক মধ্যস্থ
৬ আছেন, অর্থাৎ নরাবতার খ্রীষ্ট যীশু। তিনি সকলের
মুক্তির মূল্যার্থে আপনার প্রাণ দিয়াছেন। এই সাক্ষ্য
৭ উচিত কালে দাতব্য। এবং আমি তাহার এক জন ঘোষক
ও প্রেরিত এবং বিশ্বাসে ও সত্য মতে অন্যজাতীয়দের
শিক্ষকপদে নিযুক্ত হইয়াছি; আমার এই কথা মিথ্যা
নয়, খ্রীষ্টেতে সকলই সত্য কহিতেছি।

৮　অতএব পুরুষেরা নিষ্ক্রোধে ও নির্ব্বিরোধে পবিত্র হস্ত
৯ তুলিয়া সর্ব্বত্র প্রার্থনা করুক, এই আমার আজ্ঞা। আর
নারীগণ তদ্রূপ লজ্জা ও বিনীতি পূর্ব্বক উপযুক্ত বস্ত্র
পরিহিত হইয়া (উপস্থিত হউক।) তাহারা কেশবেশ ও

স্বর্ণ মুক্তাদির অভরণ ও বহুমূল্য পরিচ্ছদদ্বারা আপনা-
১০ দিগকে ভূষিত না করিয়া, বরং ঈশ্বরভক্তি স্বীকৃত স্ত্রীগণের
১১ যোগ্য সৎক্রিয়ারূপ ভূষণে ভূষিত হউক। স্ত্রী সম্পূর্ণ
১২ বশ্যতা পূর্ব্বক শান্ত ভাবে শিক্ষা করুক। আমি উপদেশ
দিবার কিম্বা স্বামির উপরে কর্তৃত্ব করিবার অনুমতি
নারীকে দি না; কিন্তু শান্তভাবে থাকিতে আজ্ঞা করি।
১৩ যেহেতুক প্রথমে আদমের, পরে হবার সৃষ্টি হইয়াছিল।
১৪ এবং আদম্ প্রবঞ্চিত হইল না, কিন্তু স্ত্রী প্রবঞ্চিতা হইয়া
১৫ অপরাধে পতিতা হইল। তথাপি স্ত্রীলোক যদি বিনীতি-
যুক্ত বিশ্বাসে ও প্রেমে ও পবিত্রতাতে স্থির থাকে, তবে
সন্তানপ্রসবেতে পরিত্রাণ পাইবে।

৩ অধ্যায়।

১ যদি কেহ অধ্যক্ষপদের আকাঙ্ক্ষা করে, তবে সে
২ উত্তম কর্ম্ম করিতে চাহে, এ কথা সত্য বটে। অতএব
অধ্যক্ষকে অনিন্দনীয়, ও কেবল এক স্ত্রীর স্বামী, ও প্রবুদ্ধ,
ও বিনীত, ও সুশীল, ও অতিথিসেবক, ও শিক্ষাদানে
৩ নিপুণ হইতে হয়; এবং মদ্যপানে আসক্ত কিম্বা প্রহারক
কিম্বা কুৎসিত লাভকারী না হইয়া মৃদু ও নির্ব্বিরোধ ও
৪ নির্লোভ হইতে, এবং আপন পরিবারের শাসন উত্তম-
রূপে করিতে, ও নিজ সন্তানগণকে সম্পূর্ণ ধীরতাতে বশে
৫ রাখিতে হয়। কেননা নিজ পরিবারের শাসন করিতে
যে না জানে, সে কি প্রকারে ঈশ্বরের মণ্ডলীর তত্ত্বাবধারণ
৬ করিবে? আর সে যেন অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া শয়তানের
৭ দণ্ডপ্রাপ্ত না হয়, এই জন্যে নূতন শিষ্য না হউক। এবং
শয়তানের অপবাদে ও জালে যেন পতিত না হয়, এই
নিমিত্তে বহির্ভূত লোকদের নিকটেও সুখ্যাত হওয়া তা-
হার আবশ্যক।

৮ পরিচারকদিগকেও তদ্রূপ ধীর ও দ্বিধাবাক্যরহিত ও বহুমদ্যপানে অনাসক্ত ও কুৎসিত লাভে অলিপ্ত হইতে,
৯ এবং নির্ম্মল মনে বিশ্বাসের নিগূঢ় বাক্য ধারণ করিতে
১০ হয়। অগ্রে তাহাদেরও পরীক্ষা করা যাউক, পরে নির্দ্দোষ
১১ হইলে পরিচর্য্যা করুক। এবং (পরিচারিকা) স্ত্রী সকলও তদ্রূপ ধীরা ও অনপবাদিকা ও প্রবুদ্ধা এবং সর্ব্ব
১২ বিষয়ে বিশ্বস্তা হউক। আর পরিচারকেরা কেবল এক২ স্ত্রীর স্বামী হইয়া উচিত মতে আপন২ সন্তান প্রভৃতি
১৩ পরিজনগণের শাসন করুক। কেননা যাহারা ভাল রূপে পরিচর্য্যা করে, তাহারা ভদ্র পদের অধিকারী এবং খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধীয় বিশ্বাসে বহু উৎসাহ প্রাপ্ত হইবে।

১৪ আমি শীঘ্র তোমার নিকটে উপস্থিত হইব, এমত
১৫ প্রত্যাশা পূর্ব্বক ইহা লিখিতেছি। কিন্তু যদি বিলম্ব হয় তবে ঈশ্বরের গৃহমধ্যে, অর্থাৎ সত্য মতের স্তম্ভ ও ভিত্তিমূলস্বরূপ যে অমর ঈশ্বরের মণ্ডলী, তাহার মধ্যে কি প্রকার আচার ব্যবহার করিতে হয়, তাহা তোমাকে
১৬ জানাইতে চাহি। ঈশ্বরভক্তির যে নিগূঢ় বাক্যের মহত্ত্ব সর্ব্বসম্মত তাহা এই; ঈশ্বর মনুষ্যদেহে সপ্রকাশ, ও আত্মাতে নির্দ্দোষীকৃত, এবং দূতগণকর্ত্তৃক দৃষ্ট, ও সর্ব্বজাতীয়দের মধ্যে প্রচারিত, এবং জগতের মধ্যে বিশ্বাসদ্বারা গৃহীত, ও সগৌরবে ঊর্দ্ধে নীত হইয়াছেন।

৪ অধ্যায়।

১ পবিত্র আত্মা স্পষ্টরূপে এই বাক্য কহিতেছেন, শেষকালে কতক লোক ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া ভ্রান্তিজনক আত্মাতে
২ ও ভূতগণের শিক্ষাতে আসক্ত হইবে। যাহাদের মন অগ্নিচিহ্নিত চর্ম্মতুল্য, এমত মিথ্যাবাদিদের কাপট্যে
৩ (ইহা ঘটিবে।) তাহারা বিবাহ নিষেধ করিবে, এবং

ধন্যবাদপূর্ব্বক ভুক্ত হওনার্থে বিশ্বাসি ও সত্য মত জ্ঞাত লোকদের নিমিত্তে ঈশ্বরকর্তৃক সৃষ্ট খাদ্যের ব্যবহারও
৪ নিষেধ করিবে। কিন্তু ধন্যবাদ পূর্ব্বক গ্রহণ করিলে ঈশ্বরের সৃষ্ট কোন বস্তুই অগ্রাহ্য নয়, সকলই উত্তম;
৫ যেহেতুক ঈশ্বরের বাক্য ও প্রার্থনাদ্বারা তাহা পবিত্রীকৃত
৬ হয়। এ সকল কথা ভ্রাতৃগণকে জ্ঞাত করিলে তুমি যীশু খ্রীষ্টের উত্তম পরিচারক হইবা, এবং যে বিশ্বাসের ও উত্তম শিক্ষার অনুগামী হইয়াছ, তাহার কথাদ্বারা আপ্যায়িত হইবা।

৭ যে কুৎসিত উপাখ্যান কেবল বৃদ্ধ স্ত্রীজাতির যোগ্য, তুমি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া ঈশ্বরভক্তির চেষ্টাতে যত্ন-
৮ বান হও; কেননা শারীরিক যে যত্ন, সে অল্প বিষয়ে ফলদায়ক হয়, কিন্তু ঈশ্বরভক্তি ঐহিক ও পারত্রিক জীবনের প্রতিজ্ঞাযুক্ত হওয়াতে সকল বিষয়ে ফলদায়ক
৯ হয়। এ কথা বিশ্বসনীয় এবং সর্ব্বতোভাবে গ্রহণীয়।
১০ আর এই নিমিত্তে আমরাও পরিশ্রম ও নিন্দাভোগ করিতেছি, কেননা যিনি তাবৎ মনুষ্যের, বিশেষতঃ বিশ্বাসিগণের রক্ষাকর্ত্তা, সেই অমর ঈশ্বরেতে প্রত্যাশা
১১ করিতেছি। তুমি এই কথা প্রচার করিয়া শিক্ষা দেও।
১২ অল্প বয়স প্রযুক্ত তোমাকে তুচ্ছজ্ঞান করিতে কাহাকেও দিও না, কিন্তু আলাপে ও আচার ব্যবহারে ও প্রেমেতে ও সদাত্মতাতে ও বিশ্বাসে ও শুচিতাতে বিশ্বাসি-
১৩ বর্গের দৃষ্টান্ত হও। আমি যাবৎ উপস্থিত না হই, তাবৎ তুমি পাঠে ও প্রবোধ দেওনে ও উপদেশে মনোনিবেশ
১৪ কর। প্রাচীনবর্গের হস্তার্পণযুক্ত ভবিষ্যদ্বাক্যদ্বারা যে দান তোমাকে দত্ত হইয়াছে, তোমার অন্তরস্থ সেই দানের
১৫ বিষয়ে শিথিল হইও না। ইহাই চিন্তা কর, ইহাতেই মগ্ন থাক, এই রূপে সর্ব্ব বিষয়ে তোমার গুণবৃদ্ধি সপ্র-

১৬ কাশ হউক। আপনার বিষয়ে ও উপদেশের বিষয়ে সাবধান হও, নিত্য২ তাহাতে প্রবৃত্ত থাক; কেননা তাহা করিলে আপনার ও শ্রোতৃবর্গের পরিত্রাণ করিবা।

৫ অধ্যায়।

১ তুমি প্রাচীনকে তিরস্কার করিও না, কিন্তু তাহাকে
২ পিতার ন্যায়, ও যুবদিগকে ভ্রাতার ন্যায়, এবং প্রাচীনাদিগকে মাতার ন্যায়, ও যুবতিদিগকে অতি শুদ্ধ
৩ মনে ভগিনীর ন্যায় জানিয়া বিনয় কর। যাহারা প্রকৃত
৪ বিধবা, সেই বিধবাদের প্রতি সৎকার কর। কিন্তু কোন বিধবার পুত্র কিম্বা পৌত্র যদি থাকে, তবে তাহারা প্রথমতঃ আপন২ ঘরের ভক্ত হইয়া পিতা মাতার প্রত্যুপকার করিতে শিক্ষা করুক; যেহেতুক তাহাই উত্তম
৫ এবং ঈশ্বরের সাক্ষাতে গ্রাহ্য। যে স্ত্রী প্রকৃত বিধবা ও অনাথা, সে ঈশ্বরেতে প্রত্যাশা রাখিয়া দিবারাত্রি নি-
৬ বেদনে ও প্রার্থনাতে কাল যাপন করে। কিন্তু যে বিধবা
৭ সুখভোগে আসক্তা, সে জীবদ্দশাতেও মৃতা। অতএব তাহারা যেন অনিন্দনীয় হয়, তন্নিমিত্তে তাহাদিগকে এই
৮ সমস্ত আজ্ঞা দেও। কেহ যদি আপনার সম্পর্কীয়, বিশেষতঃ নিজ বাটীর অন্তরঙ্গ লোকদের প্রতিপালন না করে, তবে সে বিশ্বাসহইতে ভ্রষ্ট, এবং অবিশ্বাসী অপে-
৯ ক্ষাও অধম। আর বিধবাবর্গের মধ্যে যাহার গণনা করা যাইবে, সে যেন ষষ্টি বৎসরের ন্যূনবয়স্কা না হয়, এবং
১০ একস্বামিকা হইয়া সৎকর্ম্ম প্রযুক্ত, অর্থাৎ বালক পোষণ, ও আতিথ্য করণ, ও পবিত্র লোকদের চরণ ধৌত করণ, ও দুঃখিদিগের উপকার, ইত্যাদি সকল সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হওন প্রযুক্ত সুখ্যাতি প্রাপ্তা হয়, ইহা আবশ্যক।
১১ কিন্তু যুবতি বিধবাদিগকে গ্রাহ্য করিও না: কেননা খ্রীষ্টের

বিরুদ্ধে সুখাসক্তা হইলে তাহারা পুনর্ব্বার বিবাহ করি-
১২ তে চাহে। তাহাতে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করাতে
১৩ দণ্ডপাত্র হয়। তদ্ভিন্ন তাহারা ঘরে২ বেড়াইয়া আলস্য
শিখে, কেবল আলস্য তাহা নয়, বরং বাচালতা ও
অনধিকারচর্চ্চা পূর্ব্বক অনুচিত কথা কহিতেও শিখে।
১৪ অতএব আমার ইচ্ছা, যেন যুবতিগণ পুনর্ব্বার বিবাহ
করে, ও সন্তান উৎপন্ন করে, ও সংসার করে, এই রূপে
১৫ বিপক্ষগণকে নিন্দার কোন সুযোগ না দেয়। কেননা ইহার
পূর্ব্বেও কতক বিধবা শয়তানের পশ্চাদ্গামিনী হইয়াছে।
১৬ আর বিশ্বাসি কিম্বা বিশ্বাসিনী যে কোন ব্যক্তির পরি-
বারের মধ্যে বিধবা লোক থাকে, সে তাহাদের প্রতি-
পালন করুক; মণ্ডলী সেই ভারে ভারগ্রস্ত না হউক,
কিন্তু প্রকৃত বিধবাগণের প্রতিপালনার্থে সচেষ্ট হউক।
১৭ যে প্রাচীনেরা উত্তমরূপে শাসন করে, বিশেষতঃ যা-
হারা ঈশ্বরের বাক্যে ও উপদেশে পরিশ্রম করে, তা-
১৮ হারা দ্বিগুণ সৎকারের যোগ্য গণিত হউক। যেহেতুক
শাস্ত্রে এই লিপি আছে, "তুমি শস্যমর্দ্দনকারি বলদের
"মুখ বন্ধন করিবা না;" আরও, যথা, "কার্য্যকারি
১৯ "লোক নিজ বেতনের যোগ্য হয়।" দুই তিন সাক্ষি
ব্যতিরেকে কোন প্রাচীনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রাহ্য
২০ করিও না। যাহারা পাপাচারী, তাহাদিগকে সকলের
সাক্ষাতে অনুযোগ কর, তাহা হইলে অন্য সকলেও ভয়
২১ পাইবে। আমি ঈশ্বরের ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ও
মনোনীত দিব্য দূতগণের সাক্ষাতে তোমাকে এই আজ্ঞা
দিতেছি, তুমি কাহারো অনুরোধে কিছু না করিয়া পক্ষ-
পাত বিনা এই সকল বিধি পালন কর।
২২ কাহারও (মস্তকে) হস্তার্পণ করিতে ত্বরা করিও না,
এবং পরপাপের অংশী হইও না; আপনাকে শুচি

২৩ করিয়া রাখ। এবং তোমার উদরপীড়া ও বার২ দুর্ব্বলতার নিমিত্তে কেবল জল পান না করিয়া কিঞ্চিৎ দ্রা-
২৪ ক্ষারস পান করিও। কোন২ লোকের পাপ সুস্পষ্ট, এবং বিচারের পথে তাহাদের অগ্রগামী; কিন্তু অন্য লোকের
২৫ পাপ তাহাদের পশ্চাদ্গামী। এবং সৎকর্ম্মও তদ্রূপ সুস্পষ্ট হয়; অন্যতম হইলেও গুপ্ত থাকিতে পারে না।

৬ অধ্যায়।

১ যত লোক দাসত্বরূপ যোঁয়ালির অধীন আছে, তাহারা আপন২ প্রভুদিগকে তাবৎ সমাদরের যোগ্য জ্ঞান
২ করুক। নতুবা ঈশ্বরের নামের ও শিক্ষার নিন্দা হইবে। এবং যাহাদের বিশ্বাসি প্রভু আছে, তাহারা আপন২ প্রভুদিগকে ভ্রাতা প্রযুক্ত তুচ্ছজ্ঞান না করুক, কিন্তু সদ্ব্যবহারের ফলভোগিদিগকে বিশ্বাসী ও প্রিয় জানিয়া দাস্য কর্ম্মে আরও যত্নবান হউক, এ প্রকার শিক্ষা ও
৩ উপদেশ দেও। যে জন ইতর শিক্ষা দিয়া আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নিরাময় বাক্য ও ঈশ্বরভক্তির যোগ্য শিক্ষা
৪ স্বীকার না করে, সে অহঙ্কারে স্ফীত, ও সর্ব্বতোভাবে অজ্ঞান, এবং বিবাদ ও বাগ্যুদ্ধরূপ রোগেতে রোগগ্রস্ত। এই সকলের ফল ঈর্ষ্যা ও বিরোধ ও অপবাদ
৫ ও দুষ্ট অসূয়া, এবং ভ্রষ্টমনা ও সত্যবর্জ্জিত লোকদের বিতণ্ডা। এ প্রকার লোকেরা ঈশ্বরভক্তিকে লাভের উপায় জ্ঞান করে; তুমি তাহাদের হইতে পৃথক্ হও।
৬ স্বল্পাকাঙ্ক্ষি মনের সহিত ঈশ্বরভক্তি মহা লাভের উপায়
৭ বটে। কেননা এই জগতে আমরা কিছুই সঙ্গে আনি নাই, এবং এ স্থানহইতে কিছু লইয়া যাইতেও পারিব
৮ না, ইহা নিশ্চয়। অতএব অন্ন বস্ত্র থাকিলেই আমাদের
৯ সন্তুষ্ট থাকা উচিত। যাহারা ধনী হইতে চেষ্টা করে,

তাহারা পরীক্ষাতে ও ফাঁদে পড়ে, এবং লোকদিগকে বিনাশে ও নরকে মগ্নকারি মূঢ় ও হিংস্রক অভিলাষ
১০ সমূহে পতিত হয়। ধনলোভ তাবৎ মন্দের মূল; তাহাতে রত হওয়াতে কতক লোক বিশ্বাসহইতে ভ্রষ্ট হইয়া আপনাদিগকে বহুব্যথাতে বিদ্ধ করিয়াছে।

১১ হে ঈশ্বরের লোক, তুমি এই সকলহইতে পলায়ন করিয়া ধর্ম্ম ও ঈশ্বরভক্তি ও বিশ্বাস ও প্রেম ও সহিষ্ণুতা
১২ ও মৃদুতা, এই সকলের অনুধাবন কর। এবং বিশ্বাসরূপ উত্তম যুদ্ধ করিয়া অনন্ত জীবন অবলম্বন কর; তাহারই নিমিত্তে তুমি আহূত হইয়াছ, এবং বহুসাক্ষির সম্মুখে
১৩ উত্তম প্রতিজ্ঞা স্বীকার করিয়াছ। তাবতের জীবনদাতা ঈশ্বরের সাক্ষাতে, এবং পন্তীয় পীলাতের নিকটে যিনি উত্তম প্রতিজ্ঞা স্বীকার করিয়াছিলেন, সেই খ্রীষ্ট যীশুর
১৪ সাক্ষাতে আমি তোমাকে এই আজ্ঞা দিতেছি; আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উদয় পর্য্যন্ত ধর্ম্মবিধিকে নিষ্কলঙ্ক ও
১৫ নির্দ্দোষরূপে রক্ষা কর। যিনি স্বসময়ে সেই উদয় প্রকাশ করিবেন, তিনি পরমধন্য ও অদ্বিতীয় সম্রাট্, ও রাজাদের
১৬ রাজা ও প্রভুদের প্রভু, এবং অমরতার অদ্বিতীয় আকর, এবং অগম্য তেজোনিবাসী; কোন মনুষ্য তাঁহার দর্শন কখনো পায় নাই, এবং পাইতে পারেও না। তাঁহার মহিমার ও পরাক্রমের কীর্ত্তি সদাকাল হউক। আমেন।

১৭ যাহারা ইহলোকে ধনী, তাহাদিগকে গর্ব্বিত না হইতে, ও চঞ্চল ধনেতে বিশ্বাস না করিতে, কিন্তু যে অমর ঈশ্বর আমাদের ভোগার্থে বাহুল্যরূপে সকলই যোগাইয়া
১৮ দেন, তাঁহাতে বিশ্বাস করিতে, এবং পরের হিত করিতে ও সৎক্রিয়ারূপ ধনে ধনী হইতে, এবং মুক্তহস্ত ও দান-
১৯ শীল হইতে, এবং সত্য জীবন পাইবার নিমিত্তে পরকালের জন্যে উত্তম নিধি সঞ্চয় করিতে আজ্ঞা দেও।

২০ হে তীমথিয়, তোমার কাছে যাহা গচ্ছিত হইয়াছে, তাহা রক্ষা কর। অপবিত্র শব্দাড়ম্বর ও কাল্পনিক তত্ত্ব-
২১ জ্ঞানের বিরোধকথাহইতে পরাঙ্মুখ হও। কেননা কতক লোক ঐ জ্ঞান অবলম্বন করিয়া বিশ্বাসহইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। অনুগ্রহ তোমার সহবর্ত্তী হউক। আমেন।

তীমথিয়ের প্রতি পৌল প্রেরিতের দ্বিতীয় পত্র।

---

১ অধ্যায়।

১ খ্রীষ্ট যীশুতে প্রাপ্য জীবনের প্রতিজ্ঞাক্রমে ঈশ্বরের ইচ্ছাতে যীশু খ্রীষ্টের এক জন প্রেরিত পৌল আপনার
২ প্রিয় ধর্ম্মপুত্র তীমথিয়কে পত্র লিখিতেছে। পিতা ঈশ্বর ও আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুহইতে অনুগ্রহ ও দয়া ও শান্তি তোমার প্রতি বর্ত্তুক।

৩ পূর্ব্বপুরুষের মত আমি শুচি মনে যে ঈশ্বরকে সেবা করি, তাঁহার ধন্যবাদ পূর্ব্বক কহিতেছি, আমি দিবারাত্রি নিজ প্রার্থনাতে অনবরত তোমাকে স্মরণ করি।
৪ এবং যে বিশ্বাস প্রথমে তোমার মাতামহী লোয়ীর ও
৫ তোমার মাতা উনীকীর অন্তরে ছিল, এবং দৃঢ় বোধ করি তোমার অন্তরেও আছে, তোমার সেই অকম্পিত বিশ্বাস মনে করিয়া তোমার অশ্রুপাত স্মরণ করিয়া আমি আনন্দে পরিপূর্ণ হইবার জন্যে তোমাকে দেখিতে বড় বাঞ্ছা করি।

৬ এই হেতুক আমার হস্তার্পণদ্বারা ঈশ্বরদত্ত যে বর তোমাতে আছে, তাহা উজ্জ্বল করিতে তোমাকে স্মরণ
৭ করাইতেছি। কেননা ঈশ্বর আমাদিগকে ভয়ের আত্মা না দিয়া শক্তির ও প্রেমের ও সুবোধের আত্মা দিয়াছেন।
৮ অতএব আমাদের প্রভু বিষয়ক যে সাক্ষ্য, এবং তাঁহার বন্দী দাস যে আমি, এই দুইয়ের বিষয়ে তুমি লজ্জিত হইও না, কিন্তু ঈশ্বরের শক্তিতে সুসমাচারের নিমিত্তে
৯ ক্লেশভোগ স্বীকার কর। তিনি আমাদিগকে পরিত্রাণ এবং পবিত্র আহ্বানে আহ্বান করিয়াছেন; আমাদের কর্ম্মহেতুক করিয়াছেন, এমন নয়, কেবল আপনার নিরূ-
১০ পণ ও অনুগ্রহ প্রযুক্ত তাহা করিয়াছেন। সেই যে অনুগ্রহ অনাদি কালাবধি খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদিগকে দত্ত হইয়াছে, তাহা আমাদের ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টের অবতারদ্বারা এখন প্রকাশ পাইল। কেননা তিনি মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন এবং সুসমাচারদ্বারা জীবন ও অমরতা
১১ প্রকাশ করিয়াছেন। আর আমি অন্যজাতীয়দের নিকটে সেই সুসমাচারের ঘোষক ও প্রেরিত ও শিক্ষকপদে নি-
১২ যুক্ত হইয়াছি। এই কারণ এত দুঃখভোগ করিতেছি, তথাপি লজ্জিত হই না; কেননা যাঁহাতে বিশ্বাস করিয়াছি, তাঁহাকে জানি, এবং তাঁহার নিকটে আমারই যাহা গচ্ছিত আছে, তিনি সেই মহাদিন পর্য্যন্ত তাহা রক্ষা করিতে পারক আছেন, ইহা দৃঢ়রূপে প্রত্যয় করি।

১৩ তুমি নিরাময় বাক্যের নিদর্শনরূপে আমার নিকটে যাহা২ শুনিয়াছ, তাহা খ্রীষ্ট যীশুমূলক বিশ্বাসের ও
১৪ প্রেমের সহিত ধারণ কর। তোমার নিকটে যে উত্তম নিধি গচ্ছিত আছে, তাহা আমাদের অন্তরে বাসকারি পবিত্র আত্মাদ্বারা রক্ষা কর।

১৫ আর আশিয়া দেশীয় তাবৎ লোক আমাকে পরিত্যাগ

করিয়া গিয়াছে, ইহা তুমি জ্ঞাত আছ। তাহাদের মধ্যে
১৬ ফুগিল্ল ও হর্ম্মগিনিও আছে। প্রভু অনীষিফরের পরি-
বারকে অনুগ্রহ করুন; যেহেতুক সে আমাকে বার২
আপ্যায়িত করিয়াছে, এবং আমার শৃঙ্খলেতে লজ্জিত
১৭ হয় নাই, বরং রোমা নগরে উপস্থিত হইলে যত্নপূর্ব্বক
১৮ অন্বেষণ করিয়া আমার সাক্ষাৎ পাইল। অতএব সে
যাহাতে ঐ মহাদিনে প্রভুর নিকটে কৃপা পায়, প্রভু
এমত অনুগ্রহ করুন। আর ইফিষ নগরে সে কত উপ-
কারী ছিল, তাহা তুমি বিলক্ষণরূপে জ্ঞাত আছ।

২ অধ্যায়।

১ হে আমার পুত্র, তুমি খ্রীষ্ট যীশুর নিকটে প্রাপ্য
২ অনুগ্রহে বলবান্ হও। এবং বহুসাক্ষিদ্বারা প্রমাণীকৃত
যে২ বাক্য আমার নিকটে শ্রবণ করিয়াছ, তাহা এমত
বিশ্বস্ত লোকদিগকে সমর্পণ কর, যাহারা অন্যদিগকেও
৩ শিক্ষা দিতে নিপুণ হইবে। আর তুমি যীশু খ্রীষ্টের
৪ উত্তম সেনারূপে ক্লেশ সহ্য কর। কোন সেনা সাং-
সারিক ব্যাপারে আসক্ত হয় না, কিন্তু যে তাহাকে
সৈন্যপদে নিযুক্ত করিয়াছে, তাহার তুষ্টি জন্মাইতে
৫ যত্ন করে। আর যে জন মল্লযুদ্ধ করে, সে যদি বিধিমত
৬ যুদ্ধ না করে, তবে মুকুট প্রাপ্ত হইবে না। এবং যে
কৃষক পরিশ্রম করে, প্রথমে তাহারই ফলভোগ হওয়া
৭ উপযুক্ত। আমি যাহা বলি, তাহা বুঝ; কেননা প্রভু
৮ তাবৎ বিষয়ে তোমাকে বুদ্ধি দিবেন। আমার সুসমাচা-
রের বচনানুসারে দায়ূদের বংশজাত যীশু খ্রীষ্ট মৃতগণের
৯ মধ্যহইতে উত্থাপিত হইয়াছেন, ইহা স্মরণ কর। সেই
সুসমাচারের প্রচারক আমি দুষ্কর্ম্মির ন্যায় বন্ধনদশা
পর্য্যন্ত দুঃখভোগ করিতেছি, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য বদ্ধ

১০ হয় নাই। ইহা জানিয়া আমি মনোনীত লোকদের নিমিত্তে, অর্থাৎ তাহারাও যেন খ্রীষ্ট যীশুর নিকটে অনন্ত বিভবযুক্ত পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়, এই নিমিত্তে সকলই
১১ সহ্য করিতেছি। এই কথা বিশ্বসনীয়; যদি আমরা তাঁহার সহিত মরি, তবে তাঁহার সহিত সজীবও হইব;
১২ এবং যদি ক্লেশ সহ্য করি, তবে তাঁহার সহিত রাজত্বও করিব। আমরা যদি তাঁহাকে অস্বীকার করি, তবে
১৩ তিনিও আমাদিগকে অস্বীকার করিবেন। আমরা যদ্যপি অবিশ্বস্ত হই, তথাপি তিনি বিশ্বস্ত থাকেন; কেননা তিনি আপনার স্বভাব অস্বীকার করিতে পারেন না।

১৪ তুমি এই সকল কথা স্মরণ করাও, এবং প্রভুর সাক্ষাতে তাহাদিগকে বাগ্যুদ্ধ না করিতে দৃঢ়রূপে বিনয় কর, কেননা তাহা নিস্ফল, এবং শ্রোতৃগণকে ভ্রষ্ট করে।
১৫ তুমি আপনাকে ঈশ্বরের কাছে প্রামাণিক লোক ও অনিন্দনীয় কর্ম্মকারী ও সত্য মতের বাক্য সুবিভাগ
১৬ করণে নিপুণ দেখাইতে চেষ্টা কর। এবং অপবিত্র শব্দাড়ম্বর (কারিদের) হইতে পৃথক্ হও; কেননা তা-
১৭ হারা উত্তরোত্তর অধার্ম্মিক হইবে, এবং তাহাদের কথা
১৮ গলিত ক্ষতের ন্যায় উত্তরোত্তর ক্ষয় করিবে। হুমিনায় ও ফিলীত এই প্রকার লোক; তাহারা সত্য মতহইতে ভ্রান্ত হইয়া, মৃতদের উত্থান হইয়া গিয়াছে, ইহা বলিয়া
১৯ কতক লোকের বিশ্বাসের বিপর্য্যয় করিতেছে। তথাপি ঈশ্বরস্থাপিত দৃঢ় ভিত্তিমূল স্থির থাকে, ও তাহার উপরে এই কথা মুদ্রাঙ্কিত আছে, ‘প্রভু আপন লোকদিগকে জানেন,’ ও ‘যে জন খ্রীষ্টের নামধারী, সে অধর্ম্মহইতে
২০ দূরে থাকুক।’ পরন্তু কোন বৃহদ্ অট্টালিকাতে কেবল স্বর্ণের ও রৌপ্যের পাত্র আছে, তাহা নয়, কাষ্ঠের ও মৃত্তিকার পাত্রও আছে; তাহার মধ্যে কতক বা সম্মা-

২১ নের, ও কতক বা আপমানের পাত্র। কিন্তু যে জন ঐ সকলহইতে আপনাকে পরিষ্কার করে, সে পবিত্রীকৃত সম্মানপাত্র হইয়া প্রভুর প্রয়োগের যোগ্য ও তাবৎ
২২ সৎক্রিয়াতে উপযুক্ত হইবে। তুমি যৌবনাবস্থার অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম ও বিশ্বাস ও প্রেম, এবং যত লোক নির্ম্মল অন্তঃকরণে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে, তাহাদের সহিত ঐক্যভাব, এই সকলের অনুধাবন কর।
২৩ কিন্তু অজ্ঞানতার যে সকল অসঙ্গত জিজ্ঞাসা, তাহা অস্বীকার কর; কেননা তাহা বাগ্‌যুদ্ধ জন্মায়, ইহা
২৪ জান। আর যুদ্ধ করা প্রভুর দাসের কর্ত্তব্য হয় না, কিন্তু সকলের প্রতি শান্ত ও শিক্ষাদানে প্রস্তুত ও সহিষ্ণু
২৫ হওয়া, এবং মৃদুভাবে বিরোধিগণকে চেতনা দেওয়া তাহার কর্ত্তব্য। কেননা কি জানি, যদি ঈশ্বর সত্য মতের জ্ঞানার্থে তাহাদিগকে মনঃপরিবর্ত্তনরূপ বর দেন,
২৬ তবে শয়তানের ইচ্ছানুসারে তাহার জালে জড়িত সেই লোকেরা চেতনা পাইয়া তাহার ফাঁদহইতে উদ্ধার পাইতে পারে।

৩ অধ্যায়।

১ শেষকালে দুঃসময় উপস্থিত হইবে, ইহা জ্ঞাত হও।
২ যেহেতুক মনুষ্যেরা আত্মপ্রেমী, ও লোভী, ও আত্মশ্লাঘী, ও অহঙ্কারী, ও নিন্দক, ও পিতামাতার অনা-
৩ জ্ঞাবহ, ও কৃতঘ্ন, ও অপবিত্র, ও স্নেহরহিত, ও অসন্ধেয়, ও অপবাদক, ও অজিতেন্দ্রিয়, ও প্রচণ্ড, ও ভদ্রদ্বেষী,
৪ ও বিশ্বাসঘাতক, ও দুঃসাহসী, ও গর্ব্বিত, এবং ঈশ্বরে অনাসক্ত, কিন্তু সুখে আসক্ত, এবং ঈশ্বরভক্তিবেশধারী,
৫ কিন্তু তাঁহার শক্তি অস্বীকারকারী হইবে; এমত লোক-
৬ হইতে পরাঙ্মুখ হও। কেননা এমত কোন২ লোক ছলে

পরের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া, পাপে ভারাক্রান্তা ও নানা
৭ সুখাভিলাষে চালিতা যে অবলা সকল সর্ব্বদা শিক্ষা
পাইলেও কখনো সত্য মতের জ্ঞান পাইতে পারকা হয়
৮ না, তাহাদিগকে বন্দীতুল্যা করে। যান্নি ও যাম্ব্রি যেমন
মূসার প্রতি বিপক্ষতা করিয়াছিল, তদ্রূপ ভ্রষ্টমনা ও
মিথ্যাবিশ্বাসি এই লোকেরাও সত্য মতের প্রতি বিপ-
৯ ক্ষতা করিতেছে। কিন্তু অধিক অগ্রসর হইতে পারিবে
না; কারণ ঐ যান্নির ও যাম্ব্রির মূঢ়তা যেমন, ইহাদেরও
মূঢ়তা তেমনি সকলের কাছে ব্যক্ত হইবে।
১০ আমার শিক্ষা ও আচার ব্যবহার ও অভিপ্রায় ও বি-
১১ শ্বাস ও ধৈর্য্য ও প্রেম ও সহিষ্ণুতা ও তাড়না ও ক্লেশ-
ভোগ, এবং আন্তিয়খিয়া ও ইকনিয় ও লুস্ত্রা নগরে আ-
মার প্রতি যাহা ঘটিয়াছিল, আর যে প্রকার তাড়না
সহ্য করিয়াছি, এ সমস্ত তুমি অবগত আছ; কিন্তু সেই
১২ সমস্তহইতে প্রভু আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন। আর যত
লোক ঈশ্বরভক্তরূপে খ্রীষ্ট যীশুর আশ্রয়জীবী হইতে
১৩ চাহে, সেই সকলের প্রতি তাড়না ঘটিবে। এবং পাপিষ্ঠ
ও মোহক লোকেরা পরের ও আপনাদের ভ্রান্তি জন্মা-
১৪ ইয়া উত্তরোত্তর দুষ্ট হইয়া উঠিবে। কিন্তু তুমি যাহা
শিখিয়াছ ও যাহার প্রমাণ জ্ঞাত হইয়াছ, তাহাতে স্থির
১৫ থাক, কেননা কাহার কাছে শিখিয়াছ, তাহা জান। আর
যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসদ্বারা তোমার পরিত্রাণজনক জ্ঞান
দিতে সমর্থ যে ধর্ম্মশাস্ত্র, তাহাও বাল্যকালাবধি অবগত
১৬ আছ। ঐ সকল শাস্ত্র ঈশ্বরনিঃশ্বসিত, এবং উপদেশ ও
অনুযোগ ও সংশোধন ও ধর্ম্মশিক্ষার্থে এমত ফলদায়ক,
১৭ যে তাহাতে ঈশ্বরের লোক সিদ্ধ ও তাবৎ সৎকর্ম্মের
জন্যে সুসজ্জীভূত হয়।

৪ অধ্যায়।

১ আমি ঈশ্বরের সাক্ষাতে এবং যিনি আপনার পুনরাগমন ও রাজত্বপ্রাপ্তিক্রমে জীবত ও মৃত লোকদের বিচার করিবেন, সেই প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষাতে তোমাকে এই ২ দৃঢ় আজ্ঞা দিতেছি। তুমি বাক্য প্রচার কর, এবং সুসময়ে ও দুঃসময়ে উদযোগী হও; এবং সম্পূর্ণ সহিষ্ণুতাতে ও উপদেশে লোকদিগকে অনুযোগ ও ভর্ৎসনা ও বিনয় ৩ কর। কেননা এমত সময় আসিতেছে, যে সময়ে লোকেরা নিরাময় শিক্ষা সহ্য করিবে না, কিন্তু কাণচুলকানিবিশিষ্ট হইয়া আপন২ অভিলাষানুসারে শিক্ষকগণকে ৪ সংগ্রহ করিবে, এবং সত্য মতের প্রতি কর্ণ আর না দিয়া ৫ উপাখ্যানের চেষ্টাতে বিপথগামী হইবে। কিন্তু তুমি সর্ব্ববিষয়ে প্রবুদ্ধ থাক, ও দুঃখ সহ্য কর, ও সুসমাচারপ্রচারকের কার্য্য কর, ও তোমার পরিচর্য্যাকর্ম্ম সিদ্ধ ৬ কর। কেননা সম্প্রতি আমার প্রাণ বলির রক্তরূপে ঢালা ৭ যাইতেছে, এবং আমার প্রয়াণকাল উপস্থিত। আমি উত্তম যুদ্ধ করিয়াছি, ও গন্তব্য পথের শেষ পর্য্যন্ত দৌ- ৮ ড়িয়াছি, ও বিশ্বাস রক্ষা করিয়াছি। অদ্যাবধি আমার নিমিত্তে পুণ্যমুকুট রক্ষিত আছে; যথার্থ বিচারকর্ত্তা প্রভু ঐ মহাদিনে আমাকে তাহা দিবেন; কেবল আমাকে নয়, যত লোক তাঁহার আগমনের আকাঙ্ক্ষা করে. সেই সকলকে দিবেন।

৯ তুমি ত্বরায় আমার নিকটে আসিতে যত্ন কর; কেন- ১০ না দীমা এই বর্ত্তমান সংসার ভাল বাসিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া থিষলনীকীতে গিয়াছে; এবং ক্রিস্কি গালা- ১১ তিয়াতে ও তীত দাল্মাতিয়াতে গিয়াছে। আমার সঙ্গে লূকমাত্র আছে। তুমি মার্ককে সঙ্গে করিয়া আইস, সে

১২ পরিচর্য্যাতে আমার উপকারী হইবে। তুখিককে আমি
১৩ ইফিষ নগরে পাঠাইয়াছি। ত্রোয়া নগরে কার্পের সহিত
যে আচ্ছাদনবস্ত্র রাখিয়া আসিয়াছি, তাহা এবং পুস্তক
সকল, বিশেষতঃ চর্ম্মের পুস্তক, সঙ্গে করিয়া আইস।
১৪ সিকন্দর কাংস্যকার আমার বিস্তর অনিষ্ট করিয়াছে;
প্রভু তাহার কর্ম্মের সমুচিত প্রতিফল তাহাকে দিউন।
১৫ তুমিও তাহাহইতে সাবধান থাক, কেননা সে আমাদের
১৬ বাক্যের অত্যন্ত বিরোধী হইয়াছে। আমার প্রথম প্রত্যুত্তর
করণ সময়ে কেহ আমার সহায় হইল না, সকলেই আ-
মাকে পরিত্যাগ করিল; ইহা তাহাদের প্রতি গণিত না
১৭ হউক। কিন্তু প্রভু আমার সহায় হইলেন, এবং আমা-
দ্বারা যেন (সুসমাচারের) ঘোষণা সিদ্ধ হয়, ও তাবজ্জা-
তীয় লোকেরা তাহা শুনে, এই জন্যে আমাকে বলবান
করিলেন, তাহাতে আমি সিংহের মুখহইতে উদ্ধার পা-
১৮ ইলাম। এবং প্রভু আমাকে সমুদয় মন্দ কর্ম্মহইতে
উদ্ধার করিয়া আপনার স্বর্গরাজ্যে উত্তীর্ণ করিবেন; তাঁ-
হার প্রশংসা অনন্তকাল পর্য্যন্ত হউক। আমেন।

১৯ তুমি প্রিস্কিল্লাকে ও আকিলাকে এবং অনীষিফরের
২০ পরিজনদিগকে নমস্কার কর। ইরাস্ত করিন্থ নগরে
রহিয়াছে, এবং ত্রফিম পীড়িত হওয়াতে আমি তাহাকে
২১ মিলীত নগরে রাখিয়া আসিয়াছি। তুমি হেমন্তকালের
অগ্রে আসিতে যত্ন কর। উবূল ও পূদি ও লীন ও ক্লৌ-
দিয়া এবং তাবৎ ভ্রাতৃগণ তোমাকে নমস্কার করিতেছে।
২২ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তোমার আত্মার সঙ্গী হউন। অনুগ্রহ
তোমাদের সহবর্ত্তী হউক। আমেন্।

তীতের প্রতি পৌল প্রেরিতের পত্র।

---

১ অধ্যায়।

১ ঈশ্বরের মনোনীত লোকদের বিশ্বাসার্থে এবং অনন্ত
২ জীবনের আশাতে ঈশ্বরভক্তিজনক সত্য মতের জ্ঞানার্থে
যে পৌল ঈশ্বরের দাস ও যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিত হইয়াছে,
সে সাধারণ বিশ্বাসানুসারে আপনার সত্য ধর্ম্মপুত্র তী-
তের প্রতি পত্র লিখিতেছে। নিষ্কপট ঈশ্বর আদিকালের
৩ পূর্ব্বে ঐ জীবনের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এবং নিজ
সময়ে ঘোষণাদ্বারা আপন বাক্য প্রকাশ করিলেন; আর
আমাদের ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে সেই ঘোষ-
৪ ণার কর্ম্ম আমার নিকটে সমর্পিত হইয়াছে। আমাদের
পিতা ঈশ্বর ও ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টহইতে অনুগ্রহ
ও দয়া ও শান্তি তোমার প্রতি বর্ত্তুক।

৫ আমি তোমাকে এই অভিপ্রায়ে ক্রীতী উপদ্বীপে রা-
খিয়া আসিয়াছি, যেন তুমি অসম্পূর্ণ কার্য্য সকল সম্পূর্ণ
কর, এবং আমার আজ্ঞানুসারে প্রত্যেক নগরে প্রাচীন
৬ লোকদিগকে নিযুক্ত কর। যে জন অনিন্দনীয় ও এক
স্ত্রীর স্বামী, এবং যাহার বালকগণ দুষ্টাচরণে অপবাদিত
কিম্বা অবাধ্য না হইয়া বিশ্বাসী আছে, (সে ঐ পদের
৭ যোগ্য।) কেননা অধ্যক্ষের উচিত, যেন ঈশ্বরের ভাণ্ডা-
রির ন্যায় অনিন্দনীয় হয়; এবং স্বেচ্ছাচারী ও ক্রোধী
ও পানাসক্ত ও প্রহারক ও কুৎসিতলাভকারী না হইয়া,

৮ যেন আতিথেয়, ও ভদ্রপ্রেমী, ও বিনীত, ও ধার্ম্মিক, ও
৯ পবিত্র, ও জিতেন্দ্রিয় হয়; এবং শিক্ষাতে বিশ্বসনীয় বাক্যে আসক্ত হয়, কেননা নিরাময় শিক্ষা দিয়া বিনয় করণে ও বিপক্ষদিগকে অপ্রতিভ করণে সক্ষম হওয়া তাহার
১০ আবশ্যক। কারণ তাহারা বহুসংখ্যক ও অবাধ্য ও অনর্থক বাক্যবাদী ও প্রবঞ্চক; বিশেষতঃ ত্বক্‌চ্ছেদিদের মধ্যে এই
১১ প্রকার লোক আছে; আর তাহাদের মুখ বন্ধ করা আবশ্যক। কেননা তাহারা কুৎসিত লাভের নিমিত্তে অনুপযুক্ত শিক্ষা দিয়া কতক লোকের সমস্ত পরিবার বিপর্য্যয়
১২ করিতেছে। তাহাদের (স্বদেশীয়) এক কবিও কহিয়াছে, যথা, 'ক্রীতী নিবাসি লোকেরা নিত্য মিথ্যাবাদী, ও
১৩ হিংস্রক পশুতুল্য, ও উদরভারে অলস।' এই সাক্ষ্য সত্য; অতএব তুমি তাহাদিগকে দৃঢ়রূপে অনুযোগ করিয়া, তা-
১৪ হারা যেন বিশ্বাসে সুস্থ থাকে, এবং যিহূদীয় ইতিহাসে ও সত্য মতহইতে পরাঙ্মুখ লোকদিগের আদেশে মনো-
১৫ যোগ না করে, ইহা বল। শুচি লোকদের নিমিত্তে সকলই শুচি; কিন্তু কলঙ্কিত ও অবিশ্বাসি লোকদের নিমিত্তে শুচি কিছুই নাই, বরং তাহাদের বুদ্ধি ও মন
১৬ কলঙ্কিত আছে। বাক্যেতে তাহারা ঈশ্বরের জ্ঞান স্বীকার করে, কিন্তু কর্ম্মেতে অস্বীকার করে; এবং গর্হিত ও অনাজ্ঞাবহ ও তাবৎ সৎক্রিয়াতে অকর্ম্মণ্য হয়।

২ অধ্যায়।

১ তুমি নিরাময় শিক্ষার উপযুক্ত কথা কহ, এবং প্রা-
২ চীন লোকেরা যাহাতে প্রবুদ্ধ ও ধীর ও বিনীত হইয়া
৩ বিশ্বাসে ও প্রেমে ও ধৈর্য্যে সুস্থ হয়; এবং প্রাচীনেরাও যাহাতে পবিত্র লোকদের উপযুক্ত শুদ্ধাচারিণী
৪ হয়, এবং অপবাদিকা ও বহুমদ্যপায়িনী না হইয়া সুশি-

ক্ষাদায়িনী হয়, বিশেষতঃ ঈশ্বরের বাক্য যেন অনি-
৫ ন্দিত হয়, এই জন্যে তাহারা যাহাতে নবীনা নারী-
দিগকে সুশীলা, অর্থাৎ পতিতে অনুরক্তা, ও সন্তানদের
প্রতি স্নেহবতী, ও বিনীতা, ও শুচি, ও গৃহিণী, ও উত্তমা,
ও স্বামিবশীভূতা হইতে প্রবৃত্তি দেয়, (এমন শিক্ষা দেও।)
৬ আর যুবদিগকেও বিনীত হইতে বিনয় কর। এবং আ-
৭ পনি সর্ব্ববিষয়ে সৎক্রিয়ার দৃষ্টান্ত হইয়া শিক্ষাতে নি-
৮ র্ব্বিকারতা ও ধীরতা ও সরলতা এবং অদূষ্য নিরাময়
বাক্য প্রকাশ কর, তাহাতে বিপক্ষ আমাদের কোন
৯ দোষ ধরিতে না পারাতে লজ্জিত হইবে। এবং দাসগণ
যেন আপন২ প্রভুর বশীভূত ও সর্ব্ববিষয়ে তুষ্টিজনক
১০ হয়, ও প্রত্যুত্তর না করে, এবং কিছুই চুরী না করে,
কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে উত্তম বিশ্বস্ততা প্রকাশ করে, এই
প্রকারে যেন সর্ব্ববিষয়ে আমাদের ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরের
১১ শিক্ষা ভূষিত করে, এমত উপদেশ দেও। কেননা ঈশ্ব-
রের যে পরিত্রাণজনক অনুগ্রহ, তাহা তাবৎ মনুষ্যদের
১২ প্রতি উদিত হইয়াছে; এবং তাহাদ্বারা আমরা এমত
শিক্ষা পাইতেছি, যেন অধর্ম্ম ও সাংসারিক অভিলাষ
ত্যাগ করণ পূর্ব্বক এই বর্ত্তমান সংসারে বিনীত ও ন্যা-
১৩ য়বান্ ও ঈশ্বরভক্তরূপে কাল যাপন করি, এবং পরম
সুখের আশাসিদ্ধিকে ও আমাদের মহান্ ঈশ্বর ত্রাণ-
কর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টের প্রভাবের উদয়কে অপেক্ষা করি।
১৪ তিনি আমাদিগকে তাবৎ অধর্ম্মহইতে মুক্ত করণার্থে
এবং সৎক্রিয়াতে উদ্যোগি আপনার এক বিশেষ প্রজা-
বর্গরূপে পবিত্র করণার্থে আমাদের জন্যে আপন প্রাণ
১৫ দিলেন। এই সকল কথা কহিয়া তাবৎ ক্ষমতার দ্বারা
বিনয় ও অনুযোগ কর; তোমাকে তুচ্ছ করিতে কা-
হাকেও দিও না।

৩ অধ্যায়।

১ তুমি তাহাদিগকে ইহা স্মরণ করাও, যেন তাহারা কর্ত্তৃত্বের ও শাসনপদের বশীভূত ও আজ্ঞাবহ ও তাবৎ
২ সৎক্রিয়াতে প্রস্তুত হয়, ও কাহারো নিন্দা না করে, এবং নির্ব্বিরোধ ও ক্ষান্ত হইয়া সকলের নিকটে সম্পূর্ণ
৩ মৃদুতা প্রকাশ করে। কেননা পূর্ব্বে আমরাও নির্ব্বোধ ও অনাজ্ঞাবহ ও ভ্রান্ত, এবং নানাবিধ অভিলাষের ও সুখের দাস, এবং দুষ্টতাতে ও ঈর্ষ্যাতে কালক্ষেপক,
৪ ও ঘৃণার্হ ও পরস্পর দ্বেষকারী ছিলাম। কিন্তু আমাদের ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরের দয়া এবং মনুষ্যজাতির প্রতি অনুগ্রহ
৫ উদিত হইলে পর, তিনি আমাদের কৃত পুণ্যকর্ম্মহেতুক নয়, কিন্তু আপনার কৃপাতে পুনর্জ্জন্মের স্নান ও পবিত্র আত্মার নূতনীকরণদ্বারা আমাদিগকে পরিত্রাণ করিয়া-
৬ ছেন, এবং আমাদের ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টদ্বারা আমাদের উপরে বাহুল্যরূপে সেই আত্মা সেচন করিয়াছেন।
৭ এই প্রকারে আমরা তাঁহার অনুগ্রহেতে পুণ্যবান গণিত হইয়া প্রত্যাশাতে অনন্ত জীবনের অধিকারী হইয়াছি।
৮ এই কথা বিশ্বসনীয়; এবং তুমি তাহাদিগকে এই সমস্ত কথা দৃঢ় রূপে জ্ঞাত কর, ইহা আমার বাঞ্ছা। (কেন?) ঈশ্বরেতে বিশ্বাসকারি লোকেরা যেন সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে মনোযোগ করে; কেননা এই সমস্ত কথা মনুষ্য-
৯ দের পক্ষে উত্তম ও ফলদায়ক। কিন্তু অজ্ঞানতার সমস্ত জিজ্ঞাসা ও বংশাবলি ও বিবাদ এবং ব্যবস্থা বিষয়ক বাগ্যুদ্ধহইতে দূরে থাক; কেননা তাহা নিষ্ফল ও নি-
১০ রর্থক। মতভেদি মনুষ্যকে দুই এক বার চেতনা দিলে
১১ পর দূর কর; এমন ব্যক্তি যে বিপথগামী, এবং আপনার প্রমাণে দূষিত পাপী, ইহা জানিবা।

১২ আমি তোমার নিকটে আর্ত্তিমাকে কিম্বা তুখিককে প্রেরণ করিলে তুমি নীকপলিতে আমার কাছে আসিতে যত্নবান হও; কেননা সেই স্থানে শীতকাল যাপন করি-
১৩ তে মনস্থ করিয়াছি। পরন্তু ব্যবস্থার অধ্যাপক সীনার ও আপল্লোর অকুলান যাহাতে না হয়, এমন যত্ন পূর্ব্বক
১৪ তাহাদিগকে প্রস্থাপন কর। আর আমাদের লোকেরা যেন ফলহীন না হয়, এই নিমিত্তে প্রয়োজনীয় উপকা-
১৫ রার্থে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান শিক্ষা করুক। আমার সঙ্গিরা সকলে তোমাকে নমস্কার জানাইতেছে; যাহারা বিশ্বাস প্রযুক্ত আমাদিগকে প্রেম করে, তাহাদিগকে নমস্কার কর। অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সহবর্ত্তী হউক। আমেন্।

ফিলীমোনের প্রতি পৌল প্রেরিতের পত্র।

১ যীশু খ্রীষ্টের বন্দী দাস পৌল ও তীমথিয় নামক
২ ভ্রাতা আপনাদের প্রিয় সহকারি ফিলীমোনকে ও প্রিয়া আপ্পিয়াকে ও সহসেনা আর্খিপ্পকে এবং ফিলীমোনের
৩ গৃহস্থিত মণ্ডলীকে পত্র লিখিতেছে। আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টহইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক।

৪ প্রভু যীশুর প্রতি ও তাবৎ পবিত্র লোকদের প্রতি
৫ তোমার প্রেমের ও বিশ্বাসের কথা শুনিতে পাইতেছি, অতএব আমি সর্ব্বদা আপন প্রার্থনাতে তোমার নাম

৬ উল্লেখ করিয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি। খ্রীষ্ট যীশুর গৌরবার্থে আমাদের মধ্যবর্ত্তি তাবৎ সদ্ভাব জ্ঞাত হওনে তোমার বিশ্বাসের মাহাত্ম্য সফল হউক, এই আমার
৭ বাঞ্ছা। হে ভ্রাতঃ, তোমাদ্বারা পবিত্র লোকদের প্রাণ আপ্যায়িত হইয়াছে, এই কারণ তোমার প্রেমেতে আমাদের অনেক আনন্দ ও সান্ত্বনা জন্মিয়াছে।
৮ তোমার যাহা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে তোমাকে আজ্ঞা দিতে
৯ খ্রীষ্টদ্বারা আমার বড় সাহস আছে, তথাপি প্রাচীন এবং সম্প্রতি খ্রীষ্টের বন্দী দাস যে আমি পৌল, আমি
১০ বরং প্রেমেতে বিনতি করি। শৃঙ্খলে বদ্ধ হওন সময়ে যাহাকে জন্ম দিয়াছি, আমার সেই পুত্র ওনীষিমের
১১ জন্যে তোমাকে বিনতি করিতেছি। সে পূর্ব্বে তোমার অনুপকারী ছিল, কিন্তু সম্প্রতি তোমার ও আমার উপ-
১২ কারী হইয়া উঠিল। তাহাকেই আমি তোমার নিকটে পাঠাইতেছি; তুমি তাহাকে অর্থাৎ আমার প্রাণকে
১৩ গ্রহণ করিবা। সুসমাচারের নিমিত্তে আমার বন্ধনদশাতে সে যেন তোমার পরিবর্ত্তে আমার পরিচর্য্যা করে, এই জন্যে আমি তাহাকে আপনার নিকটে রা-
১৪ খিতে বাঞ্ছা করিয়াছিলাম। কিন্তু তোমার উপকার যেন বলেতে না হইয়া স্বেচ্ছাতে হয়, এই নিমিত্তে তোমার
১৫ সম্মতি বিনা কিছুই করিতে চাহিলাম না। আর কি জানি, কিঞ্চিৎ কাল পর্য্যন্ত তোমাহইতে তাহার যে বিচ্ছেদ হইয়াছিল, তাহার অভিপ্রায় এই যেন তুমি অনন্ত
১৬ কালের নিমিত্তে তাহাকে প্রাপ্ত হও; পুনরায় দাসের ন্যায় প্রাপ্ত হও, তাহা নয়, কিন্তু দাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ আমার অতি প্রিয়, অবশ্য শরীরের ও প্রভুর
১৭ সম্বন্ধে তোমার আরো প্রিয় ভ্রাতার ন্যায়। অতএব যদি আমাকে আপনার সহভাগী জান, তবে আমার ন্যায়

১৮ তাহাকে গ্রহণ করিবা। সে যদি তোমার কোন ক্ষতি জন্মাইয়া থাকে, কিম্বা কিছু ধারে, তবে তাহা আমার
১৯ বলিয়া গণনা কর। আমি তাহা পরিশোধ করিব, ইহা আমি পৌল স্বহস্তে লিখিলাম; কিন্তু তুমি যে আমার
২০ কাছে নিজ প্রাণও ধার, এ কথা কহিব না। হে ভ্রাতঃ, তোমাদ্বারা প্রভুতে আমার আনন্দ হউক; তুমি প্রভুতে
২১ আমার প্রাণ আপ্যায়িত কর। তোমার আজ্ঞাবর্ত্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া তোমাকে এ প্রকার লিখিলাম; এবং যাহা বলি, তাহার অতিরিক্ত তুমি করিবা, ইহা জানি।
২২ আর আমার নিমিত্তেও বাসা প্রস্তুত করিয়া রাখ; কেননা তোমাদের প্রার্থনার ফলরূপে আমি তোমাদিগকে
২৩ দত্ত হইব, এমন প্রত্যাশা করিতেছি। যীশু খ্রীষ্টের জন্যে
২৪ আমার সহবন্দী যে ইপাফ্রা, এবং আমার সহকারিগণ যে মার্ক ও আরিষ্টার্খ ও দীমা ও লূক, ইহারা তোমাকে
২৫ নমস্কার জানাইতেছে। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের আত্মার সহবর্ত্তী হউক। আমেন্।

ইব্রীয়দের প্রতি পৌল প্রেরিতের পত্র।

---

১ অধ্যায়।

১ যে ঈশ্বর পূর্ব্বকালে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণদ্বারা পিতৃলোকদিগকে বহুভাগে ও বহুরূপে কহিয়াছিলেন, তিনি এই শেষকালে আপন পুত্রদ্বারা আমাদিগকে কহিয়াছেন।

২ তিনি সেই পুত্রকে সর্ব্বাধিকারী করিয়াছেন, এবং তাঁ-
৩ হার দ্বারা সকল জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার
তেজের প্রতিবিম্ব ও তত্ত্বের মুদ্রাঙ্ক, এবং আপন শক্তির
বাক্যেতে সকলের ধারণকর্ত্তা সেই পুত্র নিজ প্রাণদ্বারা
আমাদের পাপের মার্জনা করিয়া ঊর্দ্ধস্থ মহামহিমের
৪ দক্ষিণ পার্শ্বে বসিলেন। দিব্য দূতগণ অপেক্ষা তিনি এমত
শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, ইহার কারণ এই যে তাহাদের অপেক্ষা
৫ তিনি উৎকৃষ্ট নামের অধিকারী আছেন। কেননা "তুমি
"আমার পুত্র, অদ্য আমি তোমাকে জন্ম দিলাম;"
আর "আমি তাঁহার পিতা হইব, ও তিনি আমার
"পুত্র হইবেন;" দিব্য দূতগণের মধ্যে ঈশ্বর কাহাকে
৬ কখন্ এমন কথা কহিলেন? আর জ্যেষ্ঠাধিকারিকে জগতে
পুনরানয়ন কালে তিনি এমন কথা কহেন, "ঈশ্বরের
৭ "দূত সকল ইহাঁকে প্রণাম করুক।" অধিকন্তু দূত-
গণের বিষয়ে উক্ত আছে, যথা, "তিনি আপন দূত-
"গণকে বায়ুস্বরূপ, ও আপন সেবকদিগকে অগ্নিশিখা-
৮ "স্বরূপ করেন।" কিন্তু পুত্রের বিষয়ে উক্ত আছে,
"হে ঈশ্বর, তোমার সিংহাসন নিত্যস্থায়ী, ও তোমার
৯ "রাজদণ্ড যথার্থতার দণ্ড। তুমি ধর্ম্মকে প্রেম করি-
"তেছ, এবং দুষ্টতাকে ঘৃণা করিতেছ, এই কারণ
"ঈশ্বর, অর্থাৎ তোমার ঈশ্বর, তোমার মিত্রগণ অপে-
"ক্ষা অধিক আনন্দরূপ তৈলেতে তোমাকে অভি-
১০ "ষিক্ত করিরাছেন।" আরও যথা, "হে প্রভো,
"তুমি আদিতে পৃথিবীর মূল স্থাপন করিয়াছ, এবং
১১ "আকাশমণ্ডল তোমার হস্তকৃত। উভয়ই বিনষ্ট হইবে,
"কিন্তু তুমি নিত্য; সে সমস্ত বস্ত্রের ন্যায় জর্জ্জরীভূত
১২ "হইবে, এবং তুমি বস্ত্রের ন্যায় জড়াইলে তাহার
"পরিবর্ত্তন হইবে; কিন্তু তুমি নিত্য, তোমার বৎসরের

১৩ "ক্ষয় কদাচ হইবে না।" আর, "আমি যাবৎ তোমার "শত্রুগণকে তোমার পাদপীঠ না করি, তাবৎ তুমি আ- "মার দক্ষিণে বৈস," ঈশ্বর এই কথা দিব্য দূতগণের
১৪ মধ্যে কাহাকে কখন্ কহিলেন? যাহারা পরিত্রাণের অধিকারী হইবে, ঐ সকল দূত কি তাহাদের পরিচর্য্যার নিমিত্তে প্রেরিত সেবাকারি আত্মা নয়?

২ অধ্যায়।

১ আমরা যেন কোন মতে (ভ্রমতরঙ্গে) ভাসিয়া না যাই, তন্নিমিত্তে শ্রুত বাক্যে মন লাগাইতে অধিক যত্ন করা
২ আমাদের কর্ত্তব্য। দিব্য দূতগণদ্বারা কথিত বাক্য যদি অটল হইল, এবং তাহার লঙ্ঘন ও অবহেলা করিলেই যদি সমুচিত প্রতিফল দত্ত হইল, তবে যে পরিত্রাণ
৩ প্রথমে প্রভুদ্বারা কথিত, ও তাঁহার শ্রোতৃবর্গদ্বারা আমাদের নিকটে নিশ্চিত, এবং আশ্চর্য্য ক্রিয়া ও অদ্ভুত
৪ লক্ষণ ও নানাপ্রকার কর্ম্মের ক্ষমতা, এবং পবিত্র আত্মার নিজ অভিমতানুসারে বিভক্ত দান, এই সকলদ্বারা ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রমাণীকৃত হইল, এমন মহাপরিত্রাণ অবজ্ঞা
৫ করিলে আমরা কি প্রকারে বাঁচিব? যে ভবিষ্যৎ রাজ্যের কথা আমরা কহি, সেই রাজ্য তিনি দিব্য দূত-
৬ গণের অধীন করেন নাই। বরং কোন স্থানে কেহ প্রমাণ দিয়া কহে, যথা, "মর্ত্ত্য কে, যে তুমি তাহাকে "স্মরণ কর? এবং মনুষ্যসন্তানই বা কে, যে তাহার
৭ "তত্ত্বাবধারণ কর? তুমি দিব্য দূতগণ অপেক্ষা তাহাকে "অল্পকাল ন্যূন করিয়াছ, ও গৌরব ও সম্ভ্রমরূপ মুকু- "টেতে বিভূষিত করিয়াছ; তোমার হস্তকৃত তাবৎ বস্তুর "উপরে তাহাকে কর্ত্তৃত্ব দিয়াছ; এবং সকলই তাহার
৮ "পদতলস্থ করিয়াছ।" যাঁহার পদতলে তিনি সকলই

বশীভূত করিয়াছেন, তাঁহার অবশীভূত কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই; কিন্তু অদ্যাপি আমরা সকলই তাঁহার
৯ বশীভূত দেখি না। তথাপি দিব্য দূতগণ অপেক্ষা যিনি অল্পকাল ন্যূনীকৃত হইলেন, সেই যীশুকে আমরা মৃত্যুভোগের ফলে গৌরব ও সম্ভ্রমস্বরূপ মুকুটেতে বিভূষিত, বিশেষতঃ ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে সকলের নিমিত্তে
১০ মৃত্যুর আস্বাদ করণে নিযুক্ত দেখিতেছি। কেননা যাঁহার কারণ ও যাঁহার দ্বারা সকল বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে, তাঁহার ইহা উপযুক্ত ছিল, যেন বহু সন্তানদিগকে বিভবে আনয়ন কালে তাহাদের ত্রাণের আদিকর্ত্তাকে
১১ দুঃখভোগদ্বারা সিদ্ধ করেন। কারণ যিনি পবিত্র করেন, ও যাহারা পবিত্রীকৃত হয়, সকলে একহইতে উৎপন্ন; এই হেতুক তিনি তাহাদিগকে ভ্রাতা কহিতে লজ্জিত
১২ নহেন। তিনি কহেন, "আমি আপন ভ্রাতৃগণের মধ্যে "তোমার নাম প্রকাশ করিব, ও মণ্ডলীর মধ্যে তো-
১৩ "মার প্রশংসা করিব।" পুনশ্চ যথা, "আমি তাঁহারই "অপেক্ষাতে থাকিব;" আর বার, "এই দেখ, আমি এবং
১৪ "ঈশ্বরকর্ত্তৃক আমাকে দত্ত সন্তানগণ।" আর সেই সন্তানেরা রক্তমাংসের অংশী হওয়াতে তিনি আপনিও তদ্রূপ তাহার অংশী হইলেন। (কি নিমিত্তে?) মৃত্যুর কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিকে অর্থাৎ শয়তানকে মৃত্যুদ্বারা পরাজয়
১৫ করণার্থে, এবং মৃত্যুর ভয়েতে যাহারা যাবজ্জীবন দা-
১৬ সত্বাপন্ন ছিল, তাহাদিগকে উদ্ধার করণার্থে। কেননা তিনি দূতগণের উপকার না করিয়া ইব্রাহীমের বংশের
১৭ উপকার করেন। অতএব তিনি যেন দয়ালু এবং লোকদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে ঈশ্বরের নিকটে বিশ্বস্ত মহাযাজক হন, এই জন্যে সর্ব্ববিষয়ে আপন ভ্রাতৃগণের
১৮ সদৃশ হওয়া তাঁহার উচিত হইল। কেননা তিনি

আপনি পরীক্ষিত হইয়া যে দুঃখ ভোগ করিয়াছেন, তাহাদ্বারা পরীক্ষিতগণের উপকার করণে সমর্থ হন।

৩ অধ্যায়।

১ হে স্বর্গীয় আহ্বানের সহভাগি পবিত্র ভ্রাতৃগণ, তোমরা আমাদের ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞার প্রেরিত ও মহাযাজক খ্রীষ্ট
২ যীশুর প্রতি দৃষ্টিপাত কর। মূসা যেমন (ঈশ্বরের) "সমস্ত "বাটীর মধ্যে বিশ্বাসের পাত্র" ছিল, তদ্রূপ ইনিও আ-
৩ পন নিয়োগকর্ত্তার বিশ্বাসপাত্র আছেন। বাটী অপেক্ষা যেমন বাটীর সৃষ্টিকর্ত্তা সম্ভ্রান্ত হয়, তদ্রূপ মূসা অপেক্ষা
৪ ইনিই অধিক মহিমান্বিত আছেন। প্রত্যেক বাটীর সৃষ্টি-
৫ কর্ত্তা কেহ আছে; কিন্তু তাবতের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর। আর মূসা বক্তব্য কথার প্রমাণার্থে সেবকের ন্যায় তাঁহার
৬ সমস্ত বাটীর মধ্যে বিশ্বাসের পাত্র ছিল। কিন্তু খ্রীষ্ট নিজ বাটীর অধ্যক্ষ পুত্রের ন্যায় বিশ্বাসের পাত্র আছেন; আর তাঁহার বাটী আমরাই আছি; কিন্তু ইহার জন্যে প্রত্যাশাজাত সাহস ও উল্লাস শেষ পর্য্যন্ত দৃঢ় করিয়া ধারণ করা আমাদের কর্ত্তব্য।

৭ অতএব পবিত্র আত্মা এই রূপ কহেন, "অদ্য তোমরা
৮ "যদি তাঁহার কথা শুনিতে ইচ্ছা কর, তবে যেমন বি-
"বাদের স্থানে ও প্রান্তরের মধ্যে পরীক্ষার দিবসে,
৯ "তেমনি আপন২ অন্তঃকরণ কঠিন করিও না। সেই
"স্থানে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আমার বিষয়ে বিচার
"করিয়া আমার কর্ম্ম দেখিলেও চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত
১০ "আমার পরীক্ষা লইল। তাহাতে আমি সেই বংশের
"প্রতি বিরক্ত হইয়া কহিলাম, সেই লোকেরা অন্তঃকরণে
১১ "সর্ব্বদা ভ্রান্ত হইয়া আমার পথ চিনে না। এ কারণ
"আমি ক্রোধে এই শপথ করিলাম. তাহারা আমার

১২ "বিশ্রামস্থানে প্রবেশ করিবে না।" অতএব হে ভ্রাতৃগণ, সাবধান, পাছে অমর ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করণদ্বারা তোমাদের কাহারো মধ্যে অবিশ্বাসের (বাসাস্বরূপ)
১৩ মন্দ অন্তঃকরণ প্রকাশ পায়। বরং তোমাদের মধ্যে কেহ পাপের বঞ্চনাতে যেন কঠিনীভূত না হয়, এই নিমিত্তে অদ্য নামে বিখ্যাত সময় যাবৎ থাকে, তাবৎ দিনে২
১৪ পরস্পর চেতনা দেও। কেননা আমরা যদি প্রথম বিশ্বাসের দৃঢ়তা শেষ পর্য্যন্ত স্থির রাখি, তবে খ্রীষ্টের
১৫ অংশী হইলাম। উক্ত আছে, "অদ্য তোমরা যদি তাঁ-"হার কথা শুনিতে ইচ্ছা কর, তবে বিবাদের স্থানে "যেমন, তেমনি আপন২ অন্তঃকরণ কঠিন করিও না।"
১৬ ইহাতে কোন্ লোক কথা শুনিয়া বিবাদ করিয়াছিল? কি মূসার দ্বারা মিসরদেশহইতে আনীত লোকসমূহ নয়?
১৭ কাহাদের প্রতি বা তিনি চল্লিশ বৎসর বিরক্ত ছিলেন? যাহাদের শব প্রান্তরে পতিত হইল, সেই পাপিদের
১৮ প্রতি কি নয়? আর "তাহারা আমার বিশ্রামস্থানে প্র-"বেশ করিবে না," এই যে শপথ তিনি করিয়াছিলেন, ইহাই বা কাহাদের বিরুদ্ধে? অবিশ্বাসিগণের বিরুদ্ধে
১৯ কি নয়? অতএব তাহারা অবিশ্বাস প্রযুক্ত প্রবেশ করিতে পারিল না, ইহা আমরা দেখিতেছি।

৪ অধ্যায়।

১ অতএব তাঁহার বিশ্রামস্থানে প্রবেশ করণের প্রতিজ্ঞা থাকিলেও আমাদের কেহ পাছে ফলেতে বঞ্চিত হইয়া
২ উঠে, এ বিষয়ে আমাদের ভয় করা উচিত। কেননা আমাদের নিকটে যেমন, তদ্রূপ তাহাদের কাছেও সুসমাচার প্রচারিত হইয়াছিল; কিন্তু ঐ শ্রুত বাক্য তাহাদের পক্ষে বিফল হইল, কেননা ঐ শ্রোতারা

৩ বিশ্বাসের সহিত তাহার সংযোগ করিল না। আর বিশ্বাসকারী হইলে আমরা তাঁহার বিশ্রামস্থানে প্রবিষ্ট হইব। কেননা তিনি কহিলেন, "আমি ক্রোধে এই "শপথ করিলাম, তাহারা আমার বিশ্রামস্থানে প্রবেশ "করিবে না।" কিন্তু তাঁহার কর্ম্ম জগতের সৃষ্টিকালাবধি ৪ সমাপ্ত ছিল। কেননা সপ্তম দিনের বিষয়ে তিনি এক স্থানে কহিয়াছিলেন, "সপ্তম দিনে ঈশ্বর আপনার কৃত ৫ "সমস্ত কার্য্যহইতে বিশ্রাম করিলেন।" তথাপি এই স্থলে তিনি পুনরায় কহেন, "তাহারা আমার বিশ্রাম- ৬ "স্থানে প্রবেশ করিবে না।" অবশ্য কোন লোককে ঐ স্থানে প্রবেশ করিতে হয়, কিন্তু যাহাদের নিকটে সুসমাচার পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহারা অবিশ্বাস ৭ প্রযুক্ত প্রবিষ্ট হয় নাই। এই জন্যে তিনি পুনশ্চ এক দিনকে, অর্থাৎ অদ্যকে, নিরূপণ করিয়া এত কালের পর দায়ূদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত এই কথা কহেন, "অদ্য তোমরা "যদি তাঁহার কথা শুনিতে ইচ্ছা কর, তবে আপন২ ৮ "অন্তঃকরণ কঠিন করিও না।" যিহোশূয় যদি তাহাদিগকে বিশ্রাম দিত, তবে ঈশ্বর তাহার পরে অন্য দি- ৯ নের কথা কহিতেন না। অতএব ঈশ্বরের লোকদের ১০ নিমিত্তে বিশ্রামবারের ভোগ এখনও প্রস্তুত থাকে। যে জন তাঁহার বিশ্রামস্থানে প্রবিষ্ট হয়, সে ঈশ্বরের ন্যায় ১১ আপনার কৃত কার্য্যহইতে বিশ্রাম করে। অতএব কেহ যেন সেই অবিশ্বাসের উদাহরণরূপে পতিত না হয়, এই জন্যে আইস, আমরা সেই বিশ্রামস্থানে প্রবেশ করিতে যত্ন করি।

১২ ঈশ্বরের বাক্য সচেতন, ও প্রভাববিশিষ্ট, ও তাবৎ দ্বিধার খড়্গ অপেক্ষা তীক্ষ্ণ, এবং প্রাণ ও আত্মা, এবং গ্রন্থি ও মজ্জা, এই সকলের পরিভেদ পর্য্যন্ত বিচ্ছেদ-

কারী, এবং মনের সঙ্কল্প ও অভিপ্রেতের বিচারক।
১৩ এবং যাঁহার কাছে আমাদিগকে আপন২ কথা কহিতে হয়, তাঁহার অগোচর কিছুই নাই, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টিতে সকলি অনাবৃত ও প্রকাশিত আছে।

১৪ আর যিনি উচ্চতম স্বর্গে প্রবিষ্ট হইলেন, এমন মহান্ ব্যক্তি অর্থাৎ ঈশ্বরের পুত্র যীশু আমাদের মহাযাজক আছেন, এই জন্যে আইস, আমরা ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞাকে
১৫ দৃঢ়রূপে ধারণ করি। কেননা আমাদের যে মহাযাজক, তিনি আমাদের দুর্ব্বলতাজন্য দুঃখে দুঃখিত হইতে অক্ষম নহেন, কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে আমাদের ন্যায়, তথাপি
১৬ বিনাপাপে, পরীক্ষিত হইয়াছেন। অতএব আইস, আমরা উপযুক্ত সময়ে উপকারী কৃপালাভের এবং অনুগ্রহ প্রাপ্তির নিমিত্তে নির্ভয়ে অনুগ্রহসিংহাসনের নিকটে গমন করি।

৫ অধ্যায়।

১ প্রত্যেক মহাযাজক মনুষ্যদের মধ্যহইতে নীত হইয়া মনুষ্যদের পক্ষে ঈশ্বরোদ্দেশ্য কর্ম্মে, অর্থাৎ নৈবেদ্য
২ ও প্রায়শ্চিত্তার্থক বলিদানে নিযুক্ত হয়। এবং সে অজ্ঞান ও ভ্রান্ত লোকদের দুঃখে দুঃখী হইতে পারে, কেননা
৩ সে আপনি দৌর্ব্বল্যেতে বেষ্টিত আছে; এই কারণ যেমন লোকদের নিমিত্তে, তদ্রূপ আপনার নিমিত্তেও প্রায়শ্চিত্তার্থক বলিদান করা তাহার উচিত।

৪ আর কেহ আপনি সেই সম্ভ্রম গ্রহণ করে না, কিন্তু হারোণের ন্যায় ঈশ্বরকর্তৃক আহূত লোক তাহা পায়।
৫ তদ্রূপ খ্রীষ্টও মহাযাজকপদ পাইতে আপনার সম্ভ্রম আপনি করিলেন না; কিন্তু "তুমি আমার পুত্র, অদ্য "আমি তোমাকে জন্ম দিলাম;" এমন কথা যিনি তাঁহা-

৬ কে কহিলেন। তিনিই তাঁহার সম্ভ্রম করিলেন। তদ্রূপ তিনি অন্য গীতেও কহেন, যথা, "তুমি মল্কীষেদকের
৭ "মতানুসারে নিত্য যাজক হইবা।" খ্রীষ্ট যখন মাংস-গৃহে বাস করিতেন, তখন মৃত্যুহইতে রক্ষা করণে সমর্থ পিতার কাছে গুরুতর আর্ত্তস্বর ও অশ্রুপাত পূর্ব্বক প্রার্থনা ও বিনতিরূপ বলিদান করিয়া তাহার ফলপ্রাপ্ত,
৮ অর্থাৎ আশঙ্কাহইতে মুক্ত হইলেন, এবং পুত্র হইলেও
৯ দুঃখভোগদ্বারা আজ্ঞাবহন অভ্যাস করিলেন। এই প্রকারে সিদ্ধ হইয়া তিনি নিজ আজ্ঞাবর্ত্তি সকলের অনন্ত
১০ পরিত্রাণের কারণস্বরূপ হইলেন, এবং মল্কীষেদকের মতানুসারে মহাযাজক এই নামে ঈশ্বরকর্তৃক বিখ্যাত হইলেন।
১১ তাহার বিষয়ে আমাদের অনেক কথা আছে, কিন্তু তোমাদের কর্ণ স্তব্ধ হওয়াতে তাহা ব্যক্ত করা দুষ্কর।
১২ কেননা যে কালের মধ্যে শিক্ষক হওয়া তোমাদের উচিত ছিল, এত কাল গত হইলেও আর বার কেহ যে তোমাদিগকে ঈশ্বরবাক্যের বর্ণমালা শিক্ষা করায়, ইহা আবশ্যক হয়; এবং কঠিন দ্রব্যে এমত নয়, কিন্তু দুগ্ধে
১৩ তোমাদের প্রয়োজন আছে। কেননা যে দুগ্ধ পান করে,
১৪ সে শিশু, সুতরাং ধর্ম্মবাক্যে তৎপর নয়। কিন্তু যাহারা সিদ্ধ, তাহাদের কঠিন দ্রব্য খাদ্য হয়, কেননা তাহাদের বুদ্ধি অভ্যাসদ্বারা সদসদ্বিষয়ের বিচারে নিপুণ হইয়াছে।

৬ অধ্যায়।

১ অতএব আইস, আমরা মৃতবৎ কর্ম্মহইতে মনের পরি-
২ বর্ত্তন, ও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, ও বাপ্তিস্ম শিক্ষা, ও হস্তার্পণ, ও মৃত লোকদের পুনরুত্থান, ও অনন্ত বিচারাজ্ঞা, এই সকলের দ্বারা পুনর্ব্বার ভিত্তিমূল স্থাপন না করিয়া, বরং খ্রীষ্ট বিষয়ক প্রথম বাক্য পশ্চাৎ

৩ ফেলিয়া সিদ্ধির চেষ্টাতে অগ্রসর হই। ঈশ্বরের অনুমতিতেই তাহা করিব।

৪ যাহারা এক বার দীপ্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে, ও স্বর্গীয় দানের আস্বাদ লইয়াছে, ও পবিত্র আত্মার অংশী হইয়াছে, ৫ ও ঈশ্বরের উত্তম বাক্যের এবং ভাবি কালের শক্তির ৬ রসাস্বাদন করিয়াছে, তাহারা যদি ভ্রষ্ট হইয়া ঈশ্বরের পুত্রকে মনে২ পুনর্ব্বার ক্রুশে বধ করিয়া লজ্জাস্পদ করে, তবে পুনর্ব্বার মনঃপরিবর্ত্তনার্থে তাহাদিগকে নূতন ৭ করিতে পারা যায় না। কেননা আপনার উপরে পুনঃ২ পতিত বৃষ্টি পান করিয়া যে ভূমি ফলাধিকারিদের জন্যে উপযুক্ত শাকাদি উৎপন্ন করে, সে ঈশ্বরকর্ত্তৃক আ- ৮ শীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যে ভূমি শ্যাকুলাদি কণ্টকবৃক্ষ উৎপন্ন করে, সে অগ্রাহ্য ও শাপের যোগ্য ; জ্বলনই তাহার পরিণাম।

৯ হে প্রিয় সকল, আমরা যদ্যপি এমন কথা কহি, তথাপি তোমরা তদপেক্ষা উত্তম হইয়া পরিত্রাণের পথে ১০ আছ, এমন বিশ্বাস করি। কেননা তোমরা পবিত্র লোকদিগের যে উপকার করিয়াছ ও করিতেছ, তাহাদ্বারা যে পরিশ্রম এবং ঈশ্বরের নামের প্রতি প্রেম প্রকাশ করিয়াছ, তাহা যে তিনি বিস্মৃত হইবেন, এমন অন্যায়কারী ১১ নহেন। কিন্তু তোমাদের প্রত্যেক জন যেন প্রত্যাশাসিদ্ধির চেষ্টাতে শেষ পর্য্যন্ত সেই প্রকার যত্ন করে, এই ১২ আমাদের বাঞ্ছা। অতএব শিথিল হইও না, কিন্তু যাহারা বিশ্বাস ও চিরসহিষ্ণুতাদ্বারা প্রতিজ্ঞার ফলাধিকারী হই- ১৩ য়াছে, তাহাদের অনুগামী হও। কেননা ঈশ্বর যখন ইব্রাহীমের নিকটে প্রতিজ্ঞা করিলেন, তখন আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কাহারো নামে দিব্য করিতে না ১৪ পারাতে আপনার নামে দিব্য করিয়া কহিলেন, "আমি

"তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব, ও তোমার অতিশয় বংশ
১৫ "বৃদ্ধি করিব।" তাহাতে সে চিরসহিষ্ণুতা করিয়া প্রতি-
১৬ জ্ঞার ফল পাইল। ফলতঃ মনুষ্যেরা শ্রেষ্ঠের নাম লইয়া দিব্য করে; আর দিব্যই তাহাদের সর্ব্ববিবাদের অন্তক
১৭ প্রমাণ। এই জন্যে প্রতিজ্ঞার অধিকারিদিগকে আপন মন্ত্রণার অমোঘতা বাহুল্যরূপে দেখাইতে স্পৃহা করিয়া
১৮ ঈশ্বর দিব্যদ্বারা ঐ প্রতিজ্ঞা স্থির করিলেন। অতএব যে বিষয়ে মিথ্যা কথা কহা ঈশ্বরের অসাধ্য, এমন দুই অমোঘ বিষয়দ্বারা তিনি সম্মুখস্থ প্রত্যাশা অবলম্বনকারি পলাতক যে আমরা, আমাদিগকে সুদৃঢ় সান্ত্বনা দেন।
১৯ ঐ প্রত্যাশা আমাদের মনের অটল গুরুতর লঙ্গরস্বরূপ
২০ হইয়া বিচ্ছেদবস্ত্রের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। আর সেই স্থানে যিনি অগ্রসর হইয়া আমাদের জন্যে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই যীশু মল্কীষেদকের মতানুসারে নিত্য মহাযাজক হইয়াছেন।

৭ অধ্যায়।

১ সেই যে মল্কীষেদক শালমের রাজা ও সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বরের যাজক ছিলেন, এবং নৃপতিগণের সংহারহইতে প্রত্যাগত ইব্রাহীমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে
২ আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, এবং তাহাহইতে সমুদয় দ্রব্যের দশমাংশ পাইয়াছিলেন, তিনি প্রথমে নামের অর্থানুসারে ধর্ম্মরাজ, পশ্চাৎ শালমের রাজা অর্থাৎ
৩ শান্তিরাজ হন, এবং তাঁহার পিতা ও মাতা ও বংশের নির্ণয় ও আয়ুর আরম্ভ ও জীবনের অন্ত, এই সকল নাই; ইহাতে তিনি ঈশ্বরের পুত্রের সদৃশীকৃত
৪ হন; আরও তিনি নিত্য যাজক থাকেন। বিবেচনা করিয়া দেখ, আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ইব্রাহীম্ যাঁহাকে লুটদ্রব্যের

৫ দশমাংশ দিয়াছিলেন, তিনি কেমন মহান্। লেবির সন্তানদের মধ্যে যাহারা যাজকত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহারা ব্যবস্থানুসারে লোকদের হইতে, অর্থাৎ ইব্রাহীমজাত আপনাদের ভ্রাতৃগণহইতে দশমাংশ গ্রহণের আজ্ঞা পায়।
৬ কিন্তু ইনি তাহাদের বংশে গণিত না হইয়া ইব্রাহীম-হইতে দশমাংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং প্রতিজ্ঞার অধি-
৭ কারিকেই আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র ব্যক্তি গুরু-তর লোককর্ত্তৃক আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হয়, ইহাতে কিছু
৮ সন্দেহ নাই। আর এই কালে যাহারা দশমাংশ গ্রহণ করে, তাহারা মৃত্যুর অধীন মনুষ্য; কিন্তু তৎকালে যিনি দশমাংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তিনি যে নিত্যজীবী,
৯ এমত প্রমাণ বিশিষ্ট আছেন। আর দশমাংশ গ্রহণ-কর্ত্তা লেবি আপনি ইব্রাহীমদ্বারা দশমাংশ দিয়াছে,
১০ ইহাও বলা যাইতে পারে; কেননা যে সময়ে মল্কীষেদক্ তাহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তৎকালে লেবি পিতার অন্তরে ছিল।

১১ আর ব্যবস্থার নিরূপণদ্বারা লোকেরা যে যাজকত্বের অধীন হইয়াছিল, সেই লেবীয় যাজকত্বদ্বারা যদি সিদ্ধি সম্ভব হইত, তবে হারোণের মতানুসারে বিখ্যাত না হইয়া মল্কীষেদকের মতানুসারে অন্য এক যাজকের
১২ উদয় হওনের কি প্রয়োজন ছিল? যাজকত্বের বিনিময়
১৩ হইলে অবশ্য ব্যবস্থারও বিনিময় হয়। আর এই সকল বাক্য যাঁহার উদ্দেশে কহা যায়, তিনি অন্য বংশের লোক, অর্থাৎ যে বংশের মধ্যে কেহ বেদির কর্ম্মের অধিকারী
১৪ হয় নাই, এমত বংশের লোক। কেননা আমাদের প্রভু যিহূদাবংশহইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, ইহা স্পষ্ট আছে: কিন্তু ঐ বংশকে মূসা যাজকত্ব বিষয়ে একটি কথাও
১৫ কহে নাই। আরও স্পষ্ট প্রমাণ এই, মল্কীষেদকের

১৬ মতানুসারে যে অন্য যাজকের উদয় হয়, তিনি শারীরিক বিধির নিয়মানুসারে নিযুক্ত না হইয়া অক্ষয় জীবনের
১৭ নিয়মানুসারে নিযুক্ত হইয়াছেন। কেননা ঈশ্বর এই সাক্ষ্য দেন, "তুমি মল্কীষেদকের মতানুসারে নিত্য
১৮ "যাজক হইবা।" অতএব পূর্ব্বতন বিধির দুর্ব্বলতা ও
১৯ নিষ্ফলতা প্রযুক্ত তাহার লোপ হয়; কেননা ব্যবস্থাদ্বারা কোন বিষয়ের সিদ্ধি হয় নাই; এবং যাহাদ্বারা আমরা ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হই, এমত শ্রেষ্ঠ প্রত্যাশার সঞ্চার হয়।

২০ আর যীশুর নিরূপণ শপথ ব্যতিরেকে হয় নাই, ইহা-
২১ তেও তিনি শ্রেষ্ঠ নিয়মের মধ্যস্থ হইয়াছেন। কেননা ঐ যাজকেরা শপথ ব্যতিরেকে নিযুক্ত হইয়াছিল; কিন্তু ইনি শপথদ্বারা, অর্থাৎ "পরমেশ্বর এই শপথ করিলেন, "ও তাহার অন্যথা করিবেন না; তুমি মল্কীষেদকের
২২ "মতানুসারে নিত্য যাজক হইবা," এই কথা যিনি তাঁহাকে কহিলেন, তাঁহাকর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন।
২৩ আর তাহারা অনেক যাজক হইয়া উঠিয়াছে, কারণ নিত্যস্থায়ী হওয়া মৃত্যু প্রযুক্ত তাহাদের অসাধ্য ছিল।
২৪ কিন্তু ইনি নিত্যস্থায়ী হওয়াতে অন্যের অপ্রাপ্য
২৫ যাজকত্ব করেন। অতএব যাহারা তাঁহাদ্বারা ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হয়, তাহাদিগকে তিনি শেষ পর্য্যন্ত পরিত্রাণ করিতে সমর্থ আছেন, কারণ তাহাদের নিমিত্তে প্রার্থনা
২৬ করণার্থে তিনি সতত জীবৎ থাকেন। আর আমাদের এমত মহাযাজকের প্রয়োজন ছিল, যিনি পবিত্র, ও অহিংসক, ও নিষ্কলঙ্ক, ও পাপিগণহইতে ভিন্ন, এবং স্বর্গ অপেক্ষা
২৭ উচ্চীকৃত হন। তাহা হওয়াতে ঐ মহাযাজকগণের ন্যায় প্রতিদিন অগ্রে আপনার, পরে লোকদের পাপের জন্যে বলিদান করা তাঁহার আবশ্যক হয় না; কেননা আপনাকে

বলিরূপে দান করাতে তিনি সেই কর্ম্ম একেবারে সাধন
২৮ করিয়াছেন। আর ব্যবস্থা যে মহাযাজকদিগকে নিযুক্ত
করে, তাহারা দৌর্ব্বল্যবিশিষ্ট মনুষ্য, কিন্তু ব্যবস্থার
পশ্চাদ্বর্ত্তি শপথের বাক্য যাঁহাকে নিযুক্ত করে, তিনি
অনন্ত কালার্থে সিদ্ধ পুত্র।

৮ অধ্যায়।

১ এই সমস্ত কথার সার এই, আমাদের এমত এক মহা-
যাজক আছেন, যিনি স্বর্গে মহামহিম সিংহাসনের
২ দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া পবিত্র বিষয়ের, এবং যে
তাম্বু মনুষ্যকর্ত্তৃক নয়, কিন্তু পরমেশ্বরকর্ত্তৃক স্থাপিত হই-
৩ য়াছে, সেই প্রকৃত তাম্বুর উপাসনা করেন। প্রত্যেক
মহাযাজক নৈবেদ্য ও বলি উৎসর্গ করিতে নিযুক্ত হয়,
৪ অতএব তাঁহারও অবশ্য কিছু উৎসর্জ্জনীয় ছিল। তিনি
যদি পৃথিবীতে থাকিতেন, তবে যাজক হইতেন না; কারণ
যাহারা ব্যবস্থানুসারে নৈবেদ্যাদি উৎসর্গ করে, এমত
৫ যাজকেরা আছে। কিন্তু তাহাদের সেবার স্থান স্বর্গীয়
স্থানের দৃষ্টান্ত ও ছায়াস্বরূপ, কেননা মূসা যখন তাম্বু
নির্ম্মাণ করিতে উদ্যত ছিল, তখন এই আদেশ পাইয়া-
ছিল, যথা, ঈশ্বর কহেন, "সাবধান, পর্ব্বতে তোমাকে
"যে রূপ নিদর্শন দেখান গেল, সেই রূপ সকলি কর।"
৬ কিন্তু সম্প্রতি তিনি শ্রেষ্ঠ সেবার পদ পাইয়াছেন; কারণ
তিনি শ্রেষ্ঠ প্রতিজ্ঞাতে স্থাপিত শ্রেষ্ঠ এক নিয়মের মধ্যস্থ
৭ হইয়াছেন। ঐ প্রথম নিয়ম যদি নির্দ্দোষ হইত, তবে
৮ দ্বিতীয় নিয়মের প্রয়োজন হইত না। কিন্তু তিনি দোষ
দিয়া লোকদিগকে কহেন, "পরমেশ্বরের এই উক্তি আছে,
"দেখ, যে সময়ে আমি ইস্রায়েল বংশের ও যিহূদা বং-
"শের সহিত এক নূতন নিয়ম স্থির করিব, এমত সময়

৯ "আসিতেছে। পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি মিসর
"দেশহইতে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে উদ্ধার করণার্থে
"যে দিনে তাহাদের হস্ত গ্রহণ করিয়া তাহাদের সহিত
"নিয়ম স্থির করিলাম, সেই দিনের নিয়মানুসারে নয়;
"কেননা তাহারা আমার নিয়ম লঙ্ঘন করিল, তাহাতে
১০ "আমি তাহাদের প্রতি মমতা করিলাম না। কিন্তু পরমেশ্বর
"কহেন, সেই দিনের পর আমি ইস্রায়েল বংশের
"সহিত এই নিয়ম স্থির করিব; আমি তাহাদের চিত্তে
"আমার ব্যবস্থা দিব, ও তাহাদের হৃৎপত্রে তাহা লিখিব,
"এবং আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব, ও তাহারা আমার
১১ "লোক হইবে। এবং 'তুমি পরমেশ্বরকে জ্ঞাত হও,' এই
"কথা বলিয়া তাহারা প্রত্যেকে আপন২ প্রতিবাসিকে ও
"আপন২ ভ্রাতাকে আর শিক্ষা দিবে না; কারণ ক্ষুদ্র ও
১২ "মহান্ সকলেই আমাকে জ্ঞাত হইবে। কেননা আমি
"তাহাদের দুষ্ক্রিয়া সকল ক্ষমা করিব, এবং তাহাদের
১৩ "পাপ ও অপরাধ আর স্মরণে আনিব না।" এই প্রকারে
নূতন নিয়মের কথা কহাতে তিনি প্রথমকে পুরাতন
করিয়াছেন; আর যাহা পুরাতন ও জীর্ণ, তাহার লোপ
নিকটবর্ত্তী হইল।

৯ অধ্যায়।

১ প্রথম নিয়মানুসারেও ঈশ্বরারাধনার নানা ধর্ম্মরীতি
২ এবং ঐহিক একটি পবিত্র স্থান ছিল। ফলতঃ যে তাম্বু
নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার প্রথম (কুঠরীতে) দীপবৃক্ষ
ও মেজ ও দর্শনরুটীর শ্রেণী ছিল, সেই কুঠরীর নাম
৩ পবিত্র স্থান। অপর দ্বিতীয় তিরস্করিণীর পশ্চাতে মহা-
৪ পবিত্র স্থান এই নামে অন্য কুঠরী ছিল, তন্মধ্যে সুবর্ণ-
ময় ধূনাচী, ও সর্ব্বদিগে স্বর্ণমণ্ডিত নিয়মসিন্দুক ছিল;

ঐ সিন্দুকে মান্নার স্বর্ণ ঘট, ও হারোণের মঞ্জরিত
৫ যষ্টি, ও খোদিত দুই নিয়মপ্রস্তর; এবং তদুপরি করুণা-
সনে ছায়াকারি দুই তেজোময় কিরূব ছিল; এই সক-
৬ লের বিশেষ বৃত্তান্ত কহিবার এখন সময় নাই। এই
রূপে সকল প্রস্তুত হওয়াতে যাজকগণ আরাধনা করিতে
৭ প্রথম কুঠরীতে নিত্য প্রবেশ করে; কিন্তু দ্বিতীয় কুঠরী-
তে বৎসরান্তর এক বার মহাযাজক একাকী প্রবেশ
করে; আর আপনার এবং লোকদের অজ্ঞানতাজন্য
পাপের নিমিত্তে উৎসর্জ্জনীয় রক্ত না লইয়া প্রবেশ
৮ করে না। ইহাতে পবিত্র আত্মা যাহা জ্ঞাপন করেন,
তাহা এই, প্রথম তাম্বু যাবৎ স্থাপিত থাকে, তাবৎ
৯ মহাপবিত্র স্থানে প্রবেশের পথ প্রকাশিত হয় নাই। তাহা
১০ বর্ত্তমান কালের দৃষ্টান্তস্বরূপ। কেননা সংশোধনের সময়
পর্য্যন্ত যেমন নিরূপিত আছে, তদনুসারে তাহাতে আ-
রাধনাকারির মানসিক সিদ্ধি জন্মাইতে অসমর্থ, কেবল
বিশেষ খাদ্য ও পেয় ও নানাবিধ বাপ্তিস্ম প্রভৃতি শা-
রীরিক ধর্ম্মরীতি সম্বন্ধীয় নানা নৈবেদ্যের উৎসর্গ ও
বলিদান হইয়া থাকে।

১১ অপর খ্রীষ্ট ভাবি মঙ্গলের মহাযাজকরূপে উপস্থিত
হইয়া এই সৃষ্টির বহির্ভূত অহস্তকৃত শ্রেষ্ঠ ও সিদ্ধ তাম্বু
১২ দিয়া (গমন করিয়া,) ছাগের কি গোবৎসের রক্তের
সহিত নয়, কিন্তু আপনার রক্তের সহিত একেবারে মহা-
পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিয়া অনন্তকালীয় মুক্তি পাই-
১৩ লেন। বৃষগণের ও ছাগদের রক্ত এবং গাবিভস্মের
প্রক্ষেপ যদি অশুচি লোকদিগকে শরীরের শুচিত্বার্থে
১৪ পবিত্র করে, তবে যিনি অনন্তজীবি আত্মাদ্বারা নির্দ্দোষ
বলিরূপে আপনাকে ঈশ্বরোদ্দেশে দান করিলেন, সেই
খ্রীষ্টের রক্ত অমর ঈশ্বরের সেবা করণার্থে তোমাদের

মনকে মৃতবৎ ক্রিয়াহইতে পবিত্র করিবে, ইহা কি আরও
১৫ নিশ্চয় নয়? এই কারণ তিনি নূতন নিয়মের মধ্যস্থ
হইলেন; (কি নিমিত্তে?) প্রথম নিয়ম লঙ্ঘনজন্য তাবৎ
অপরাধের প্রায়শ্চিত্তার্থে (বলির) মৃত্যু হওয়াতে আ-
হূত লোকেরা যেন অনন্ত কালস্থায়ি অধিকার বিষয়ক
১৬ প্রতিজ্ঞার ফল প্রাপ্ত হয়। যে স্থানে নিয়ম হয়, সেই
স্থানে নিয়মসাধক বলির মৃত্যু হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।
১৭ কেননা হত বলিতেই নিয়ম স্থির হয়, কিন্তু নিয়মসাধক
১৮ বলির জীবন থাকিতে সে নিতান্ত নিরর্থক থাকে। এই
জন্যে ঐ প্রথম নিয়মও রক্ত ব্যতিরেকে স্থাপিত হয়
১৯ নাই। কিন্তু মূসা ব্যবস্থানুসারে লোকদের প্রতি তাবৎ
আজ্ঞা প্রকাশ করিয়া সিন্দূরবর্ণ মেষলোমের ও এসো-
বের সহিত জল এবং (ছেদিত) গোবৎসদের ও ছাগ-
দের রক্ত লইয়া পুস্তকে এবং তাবৎ লোকের গাত্রে
২০ প্রোক্ষণ করিয়া কহিল, "ঈশ্বর তোমাদের বিষয়ে যে
২১ "নিয়ম নিরূপণ করিলেন, এ সেই নিয়মের রক্ত।" এবং
তাম্বুতে ও সেবার্থক তাবৎ পাত্রেতেও তদ্রূপ রক্তপ্রোক্ষণ
২২ করিল। আর ব্যবস্থানুসারে প্রায় সকলই রক্তদ্বারা শুচীকৃত
হয়, এবং রক্তসেচন ব্যতিরেকে পাপমোচন হয় না।
২৩ আর স্বর্গীয় বিষয়ের দৃষ্টান্ত যাহা, তাহার এই রূপে শুচী-
কৃত হওয়া আবশ্যক ছিল; কিন্তু স্বয়ং স্বর্গীয় যাহা, তাহার
ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিদ্বারা পবিত্রীকৃত হওয়া আবশ্যক।
২৪ কেননা প্রকৃতের দৃষ্টান্তমাত্র যে হস্তকৃত পবিত্র স্থান,
খ্রীষ্ট তাহাতে প্রবেশ না করিয়া প্রকৃত স্বর্গেতেই প্রবেশ
করিয়া সম্প্রতি আমাদের প্রতিনিধিরূপে ঈশ্বরের সা-
২৫ ক্ষাতে উপস্থিত হইয়াছেন। মহাযাজক যেমন প্রতিবৎসর
পরের রক্ত লইয়া পবিত্র স্থানে প্রবেশ করে, তদ্রূপ
পুনঃ২ আপনাকে উৎসর্গ করিতে খ্রীষ্টের প্রয়োজন নয়;

২৬ কেননা তাহা হইলে জগতের সৃষ্টিকালাবধি অনেক বার তাঁহাকে মরিতে হইত। কিন্তু আত্মবলিদানদ্বারা পাপ-নাশ করণার্থে তিনি এখন কালাবস্থার পরিণামে এক
২৭ বার প্রত্যক্ষ হইয়াছেন। আর যেমন মনুষ্যের নিমিত্তে এক বার মরণ, তাহার পর বিচার নিরূপিত আছে,
২৮ তদনুসারে খ্রীষ্টও এক বার অনেকের পাপভার বহনার্থে বলিরূপে দত্ত হওয়াতে দ্বিতীয় বার পাপ (ভার) ব্যতি-রেকে পরিত্রাণের নিমিত্তে আপনার অপেক্ষাকারিদিগকে দর্শন দিবেন।

১০ অধ্যায়।

১ ব্যবস্থা ভাবি মঙ্গলের ছায়ামাত্র, বাস্তবিক মূর্ত্তি নহে; সুতরাং নিত্য উৎসৃজ্যমান একবিধ বার্ষিক বলিদানদ্বারা শরণাগত লোকদিগকে কখনো সিদ্ধ করিতে পারে না।
২ যদি পারিত, তবে ঐ বলিদানের শেষ কি হইত না? কেননা সাধকেরা একেবারে পরিষ্কৃত হইলে তাহাদের
৩ কোন পাপবোধ আর থাকিত না। কিন্তু ঐ বলিদানদ্বারা
৪ বৎসর২ পাপ স্মরণ হয়। কেননা বৃষের কি ছাগের রক্তদ্বারা পাপ দূর করিতে পারা যায় না।
৫ এ কারণ খ্রীষ্ট জগতে প্রবেশ করণ সময়ে কহেন, "তুমি বলিদান ও নৈবেদ্য না চাহিয়া আমার শরীর
৬ "প্রস্তুত করিয়াছ। এবং তুমি হোম ও পাপার্থক বলি-
৭ "দান প্রয়াস কর নাই। অতএব আমি কহিলাম, দেখ, "আমি আসিতেছি, ধর্ম্মগ্রন্থে আমার বিষয়ে লিখিত "আছে; হে ঈশ্বর, তোমারই বাসনা পূর্ণ করিতে আ-
৮ "সিতেছি।" ইহাতে তিনি অগ্রে ব্যবস্থানুসারে কর্ত্তব্য বলিদানাদির বিষয়ে এই কথা কহেন, 'বলিদান ও নৈ-বেদ্য ও হোম ও পাপার্থক বলিদান, এই সকল তুমি

৯ চাহ না, ও তাহাতে প্রয়াস কর না।' পরে কহেন, 'দেখ, আমি তোমার বাসনা পূর্ণ করিতে আসিতেছি।' এই দ্বিতীয় কথা স্থির করণার্থে তিনি প্রথম কথা লোপ
১০ করিলেন। আর সেই বাসনাতে যীশু খ্রীষ্টের শরীরের যে বলিদান এক বার হইয়াছে, তাহাদ্বারা আমরা পবিত্রীকৃত হইয়াছি।

১১ প্রত্যেক যাজক দিনে২ উপাসনা করিতে, এবং পাপমোচনে নিতান্ত অসমর্থ একবিধ বলি পুনঃ২ দান করিতে
১২ দণ্ডায়মান হয়; কিন্তু খ্রীষ্ট পাপনাশক এক বলিদান করিয়া অনন্ত কালের নিমিত্তে ঈশ্বরের দক্ষিণে উপবিষ্ট
১৩ হইয়া, অদ্যাবধি যাবৎ তাঁহার শত্রুগণ তাঁহার পাদপীঠ
১৪ না হয়, তাবৎ কাল অপেক্ষা করিতেছেন। কারণ ঐ এক বলিদানদ্বারা তিনি পবিত্রীকৃত লোকদিগকে অনন্ত
১৫ কালের জন্যে সিদ্ধ করিয়াছেন। ইহাতে পবিত্র আত্মাও
১৬ আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেন; যেহেতুক, "সেই দিনের "পর আমি তাহাদের সহিত এই নিয়ম স্থির করিব," অগ্রে ইহা বলিয়া "প্রভু কহেন, আমি তাহাদের অন্তঃ-
১৭ "করণে আমার ব্যবস্থা দিব, ও চিত্তে তাহা লিখিব, এবং "তাহাদের পাপ ও অপরাধ আর কখন স্মরণে আনিব
১৮ "না।" কিন্তু যে স্থানে ইহার মার্জ্জনা, সেই স্থানে পাপার্থক বলিদান আর হয় না।

১৯ হে ভ্রাতৃগণ, যীশুর রক্তদ্বারা অভয়দান পাইয়া আমরা
২০ পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিতে পারি; কেননা তিনি স্বশরীররূপ বিচ্ছেদবস্ত্র দিয়া নূতন ও জীবনযুক্ত পথ করিয়া
২১ আমাদের নিমিত্তে সুগম করিয়াছেন। এবং যিনি ঈশ্বরের গৃহাধ্যক্ষ, তিনিই আমাদের মহাযাজক আছেন;
২২ অতএব আইস, আমরা সরলান্তঃকরণ ও দৃঢ়বিশ্বাসী হইয়া পাপবোধহইতে পরিষ্কৃত মনে এবং শুচি জলে স্নাত শ-

২৩ য়ীরে (ঈশ্বরের) নিকটবর্ত্তী হই; এবং প্রত্যাশার যে বাক্য স্বীকার করিয়াছি, তাহা দৃঢ় করিয়া ধরি, কেননা
২৪ যিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তিনি বিশ্বস্ত। এবং প্রেমে ও সৎক্রিয়াতে আমাদের উৎসাহ বাড়াইবার নিমিত্তে পর-
২৫ স্পর মনোযোগ করি; এবং কেহ২ যেমন করিয়া থাকে, তদ্রূপ আপনাদের সমাগম পরিত্যাগ না করি, বরঞ্চ পরস্পর চেতনা দিতে অধিক যত্নবান হই, কেননা সেই মহাদিন উত্তরোত্তর নিকটবর্ত্তী হইতেছে, ইহা তোমরা দেখিতেছ।

২৬ সত্য মতের জ্ঞান পাইলে পরে যদি আমরা স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক পাপাচরণ করি, তবে পাপের আর কোন প্রায়-
২৭ শ্চিত্ত অবশিষ্ট থাকে না; কেবল বিচারের ভয়ানক প্রতীক্ষা এবং বিপক্ষদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত অগ্নির
২৮ উত্তাপ থাকে। মূসার ব্যবস্থা অবজ্ঞাকারি মনুষ্যকে যদি
২৯ দুই তিন সাক্ষির প্রমাণে নির্দ্দয়রূপে হত হইতে হয়, তবে বুঝ, যে জন ঈশ্বরের পুত্রকে পদতলে দলিত করে, এবং যে নিয়মের রক্তদ্বারা পবিত্রীকৃত হইল, তাহা অপবিত্র জ্ঞান করে, এবং অনুগ্রহনিধি আত্মার অপমান করে, সে
৩০ কত অধিক ঘোরতর দণ্ডের যোগ্য না হইবে? কেননা "পরমেশ্বর কহেন, প্রতিফল দেওয়া আমার কর্ম্ম, আ-
"মিই সমুচিত দণ্ড দিব, পুনশ্চ পরমেশ্বর আপন লোক-
"দের বিচার করিবেন," এ কথা যিনি কহিয়াছেন,
৩১ তাঁহাকে আমরা জানি। অমর ঈশ্বরের হস্তে পতিত হওয়া ভয়ানক বিষয়।

৩২ তোমরা পূর্ব্বতন সময় স্মরণ কর; তৎকালে তোমরা দীপ্তিপ্রাপ্ত হইয়া নানা দুঃখরূপ ভারি সংগ্রাম সহ্য
৩৩ করিয়াছিলা, অর্থাৎ এক দিগে নিন্দাতে ও ক্লেশে কৌতু-কাস্পদ হইতা, এবং অন্য দিগে সেই রূপ দুর্দশাগ্রস্ত

৩৪ লোকদের সহভাগী ছিলা। বিশেষতঃ আমার বন্ধনের দুঃখে দুঃখী হইয়াছিলা, এবং তোমাদের আরো উত্তম এবং নিত্যস্থায়ি ধন স্বর্গে সঞ্চিত আছে, ইহা জ্ঞাত হইয়া আনন্দ পূর্ব্বক আপন২ সম্পত্তির লুট স্বীকার করিয়া-
৩৫ ছিলা। অতএব মহাপুরস্কারজনক তোমাদের সেই সাহস
৩৬ ত্যাগ করিও না। কেননা ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করণ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞার ফল প্রাপ্ত হইবার নিমিত্তে সহিষ্ণুতাতে তো-
৩৭ মাদের প্রয়োজন আছে। "যিনি আসিবেন, তিনি অত্যল্প
৩৮ "কালের মধ্যে আসিবেন, বিলম্ব করিবেন না। পুণ্যবান "ব্যক্তি আপন বিশ্বাসদ্বারা বাঁচিবে, কিন্তু যদি ধর্ম্ম ত্যাগ "করে, তবে তাহাতে আমার মনস্তুষ্টি হইবে না।"
৩৯ কিন্তু যাহারা বিনাশার্থে ধর্ম্মত্যাগী হয়, আমরা তাহাদের মধ্যে না থাকিয়া আত্মার পরিত্রাণার্থে বিশ্বাসকারিদের মধ্যে থাকি।

১১ অধ্যায়।

১ বিশ্বাস প্রত্যাশিত বিষয়ের নিশ্চয়, এবং অপ্রত্যক্ষ
২ বিষয়ের প্রমাণীকরণ। সেই বিশ্বাসদ্বারা প্রাচীন লোকেরা
৩ (উত্তম) সাক্ষ্যবিশিষ্ট হইয়াছিল। ঈশ্বরের বাক্যদ্বারা জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, অতএব কোন প্রত্যক্ষ বস্তুহইতে এই সকল দৃশ্য বস্তুর উৎপত্তি হয় নাই, ইহা আমরা
৪ বিশ্বাসদ্বারা অবগত হইতেছি। বিশ্বাসহেতুক হাবিল ঈশ্বরের উদ্দেশে কাবিল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিদান করিল, এবং তাহাদ্বারা সে যে পুণ্যবান, এমত সাক্ষ্যবিশিষ্ট হইল; ফলতঃ ঈশ্বর তাহার দানের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়া-ছিলেন; এবং তাহাদ্বারা সে মৃত হইলেও অদ্যাপি কথা
৫ কহিতেছে। বিশ্বাসহেতুক হনোক মৃত্যুর দর্শন ব্যতি-রেকে লোকান্তরে নীত হইল, তাহাতে তাহার উদ্দেশ

আর পাওয়া গেল না, কেননা ঈশ্বর তাহাকে লোকান্তরে লইয়া গিয়াছিলেন; এবং লোকান্তরে নীত হওনের পূর্ব্বে সে যে ঈশ্বরের সন্তোষের পাত্র, এমত সাক্ষ্য পাইয়া-
৬ ছিল। কিন্তু বিশ্বাস ব্যতিরেকে ঈশ্বরের সন্তোষের পাত্র হইতে পারা যায় না; কারণ তিনি যে আছেন, এবং আপনার অন্বেষণকারিগণের প্রতিফলদাতা আছেন, ইহা বিশ্বাস করা তাঁহার নিকটে গমনকারি লোকের উচিত।
৭ বিশ্বাসহেতুক নোহ অপ্রত্যক্ষ ভাবি বিষয়ে ঈশ্বরীয় আদেশ পাইয়া ভীত হইয়া আপন পরিবারের রক্ষার্থে এক জাহাজ নির্ম্মাণ করিল, এবং তাহাদ্বারা জগজ্জনের দোষ দেখাইয়া আপনি বিশ্বাসে প্রাপ্য পুণ্যের অধিকারী
৮ হইল। বিশ্বাসহেতুক ইব্রাহীম যখন আহূত হইল, তখন অধিকারার্থে প্রাপ্তব্য স্থানে যাইবার আজ্ঞা গ্রাহ্য করিল, এবং কোথায় যাইতেছি, তাহা অজ্ঞাত হইলেও যাত্রা
৯ করিল। বিশ্বাসহেতুক সে পরদেশের ন্যায় প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবাসী হইয়া সেই প্রতিজ্ঞার সহভাগি ইস্‌হাকের
১০ ও যাকূবের সহিত তাম্বুতে বাস করিত। যেহেতুক ঈশ্বর যাহার স্থাপন ও নির্ম্মাণকর্ত্তা, সেই ভিত্তিমূলবিশিষ্ট
১১ নগরের অপেক্ষা সে করিত। বিশ্বাসহেতুক সারাও বিপরীত বয়ঃক্রমের সময়ে গর্ব্ভধারণের শক্তি পাইল, কে-
১২ ননা সে প্রতিজ্ঞাকারিকে বিশ্বাস্য জ্ঞান করিল। এই জন্যে মৃতকল্প এক ব্যক্তিহইতে আকাশস্থ নক্ষত্রগণের ন্যায় বহুসংখ্যক এবং সমুদ্রতীরস্থ অপরিমেয় বালুকার
১৩ ন্যায় (গণনাতীত) লোক উৎপন্ন হইল। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিরা সকলে বিশ্বাসে প্রাণত্যাগ করিল; তাহারা প্রতিজ্ঞার ফল প্রাপ্ত ছিল না, কিন্তু দূরে তাহা দেখিতে পাইয়া প্রত্যয় পূর্ব্বক তাহার বন্দনা করিয়া, পৃথিবীতে আমরা
১৪ বিদেশী ও প্রবাসী আছি, ইহা স্বীকার করিত। যাহারা

এমত স্বীকার করে, তাহারা যে নিজ দেশের অন্বেষণ
১৫ করিতেছে, ইহা প্রকাশ করে। আর যে দেশহইতে তা-
হারা নির্গত হইয়াছিল, সেই দেশ যদি স্মরণ করিত,
১৬ তবে ফিরিয়া যাইবার সময় অবশ্য পাইত। কিন্তু এখন
তাহারা উত্তম অর্থাৎ স্বর্গীয় দেশের আকাঙ্ক্ষা করে।
এই জন্যে ঈশ্বর তাহাদের ঈশ্বররূপে বিখ্যাত হইতে
লজ্জিত নহেন; যেহেতুক তিনি তাহাদের নিমিত্তে একটি
১৭ নগর প্রস্তুত করিয়াছেন। বিশ্বাসহেতুক ইব্রাহীম্ পরী-
১৮ ক্ষিত হইলে ইস্‌হাককে উৎসর্গ করিল; ফলতঃ "ইস্-
"হাকহইতে তোমার বংশ বিখ্যাত হইবে," এই কথা
যাহার প্রতি উক্ত হইয়াছিল, প্রতিজ্ঞাগ্রহণকারি সেই
১৯ ব্যক্তি আপনার অদ্বিতীয় পুত্রকে উৎসর্গ করিল। কারণ
ঈশ্বর মৃতদের মধ্যহইতে তাহাকে উত্থাপন করিতে
সমর্থ, ইহা সে মনে স্থির করিয়াছিল; এবং দৃষ্টান্ত-
২০ রূপে তাহাকে তথাহইতে (পুনঃ) প্রাপ্ত হইল। বিশ্বাস-
হেতুক ইস্‌হাক ভাবিবিষয়ে যাকূবকে ও এষৌকে আ-
২১ শীর্ব্বাদ করিল। বিশ্বাসহেতুক যাকূব মরণকালে যূষফের
দুই পুত্রদের এক২ জনকে বিশেষ২ আশীর্ব্বাদ করিল,
এবং যষ্টির অগ্রভাগে (নির্ভর দিয়া) আরাধনা করিল।
২২ বিশ্বাসহেতুক যূষফ অন্তিম কালে মিসরদেশহইতে ইস্রা-
য়েল্ বংশের বহির্গমনের কথা কহিয়া আপন অস্থি বি-
২৩ ষয়ে আজ্ঞা দিল। বিশ্বাসহেতুক নবজাত মূসা তিন মাস
পর্য্যন্ত পিতামাতাকর্তৃক গোপনে প্রতিপালিত হইল, কেননা
তাহারা শিশুর সৌন্দর্য্য দেখিল, এবং রাজার আজ্ঞাতে
২৪ ভীত ছিল না। বিশ্বাসহেতুক মূসা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে
ফিরৌণের দৌহিত্ররূপে বিখ্যাত হইতে অস্বীকার করিল।
২৫ কারণ সে পাপজাত ক্ষণিক সুখভোগ অপেক্ষা বরং
ঈশ্বরের প্রজাগণের সহিত দুঃখভোগ মনোনীত করিল:

২৬ এবং পুরস্কারের প্রতি দৃষ্টি করাতে মিসরদেশের সমস্ত নিধি অপেক্ষা খ্রীষ্টসম্বন্ধীয় নিন্দাকে মহাধন জ্ঞান করিল।
২৭ বিশ্বাসহেতুক সে রাজার ক্রোধে ভীত না হইয়া মিসর-দেশ পরিত্যাগ করিল; কেননা সে অদৃশ্যকে দর্শনকারির
২৮ ন্যায় ধৈর্য্যাবলম্বন করিত। বিশ্বাসহেতুক সে নিস্তারপর্ব্ব পালন ও রক্তলেপন করিল, পাছে প্রথমজাতদের সংহার-
২৯ কর্ত্তা তাহার লোকদিগকে স্পর্শ করে। বিশ্বাসহেতুক তাহারা শুষ্ক ভূমির ন্যায় সূফ সাগরের মধ্য দিয়া গমন করিল, কিন্তু মিস্রীয় লোকেরা তাহা পার হইতে উপক্রম
৩০ করাতে মগ্ন হইল। বিশ্বাসহেতুক যিরীহো নগরের প্রাচীর সাত দিন পর্য্যন্ত প্রদক্ষিণ করণের পরে পড়িয়া
৩১ গেল। বিশ্বাসহেতুক রাহব নাম্নী বেশ্যা চরগণকে প্রণয়-ভাবে অতিথি করাতে অবিশ্বাসিগণের সহিত বিনষ্টা হইল না।

৩২ অধিক কি কহিব? গিদিয়োন, ও বারক, ও শিমশোন, ও যিপ্তহ, ও দায়ূদ ও শিমূয়েল, ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ, এই
৩৩ সকলের বৃত্তান্ত কহিলে সময়ের অকুলান হইবে। বি-শ্বাসের গুণে তাহারা রাজ্য পরাজয় করিল, ও ধর্ম্মকর্ম্ম করিল, ও নানা প্রতিজ্ঞা প্রাপ্ত হইল, ও সিংহদের মুখ
৩৪ বদ্ধ করিল, ও অগ্নির উত্তাপ নির্ব্বাণ করিল, ও খড়্গের ধার এড়াইল, ও দুর্ব্বলতাহইতে বলপ্রাপ্ত হইল, ও যুদ্ধে পরাক্রমী হইল, এবং ভিন্নজাতীয়দের সৈন্যশ্রেণী ভগ্ন
৩৫ করিল। তদ্ভিন্ন নারীগণ আপন২ মৃত লোককে পুন-রুত্থানদ্বারা পুনঃপ্রাপ্ত হইল; কিন্তু অন্যেরা শ্রেষ্ঠ পুন-রুত্থানের অংশী হইবার নিমিত্তে রক্ষা অগ্রাহ্য করিয়া
৩৬ প্রহারেতে হত হইল। এবং অন্যেরা অপমান ও কশা-
৩৭ ঘাত ও বন্ধন ও কারাগার ভোগ করিল; আর কেহ বা প্রস্তরাঘাতে হত, ও কেহ বা করাতদ্বারা বিদীর্ণ, ও

যন্ত্রণাতে পরীক্ষিত, ও খড়্গাঘাতে বিনষ্ট হইল, এবং কেহ২ মেষের ও ছাগের চর্ম্মেতে আচ্ছাদিত ও দীনহীন
৩৮ ও ক্লিষ্ট ও দুঃখার্ত্ত হইয়া বেড়াইত। এই জগৎ যাহাদের যোগ্য নয়, তাহারা মরুভূমিতে ও পর্ব্বতে ও
৩৯ পশুগুহাতে ও পৃথিবীর গহ্বরে ভ্রমণ করিত। এই সকলে বিশ্বাস প্রযুক্ত উত্তম সাক্ষ্য বিশিষ্ট ছিল, কিন্তু প্রতিজ্ঞার
৪০ ফল প্রাপ্ত ছিল না। কেননা ঈশ্বর আমাদের নিমিত্তে কোন শ্রেষ্ঠ পরামর্শ করিয়া আমাদের ব্যতিরেকে তাহাদিগকে সিদ্ধ হইতে দিলেন না।

১২ অধ্যায়।

১ অতএব এমন মহৎ সাক্ষিমেঘে বেষ্টিত হওয়াতে আইস, আমরাও সমস্ত ভার ও স্বভাবতঃ বাধক পাপকে ত্যাগ করিয়া ধৈর্য্য পূর্ব্বক আপনাদের সম্মুখস্থ গন্তব্য
২ পথে ধাবমান হইয়া বিশ্বাসের আদিকর্ত্তা ও সাধনকর্ত্তা যীশুর প্রতি দৃষ্টি রাখি; তিনি আপনার সম্মুখস্থ আনন্দ প্রাপ্তির নিমিত্তে অপমান তুচ্ছ বোধ পূর্ব্বক ক্রুশীয় মৃত্যু সহ্য করিয়া ঈশ্বরের সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে উপ-
৩ বিষ্ট হইয়াছেন। অতএব তোমরা যেন মনে২ শ্রান্ত ক্লান্ত না হও, এই জন্যে যিনি আপনার প্রতি পাপিগণের এত বিরোধ সহ্য করিয়াছিলেন, তাঁহাকে আলো-
৪ চনা কর। তোমরা পাপের সহিত যুদ্ধ করিতে২ অদ্যাবধি
৫ রক্তব্যয় পর্য্যন্ত প্রতিরোধ কর নাই; তথাপি পুত্ত্রগণের ন্যায় তোমাদের প্রতি যে সান্ত্বনার বাণী হইতেছে, তাহা কি ভুলিয়াছ? যথা, "হে আমার পুত্ত্র, পরমেশ্বরের "কৃত শাস্তি তুচ্ছ করিও না, এবং তাঁহাহইতে অনুযোগ
৬ "পাইয়া ক্লান্ত হইও না। কেননা পরমেশ্বর যাহাকে "প্রেম করেন, তাহাকেই শাস্তি প্রদান করেন; এবং

"যে প্রত্যেক পুত্রকে গ্রাহ্য করেন, তাহাকেই প্রহার
৭ "করেন।" তোমরা যদি শাস্তি সহ্য কর, তবে ঈশ্বর যেমন পুত্রদের সহিত, তদ্রূপ তোমাদের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকেন; কেননা পিতা যাহাকে শাস্তি না দেন, এমন
৮ পুত্র কে? কিন্তু সকলে যে শাস্তির অংশ পাইয়াছে, তাহা যদি তোমাদের না হয়, তবে তোমরা জারজ আছ,
৯ পুত্র নহ। আমাদের শারীরিক জনকেরা আমাদের শাস্তিদাতা হইলে যদি তাহাদিগকে সমাদর করিয়াছি, তবে যিনি আমাদের আত্মার পিতা, আমরা কি আরও সম্পূর্ণরূপে তাঁহার বশীভূত হইয়া জীবন অবলম্বন করিব না?
১০ উহারা অল্প দিনের নিমিত্তে আপন২ অভিমতানুসারে শাস্তি দিত; কিন্তু ইনি আমাদের হিতের নিমিত্তে আপন পবিত্রতার অংশী করণার্থে আমাদিগকে শাস্তি দেন।
১১ আর তাবৎ শাস্তি বিদ্যমান সময়ে আনন্দের বিষয় বোধ হয় না, কিন্তু দুঃখের বিষয় হয়; তথাপি পশ্চাতে তাহাদ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকদিগকে শান্তিজনক ধর্ম্মফল প্রদান করে।

১২ অতএব তোমরা শিথিল হস্ত ও দুর্ব্বল হাঁটু সবল
১৩ কর; এবং খঞ্জ যেন আরও বিকলাঙ্গ না হইয়া বরং সুস্থ হয়, এই নিমিত্তে আপন২ চরণে সরল পথ প্রস্তুত
১৪ কর। সকলের সহিত নির্ব্বিরোধিতা, ও যাহা ব্যতিরেকে কেহ প্রভুর দর্শন পাইবে না, এমত পবিত্রতার অনুধাবন
১৫ কর। আর সাবধান হও, পাছে কেহ ঈশ্বরের অনুগ্রহহইতে পতিত হয়, কিম্বা তিক্ততাজনক কোন মূল উৎপন্ন
১৬ হইয়া বাধা জন্মাইলে তদ্দ্বারা অনেকে কলঙ্কিত হয়; এবং পাছে কেহ লম্পট হয়, কিম্বা এক বারের খাদ্যের নিমিত্তে আপন জ্যেষ্ঠাধিকারের বিক্রয়কারী যে এষৌ, তা-
১৭ হার ন্যায় অধর্ম্মাচারী হয়। কেননা তোমরা জান, পশ্চা-

তে আশীর্ব্বাদের অধিকারী হইতে ইচ্ছা করিলেও সে অগ্রাহ্য হইল, এবং সজল নয়নে মনঃপরিবর্ত্তন চেষ্টা করিলেও তাহার উপায় পাইল না।

১৮ তোমরা স্পৃশ্য পর্ব্বত, ও প্রজ্বলিত অগ্নি, ও কৃষ্ণবর্ণ মেঘ, ও অন্ধকার, ও ঝড় ও তূরীর বাদ্য ও বাক্যের শব্দ,
১৯ এই সকলের নিকটে উপস্থিত হও নাই। ঐ শব্দের ভয়ে শ্রোতৃবর্গ আপনাদের প্রতি এমত সম্ভাষণ যেন আর না
২০ হয়, এই প্রার্থনা করিয়াছিল। কারণ "যদি কোন পশু "পর্ব্বতকে স্পর্শ করে, তবে সেও প্রস্তরাঘাতে হত কিম্বা "বাণদ্বারা বিদ্ধ হইবে," এই আজ্ঞা তাহারা সহ্য করিতে
২১ পারিল না; এবং সেই দর্শন এমত ভয়ঙ্কর, যে মূসা
২২ কহিল, আমি বড় ভীত ও কম্পিত আছি। কিন্তু তোমরা সিয়োন পর্ব্বত, ও অমর ঈশ্বরের নগর, অর্থাৎ স্বর্গীয়
২৩ যিরূশালম্ এবং অযুত২ দিব্য দূত, ও স্বর্গে লিখিত প্রথমজাতদের মহাসভা ও মণ্ডলী, ও সকলের বিচারকর্ত্তা ঈশ্বর,
২৪ ও সিদ্ধিপ্রাপ্ত ধার্ম্মিকগণের আত্মাগণ, এবং নূতন নিয়মের মধ্যস্থ যীশু, এবং হাবিলের বাক্য অপেক্ষা উত্তম কথা প্রকাশক প্রোক্ষণের রক্ত, এই সকলের নিকটে উপস্থিত হইয়াছ।

২৫ সাবধান, বাক্যবাদির কথা শুনিতে অসম্মত হইও না; কারণ যিনি পৃথিবীতে কহিয়াছিলেন, তাঁহার কথা শুনিতে অসম্মত হওয়াতে ঐ লোকেরা যদি না বাঁচিল, তবে যিনি স্বর্গহইতে কহেন, তাঁহাহইতে পরাঙ্মুখ হইলে আ-
২৬ মরা কোন প্রকারে বাঁচিব না। তৎকালে তাঁহার রবেতে পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল; কিন্তু এখন তিনি এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যথা, "আমি আর এক বার পৃথিবীকে "কম্পান্বিত করিব, কেবল তাহা নয়, আকাশকেও কম্পা-
২৭ "ন্বিত করিব।" ইহাতে 'আর এক বার' এই শব্দ

নিশ্চল বিষয়ের স্থিতির জন্যে নির্ম্মিত বস্তুরূপে চঞ্চল ২৮ বিষয়ের স্থানান্তরীকরণ প্রকাশ করে। অতএব আইস, আমরা নিশ্চল রাজ্যের অধিকারী হওয়াতে সেই অনুগ্রহ অবলম্বন করি, যাহাদ্বারা সমাদর ও ভয় পূর্ব্বক ২৯ ঈশ্বরের তুষ্টিজনক সেবা করিতে পারি; কেননা আমাদের ঈশ্বর সংহারক অগ্নিস্বরূপ।

১৩ অধ্যায়।

১ ভ্রাতৃপ্রেম থাকুক। তোমরা অতিথিসেবা বিস্মৃত হইও ২ না; কেননা তাহাদ্বারা দিব্যদূতেরাও গুপ্তরূপে কাহার২ ৩ অতিথি হইয়াছে। এবং বন্দিগণকে তাহাদের সহবন্দিরূপে, ও দুঃখার্ত্তদিগকে তাহাদের ন্যায় দেহবাসিরূপে ৪ স্মরণ কর। আর বিবাহ সকলের নিকটে সম্মানের যোগ্য ও তাহার শয্যা শুচি; কিন্তু যাহারা বেশ্যাগামী ৫ ও পারদারিক, তাহাদের দণ্ড ঈশ্বর করিবেন। তোমরা আচার ব্যবহারে নির্লোভ হইয়া তোমাদের যাহা আছে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাক; যেহেতুক তিনিই কহিয়াছেন, "আমি কোন ক্রমে তোমাকে ছাড়িব না, ও কোন ক্রমে ৬ "তোমাকে ত্যাগ করিব না।" অতএব আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি "পরমেশ্বর আমার স্বপক্ষ আছেন, "আমি ভয় করিব না; মনুষ্য আমার কি করিতে পারে?" ৭ তোমাদের যে নায়কেরা তোমাদিগকে ঈশ্বরের বাক্য কহিয়াছে, তাহাদিগকে স্মরণ কর; এবং তাহাদের আচরণের পরিণাম আলোচনা করিয়া তাহাদের বিশ্বাসের ৮ অনুগামী হও। যীশু খ্রীষ্ট কল্য ও অদ্য ও সদাকাল পর্য্যন্ত সেই আছেন।

৯ তোমরা বিবিধ ইতর শিক্ষাদ্বারা চালিত হইও না; কেননা অনুগ্রহদ্বারা অন্তঃকরণের সুস্থির হওয়া উত্তম;

কিন্তু খাদ্য অবলম্বন করা ভাল নয়; তদাচারি লোক-
১০ দের কোন ফল দর্শে নাই। তাম্বুর সেবাকারিরা যাহার
সামগ্রী ভোজনের অধিকারী নহে, এমত এক যজ্ঞবেদি
১১ আমাদের আছে। যে২ প্রাণির রক্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত-
রূপে মহাযাজকদ্বারা মহাপবিত্র স্থানের মধ্যে নীত হয়,
১২ সেই সকলের শরীর শিবিরের বাহিরে দগ্ধ হয়। এই
কারণ যীশুও নিজ রক্তদ্বারা প্রজাদিগকে পবিত্র কর-
১৩ ণার্থে নগরদ্বারের বাহিরে মৃত্যুভোগ করিলেন। অতএব
আইস, আমরা তাঁহার অপমান স্বীকার করিয়া শিবি-
১৪ রের বাহিরে তাঁহার নিকটে গমন করি। কেননা এখানে
আমাদের কোন চিরস্থায়ি নগর নাই; আমরা সেই
১৫ ভাবি নগরের অন্বেষণ করিতেছি। অতএব আইস, আ-
মরা তাঁহারই দ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশে সর্ব্বদা প্রশংসা-
রূপ বলি, অর্থাৎ তাঁহার নাম স্বীকারকারি ওষ্ঠাধরের
১৬ ফল উৎসর্গ করি। আর হিতকর্ম্ম ও উপকার করিতে
বিস্মৃত হইও না, কেননা এই প্রকার বলিদানে ঈশ্বর
সন্তুষ্ট হন।

১৭ তোমরা আপনাদের নায়কদিগের আজ্ঞাগ্রাহী ও বশী-
ভূত হও। কেননা যাহাদের নিকাশ দিতে হয়, এমত
লোকদের ন্যায় তাহারা তোমাদের আত্মার নিমিত্তে
প্রহরিকর্ম্ম করে; অতএব তাহারা যেন আনন্দ পূর্ব্বক
সেই কর্ম্ম করে, আর্ত্তস্বর পূর্ব্বক না করে, এমত যত্ন
কর; কেননা তাহাদের আর্ত্তস্বর তোমাদের মঙ্গলজনক
১৮ হইবে না। আমাদের নিমিত্তে প্রার্থনা কর; আমরা
উত্তম মন বিশিষ্ট হইয়া সর্ব্ববিষয়ে সদাচরণ করিতে
১৯ চেষ্টা করি, ইহা নিশ্চয় জানি। কিন্তু ত্বরায় যেন তো-
মাদিগকে পুনর্দত্ত হই, এই প্রার্থনা করিতে তোমাদিগকে
আরো বিনয় করি।

২০ শান্তির আকর যে ঈশ্বর অনন্তকালীয় নিয়মের রক্ত-
ধারি প্রধান মেষপালককে, অর্থাৎ আমাদের প্রভু যীশুকে
২১ মৃতদের মধ্যহইতে পুনরানয়ন করিয়াছেন, তিনি তো-
মাদিগকে আপনার ইচ্ছা সাধনার্থে তাবৎ সৎক্রিয়াতে
সিদ্ধ করুন; এবং তোমাদের অন্তরে যীশু খ্রীষ্টদ্বারা
আপনার তুষ্টিজনক কর্ম্ম সম্পন্ন করুন। সেই খ্রীষ্টের
মহিমা সদাকাল পর্য্যন্ত হউক। আমেন্।

২২ হে ভ্রাতৃগণ, বিনয় করি, তোমরা এই উপদেশ কথা
গ্রাহ্য কর, কেননা আমি সংক্ষেপে তোমাদিগকে পত্র
২৩ লিখিলাম। আমাদের ভ্রাতা তীমথিয় মুক্ত হইল, ইহা
জ্ঞাত হইবা। সে যদি ত্বরায় আইসে, তবে আমি তাহার
২৪ সহিত গিয়া তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। তোমরা
আপন২ সমস্ত নায়ককে ও তাবৎ পবিত্র লোককে নম-
স্কার কর। ইতালিয়া দেশীয় লোকদের নমস্কার জানিবা।
২৫ অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সহবর্ত্তী হউক। আমেন্।

যাকূবের সর্ব্বসাধারণ পত্র।

---

১ অধ্যায়।

১ ঈশ্বরের ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দাস যাকূব বিদেশে
ছিন্নভিন্ন দ্বাদশ গোষ্ঠীকে নমস্কার পূর্ব্বক পত্র লিখিতেছে।
২ হে আমার ভ্রাতৃগণ, তোমাদের প্রতি যখন বহুবিধ
পরীক্ষা ঘটে, তখন তাহা সম্পূর্ণ আনন্দের বিষয় জ্ঞান

৩ কর; যেহেতুক তোমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষা যে ধৈর্য্য
৪ জন্মায়, ইহা জ্ঞাত আছ। সেই ধৈর্য্য সিদ্ধ কার্য্য বিশিষ্ট হউক, তাহাতে তোমরা সিদ্ধ ও সম্পূর্ণ হইবা, কোন গুণের অভাব তোমাদের হইবে না।

৫ যদি তোমাদের কাহারো জ্ঞানাভাব থাকে, তবে যিনি তিরস্কার ব্যতিরেকে অকাতরে সকলকে দান করিয়া থাকেন, সেই ঈশ্বরের নিকটে সে যাক্‌ঞা করুক; তাহাতে
৬ তাহাকে দত্ত হইবে। কিন্তু সে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস পূর্ব্বক যাক্‌ঞা করুক; কেননা সন্দিগ্ধ মনুষ্য বায়ুতে চালিত
৭ দোলায়মান সমুদ্রতরঙ্গের সদৃশ। এমন ব্যক্তি যে প্রভুর
৮ নিকটে কিছু পাইবে, এমত বোধ না করুক। দ্বিমনা লোক আপনার তাবৎ গতিতে চঞ্চল।

৯ আর যে ভ্রাতা নম্র, সে আপন উন্নতিতে উল্লাস করুক;
১০ কিন্তু যে ধনী, সে আপন নম্রতাতে উল্লাস করুক, কেননা
১১ সে তৃণপুষ্পের ন্যায় ক্ষয় পাইবে। ফলতঃ সতাপ সূর্য্য উঠিয়া তৃণ শুষ্ক করিলে তাহার পুষ্প ঝরিয়া পড়ে, এবং তাহার রূপের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়। ধনি লোকও আপনার তাবৎ গতিতে তদ্রূপ ম্লান হইবে।

১২ যে জন পরীক্ষা সহ্য করে, সেই ধন্য; কারণ সুপরীক্ষিত হইলে পর সে জীবনমুকুট প্রাপ্ত হইবে, কেননা প্রভু আপন প্রেমকারিদিগকে তাহা দিতে প্রতিজ্ঞা করি-
১৩ য়াছেন। কিন্তু ঈশ্বরহইতে আমার পরীক্ষা হইতেছে, পরীক্ষার সময়ে এমন কথা কেহ যেন না বলে; কেননা পাপজনক পরীক্ষা ঈশ্বরের হয় না, এবং তিনি কাহারো
১৪ সেই প্রকার পরীক্ষা করেন না। কিন্তু আপন২ মনোবাঞ্ছাতে আকর্ষিত ও মুগ্ধ হইলে প্রত্যেক জনের পরীক্ষা
১৫ জন্মে। পরে মনোবাঞ্ছা সগর্ভা হইলে দুষ্কৃতিকে প্রসব করে, এবং দুষ্কৃতি পরিণতা হইলে মৃত্যুকে প্রসব করে।

১৬ হে আমার প্রিয় ভ্রাতৃগণ, ভ্রান্ত হইও না। প্রত্যেক
১৭ উত্তম দান এবং প্রত্যেক পূর্ণ বর ঊর্দ্ধ্বহইতে নামিয়া
আইসে, অর্থাৎ যাঁহাতে অবস্থান্তর কিম্বা পরিবর্ত্তনজন্য
ছায়া সম্ভবে না, এমত দীপ্তির আকর পিতাহইতে আ-
১৮ ইসে। তাঁহার সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে আমরা যেন প্রথম ফল-
স্বরূপ হই, এই নিমিত্তে তিনি আপন ইচ্ছানুসারে সত্য
১৯ মতের বাক্যদ্বারা আমাদিগকে জন্ম দিয়াছেন। অতএব,
হে আমার প্রিয় ভ্রাতৃগণ, তোমাদের প্রত্যেক জন শ্রবণে
২০ ত্বরিত ও কথনে ধীর হউক; ক্রোধেও ধীর হউক। যে-
হেতুক মনুষ্যের ক্রোধ ঈশ্বরীয় ধর্ম্ম সাধন করে না।
২১ অতএব তোমরা তাবৎ অশুচি ক্রিয়া ও দুষ্টতার ভার
ফেলিয়া দিয়া তোমাদের আত্মার পরিত্রাণ করিতে সমর্থ
২২ রোপিত বাক্যকে নম্র ভাবে গ্রহণ কর। এবং আপনাদের
ভ্রান্তিজনক শ্রোতামাত্র হইও না, কিন্তু বাক্যের কর্ম্মকারী
২৩ হও। কেননা যে কেহ বাক্যের কর্ম্মকারী না হইয়া শ্রো-
তামাত্র থাকে, সে দর্পণে আপনার স্বাভাবিক মুখ নিরী-
২৪ ক্ষণকারি লোকের সদৃশ হইয়া আপনাকে দেখিবামাত্র
চলিয়া যায়; কেমন ছিল, তাহা তৎক্ষণাৎ বিস্মৃত হয়।
২৫ কিন্তু যে কেহ হেঁট হইয়া মুক্তির সিদ্ধ ব্যবস্থাতে দৃষ্টি-
পাত করিয়া তাহাতে নিবিষ্ট থাকে, সে বিস্মৃতিযুক্ত
শ্রোতা না হইয়া কর্ম্মকর্ত্তা হওয়াতে আপন কার্য্যেতে
২৬ ধন্য হইবে। যাহার অনায়ত্ত জিহ্বা, এমত কোন ব্যক্তি
যদি নিজ মনকে ভুলাইয়া আপনাকে ভক্ত করিয়া মানে,
২৭ তবে তাহার ভক্তি নিরর্থক। ক্লেশে মগ্ন পিতৃমাতৃহীনদের
ও বিধবাগণের যে তত্ত্বাবধারণ করা, এবং সংসারহইতে
আপনাকে নিষ্কলঙ্করূপে রক্ষা করা, তাহাই ঈশ্বরের নি-
কটে পবিত্র ও নির্ম্মল ভক্তি।

২ অধ্যায়।

১ হে আমার ভ্রাতৃগণ, তোমরা আমাদের তেজস্পতি প্রভু যীশু খ্রীষ্টসম্বন্ধীয় বিশ্বাসের সহিত মুখাপেক্ষার সংযোগ
২ করিও না। কেননা তোমাদের সভামধ্যে স্বর্ণ অঙ্গুরীয়েতে ও শুভ্র বস্ত্রেতে ভূষিত কোন লোক প্রবেশ করিলে,
৩ এবং মলিন বস্ত্র পরিহিত কোন দরিদ্রও আইলে, যদি তোমরা সেই শুভ্রবস্ত্রান্বিত লোকের মুখ চাহিয়া বল, 'আপনি এই উত্তম স্থানে বসুন,' কিন্তু ঐ দরিদ্রকে যদি বল, 'তুমি ঐ স্থানে দাঁড়াও, কিম্বা আমার এই পাদ-
৪ পীঠে বৈস,' তবে ইহাতে তোমরা কি মনে২ চঞ্চলবিশ্বাসী এবং মন্দ বিতর্কে লিপ্ত বিচারকর্ত্তা হও না?
৫ হে আমার প্রিয় ভ্রাতৃগণ, শুন, সংসারে যাহারা দীনহীন, তাহাদিগকে ঈশ্বর বিশ্বাসদ্বারা ধনবান করিতে, এবং আপনার প্রেমকারিদিগের নিকটে প্রতিশ্রুত রাজ্যের
৬ অধিকারী করিতে কি মনোনীত করেন নাই? কিন্তু তোমরা দরিদ্রকে অবজ্ঞা করিয়া থাক। যাহারা ধনবান, তাহারাই কি তোমাদের প্রতি উপদ্রব করে না? ও তাহারাই কি তোমাদিগকে টানিয়া বিচারস্থানে লইয়া
৭ যায় না? আর তোমরা যে উত্তম নামে বিখ্যাত হই-
৮ য়াছ, তাহারাই কি সেই নামের নিন্দা করে না? কিন্তু "তুমি আপন প্রতিবাসিকে আত্মতুল্য প্রেম কর," এই শাস্ত্রীয় বচনানুসারে যদি তোমরা রাজকীয় আজ্ঞা পালন
৯ করিয়া থাক, তবে ভাল কর। নতুবা যদি পক্ষপাত করিয়া থাক, তবে পাপাচারী হইয়াছ, এবং ব্যবস্থাদ্বারা
১০ আজ্ঞালঙ্ঘিরূপে দোষীকৃত হইতেছ। কেননা কেহ যদি সমুদয় ব্যবস্থা পালন করিয়া এক আজ্ঞাতে স্খলিত হয়,
১১ তবে সে সকল আজ্ঞাতেই অপরাধী হয়। যেহেতুক

"পরদার করিও না," এ কথা যিনি কহিয়াছেন, "নর-
হত্যা করিও না," ইহাও তিনি কহিয়াছেন; অতএব তুমি
যদি পরদার না করিয়া নরহত্যা কর, তবে ব্যবস্থা-
১২ লঙ্ঘনকারী হইলা। মুক্তির ব্যবস্থাদ্বারা যাহাদের বিচার
হইবে, এমত লোকদের ন্যায় তোমরা কথা কহ এবং
১৩ কর্ম্ম কর। কেননা যে জন দয়া করে না, বিনা দয়াতে
তাহার বিচার হইবে; কিন্তু দয়া বিচারের প্রতি জয়-
ধ্বনি করিবে।

১৪ হে ভ্রাতৃগণ, আমার প্রত্যয় আছে, এমন কথা যে বলে,
তাহার যদি কর্ম্ম না থাকে, তবে সে কি ফল পাইবে?
১৫ প্রত্যয়হইতে কি তাহার পরিত্রাণ হইতে পারে? কোন
১৬ ভ্রাতা কিম্বা ভগিনী বস্ত্রহীন ও দিবসিক খাদ্যহীন হইলে,
তোমাদের কোন এক জন তাহাদিগকে শরীরের প্রয়ো-
জনীয় দ্রব্য কিছুই না দিয়া যদি বলে, তোমরা কুশলে
যাইয়া উষ্ণগাত্র ও তৃপ্ত হও, তবে তাহাতে কি ফল দর্শি-
১৭ বে? তদ্রূপ প্রত্যয় কর্ম্মযুক্ত না হইলে একাকী মৃতবৎ
১৮ থাকে। কিন্তু কেহ বলিবে, তোমার প্রত্যয় আছে এবং
আমার কর্ম্ম আছে; তোমার কর্ম্মহীন প্রত্যয় আমাকে
দেখাও, আর আমি নিজ কর্ম্মদ্বারা আমার প্রত্যয় তো-
১৯ মাকে দেখাইব। এক ঈশ্বর আছেন, ইহা তুমি প্রত্যয় করি-
তেছ; ভাল করিতেছ; ভূতেরাও তাহাতে প্রত্যয় করিতেছে,
২০ এবং কাঁপিতেছে। হে নির্ব্বোধ মনুষ্য, কর্ম্মহীন প্রত্যয়
২১ মৃতবৎ থাকে, ইহার প্রমাণ কি চাহ? আমাদের পূর্ব্ব-
পুরুষ ইব্রাহীম যজ্ঞবেদির উপরে আপন পুত্র ইস্হাককে
উৎসর্গ করিয়া কি কর্ম্মদ্বারা পুণ্যবান গণিত হয় নাই?
২২ তুমি দেখিতেছ, প্রত্যয় তাহার ক্রিয়ার সহকারী হওয়াতে
২৩ কর্ম্মদ্বারা তাহার প্রত্যয় সিদ্ধ হইল; আর "ইব্রাহীম্
"ঈশ্বরেতে বিশ্বাস করাতে ঐ বিশ্বাস তাহার পক্ষে

"পুণ্যার্থে গণিত হইল," এই যে শাস্ত্রীয় বচন তাহা প্রত্যক্ষ হইল, এবং সে ঈশ্বরের মিত্র, এই নাম প্রাপ্ত
২৪ হইল। অতএব কর্ম্মদ্বারা মনুষ্য পুণ্যবান্ গণিত হয়, কেবল
২৫ প্রত্যয়দ্বারা হয় না, ইহা তোমরা দেখিতেছ। তদ্রূপ রাহব্ নাম্নী বেশ্যাও কি কর্ম্মদ্বারা, অর্থাৎ দূতগণকে অতিথি করিয়া পশ্চাৎ অন্য পথ দিয়া বিদায় করণদ্বারা পুণ্যবতী
২৬ গণিতা হয় নাই? অতএব আত্মাবিহীন শরীর যেমন মৃত, তেমনি কর্ম্মবিহীন প্রত্যয়ও মৃত থাকে।

৩ অধ্যায়।

হে আমার ভ্রাতৃগণ, অনেকে শিক্ষক হইও না। তোমরা জান, শিক্ষক যে আমরা, আমাদের গুরুতর বিচার
২ হইবে। কারণ আমরা সকলে অনেক বার স্খলিত হই; যে জন বাক্যেতে স্খলিত না হয়, সেই সিদ্ধ পুরুষ, এবং
৩ সমস্ত শরীর বশে রাখিতে সমর্থ। দেখ, আমরা অশ্বদিগকে আজ্ঞাবহ করিবার জন্যে তাহাদের মুখে বল্গা
৪ দিয়া তাহাদের সমস্ত শরীরকে চালাই। আর দেখ, জাহাজ অতি বৃহদাকার এবং প্রচণ্ড বায়ুতে চালিত হয়, তথাপি কর্ণধারের ইচ্ছামতে এক খান ক্ষুদ্র হাইলদ্বারা
৫ বাঞ্ছিত স্থানে নীত হয়। তদ্রূপ জিহ্বা ক্ষুদ্রাঙ্গ বটে, কিন্তু মহাদর্পের কথা কহে। দেখ, অল্প অগ্নি কত বড় বনকে
৬ প্রজ্বলিত করে! জিহ্বাও অগ্নি এবং জগৎ পাপারণ্যস্বরূপ। আমাদের অঙ্গমধ্যে জিহ্বা তদ্রূপ হইয়া তাবৎ শরীরকে কলঙ্কযুক্ত করে, ও সৃষ্টিরথের চক্রকে প্রজ্বলিত
৭ করে, এবং আপনি নরকানলে জ্বলিয়া উঠে। আর পশু ও পক্ষী ও উরোগামী ও জলচর সকলের স্বভাবকে মনুষ্যের স্বভাবদ্বারা দমন করিতে পারা যায়, এবং দমন
৮ করা গিয়াছে। কিন্তু জিহ্বাকে দমন করা মনুষ্যদের

মধ্যে কাহারও সাধ্য নয়, সে অনিবার্য্য পাপ, এবং
৯ মৃত্যুজনক গরলেতে পরিপূর্ণ। তদ্দ্বারা আমরা পিতা
ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি, আর বার তদ্দ্বারা ঈশ্বরের সা-
১০ দৃশ্যে সৃষ্ট মনুষ্যকে শাপ দি। একই মুখহইতে ধন্যবাদ
ও শাপ দুই নির্গত হয়। হে আমার ভ্রাতৃগণ, এমত
১১ হওয়া উচিত নহে। কোন উনুই কি এক ছিদ্র দিয়া মিষ্ট
১২ ও তিক্ত দুই প্রকার দ্রব্য নির্গত করে? হে আমার ভ্রা-
তৃগণ, ডুম্বুরবৃক্ষে কি জিতফল ধরিতে পারে? কিম্বা দ্রাক্ষা-
লতাতে কি ডুম্বুরফল ধরিতে পারে? তদ্রূপ এক উনুই-
হইতে লবণাক্ত ও মিষ্ট দুই প্রকার জল উৎপন্ন হয় না।

১৩ তোমাদের মধ্যে জ্ঞানী ও সুবোধ কে? তাহার ক্রিয়া
যে জ্ঞানযুক্ত মৃদুতার ফল, ইহা সে সদাচরণদ্বারা প্রকাশ
১৪ করুক। কিন্তু তোমাদের মনোমধ্যে যদি তিক্ত ঈর্ষ্যা ও
বিবাদেচ্ছা থাকে, তবে সত্যতার বিরুদ্ধে আত্মশ্লাঘা করিও
১৫ না, এবং মিথ্যা কহিও না। সেই প্রকার জ্ঞান ঊর্দ্ধ্ব-
হইতে আগত নহে, সে পার্থিব এবং প্রাণির যোগ্য
১৬ ও ভৌতিক। কেননা যে স্থানে ঈর্ষ্যা ও বিবাদেচ্ছা,
১৭ সেই স্থানে কলহ ও তাবৎ দুষ্কর্ম্ম থাকে। কিন্তু ঊর্দ্ধ্বহইতে
আগত যে জ্ঞান, সে প্রথমে শুচি, পরে শান্ত, ও ক্ষান্ত,
ও আশুসন্ধেয়, এবং দয়াতে ও উত্তম ফলেতে পরিপূর্ণ,
১৮ এবং পক্ষপাত ও কাপট্যরহিত। আর শান্ত্যাচারি লো-
কদের শান্তিতে ধর্ম্মফল রোপিত হয়।

৪ অধ্যায়।

১ তোমাদের মধ্যে যুদ্ধ ও সংগ্রাম কাহাহইতে উৎপন্ন
হয়? তোমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যে২ সুখাভিলাষের রণ-
২ স্থল, তাহাহইতে কি নয়? তোমরা বাঞ্ছা করিয়া থাক,
কিন্তু ফল পাও না; এবং জিঘাংসা ও ঈর্ষ্যা করিয়া থাক,

কিন্তু কৃতকার্য্য হও না; তাহাতে সংগ্রাম ও যুদ্ধ করিয়া থাক। তোমরা প্রাপ্ত হও না, কারণ প্রার্থনা কর না।
৩ তোমরা প্রার্থনা করিয়া থাক, কিন্তু ফল পাও না, কারণ মন্দ ভাবে, অর্থাৎ আপন২ অভিলাষে ব্যয় করণের নি-
৪ মিত্তে প্রার্থনা করিতেছ। হে ব্যভিচারি ও ব্যভিচারিণীগণ, জগতের মিত্রতা ঈশ্বরের শত্রুতা হয়, ইহা কি তোমরা জ্ঞাত নও? যে কেহ জগতের মিত্র হইতে চাহে; সে
৫ ঈশ্বরের শত্রু হয়। তোমাদের কেমন বোধ হয়? শাস্ত্রের বচন কি ফলহীন? যে আত্মা আমাদের অন্তরে বাস
৬ করেন, তিনি কি ঈর্ষ্যার নিমিত্তে স্নেহ করেন? (তাহা নয়,) বরং তিনি আরো মহৎ বর প্রদান করেন; এই কারণ উক্ত আছে, "ঈশ্বর অহঙ্কারিদের বিপক্ষ হন,
৭ "কিন্তু নম্রদিগকে বর প্রদান করেন।" অতএব তোমরা ঈশ্বরের বশতাপন্ন হও; এবং শয়তানকে প্রতিরোধ কর, তাহাতে সে তোমাদের নিকটহইতে পলায়ন করিবে।
৮ ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হও, তাহা হইলে তিনিও তোমাদের নিকটবর্ত্তী হইবেন। হে পাপিগণ, হস্ত পরিষ্কার
৯ কর; হে দ্বিমনা লোক সকল, অন্তঃকরণ শুচি কর। এবং উদ্বিগ্ন ও শোকার্ত্ত হও, ও বিলাপ কর; তোমাদের হাস্য শোক হইয়া যাউক, ও আনন্দ কাতরতা হইয়া যাউক।
১০ প্রভুর সাক্ষাতে নম্র হও, তাহাতে তিনি তোমাদিগকে উন্নত করিবেন।

১১ হে ভ্রাতৃগণ, পরস্পর দোষারোপ করিও না; কেননা যে ব্যক্তি ভ্রাতাতে দোষারোপ করে ও ভ্রাতার বিচার করে, সে ব্যবস্থাতে দোষারোপ করে ও ব্যবস্থার বিচার করে। কিন্তু তুমি যদি ব্যবস্থার বিচার কর, তবে ব্যব-
১২ স্থার পালনকর্ত্তা না হইয়া বিচারকর্ত্তা হইয়াছ। এক জন অদ্বিতীয় ব্যবস্থাপক ও বিচারকর্ত্তা আছেন, তিনি

রক্ষা ও বিনাশ করণে সমর্থ; কিন্তু তুমি কে, যে পরের বিচার কর?

১৩ ‘অদ্য কিম্বা কল্য আমরা অমুক নগরে যাইয়া এক বৎসর পর্য্যন্ত সে স্থানে থাকিয়া বাণিজ্য করিব ও লাভ করিব,’ এই কথা কহিতেছ যে তোমরা, তোমরা এখন ১৪ অবধান কর। কল্য কি ঘটিবে, তাহা তোমরা জান না, যেহেতুক তোমাদের জীবন কি প্রকার? সে বাষ্পস্বরূপ; ১৫ ক্ষণেক দৃশ্য থাকে, পরে লুপ্ত হয়। ঐ কথা অনুচিত; ‘বরং প্রভুর ইচ্ছাতে যদি আমরা জীবৎ থাকি, তবে এ কর্ম্ম কিম্বা ও কর্ম্ম করিব,’ এমন কথা কহা তো- ১৬ মাদের উচিত। কিন্তু এখন তোমরা দর্পকথাতে শ্লাঘা ১৭ করিতেছ; সেই প্রকার শ্লাঘা সকল মন্দ। এবং যে কেহ সৎকর্ম্ম করিতে জানিয়া তাহা না করে, তাহার পাপ হয়।

৫ অধ্যায়।

১ হে ধনবান সকল, তোমরা এখন অবধান কর; তোমা- ২ দের আগামি সন্তাপ প্রযুক্ত ক্রন্দন ও বিলাপ কর। তো- ৩ মাদের সম্পত্তি জীর্ণ, এবং পরিচ্ছদ কীটদ্বারা ভক্ষিত, এবং সুবর্ণ ও রৌপ্য কলঙ্কিত হইবে; এবং তাহার কলঙ্ক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে, এবং অগ্নির ন্যায় তোমাদের মাংসকে গ্রাস করিবে; তোমরা অন্তিম কালে ধন- ৪ সঞ্চয় করিয়াছ। দেখ, যে কৃষকেরা তোমাদের শস্য ছেদন করিয়াছে, তাহাদের যে বেতন তোমরা কাটিয়াছ, তাহা উচ্চধ্বনি করিতেছে; এবং কৃষকদের আর্ত্তনাদ সৈন্যা- ৫ ধ্যক্ষ পরমেশ্বরের কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে। তোমরা পৃথিবীতে সুখভোগ ও লম্পটাচরণ করিয়াছ, এবং মহাভোজ- ৬ দিনের মত আপনাদের অন্তঃকরণ তৃপ্ত করিয়াছ। তো-

ময়া ধার্ম্মিক লোককে দোষী করিয়া বধ করিয়াছ; তথাপি সে তোমাদের বিপক্ষতা করে নাই।

৭ হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা প্রভুর আগমন পর্য্যন্ত ধৈর্য্যাবলম্বন কর। দেখ, কৃষক লোক ক্ষেত্রের বহুমূল্য ফলের অপেক্ষা করিয়া অগ্রিম ও অন্তিম বৃষ্টি যাবৎ না হয়, ৮ তাবৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করে। অতএব তোমরাও ধৈর্য্য করিয়া আপন২ অন্তঃকরণ সুস্থির কর; কেননা প্রভুর আগমন ৯ সন্নিকট হইল। হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা যেন দণ্ড প্রাপ্ত না হও, এই জন্যে পরস্পর গ্লানি করিও না; দেখ, বি- ১০ চারকর্ত্তা দ্বারসমীপে দণ্ডায়মান আছেন। হে আমার ভ্রাতৃগণ, যে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ প্রভুর নামে কহিয়াছে, তাহা- ১১ দিগকে দুঃখভোগের ও ধৈর্য্যের দৃষ্টান্তরূপে মান। দেখ, যাহারা ধৈর্য্যাবলম্বী, তাহাদিগকে আমরা ধন্য বলি; তোমরা আয়ূবের ধৈর্য্যের কথা শুনিয়াছ, এবং প্রভুর (মন্ত্রণার) পরিণাম দেখিয়াছ, কেননা প্রভু প্রচুর দয়াবান ও কৃপাময়।

১২ হে আমার ভ্রাতৃগণ, আমার বিশেষ নিবেদন এই, তোমরা কোন প্রকার দিব্য করিও না; স্বর্গের কি পৃথিবীর কি অন্য কোন বস্তুর নাম লইয়া দিব্য করিও না। যেন দণ্ড প্রাপ্ত না হও, এই জন্যে তোমাদের হাঁ যথার্থ, এবং তোমাদের না যথার্থ হউক।

১৩ তোমাদের মধ্যে কেহ কি দুঃখিত আছে? সে প্রার্থনা করুক। কেহ কি প্রফুল্লমনা আছে? সে গীত গাউক। ১৪ তোমাদের কেহ কি পীড়িত আছে? সে মণ্ডলীর প্রাচীনবর্গকে আহ্বান করুক; এবং তাহারা প্রভুর নামে তাহাকে তৈলাভিষিক্ত করিয়া তাহার নিমিত্তে প্রার্থনা করুক। ১৫ তাহাতে বিশ্বাসজাত প্রার্থনাদ্বারা সেই পীড়িত ব্যক্তি বাঁচিবে, এবং প্রভু তাহাকে উত্থাপন করিবেন; আর

যদি সে কোন পাপ করিয়া থাকে, তবে তাহার মার্জ্জনা
১৬ পাইবে। তোমরা পরস্পর আপন২ অপরাধ স্বীকার কর, এবং সুস্থ হওনার্থে এক জন অন্য জনের নিমিত্তে প্রার্থনা কর; ধার্ম্মিক ব্যক্তির উদ্‌যুক্ত প্রার্থনা মহাশক্তি-
১৭ বিশিষ্ট। যে এলিয় আমাদের ন্যায় সুখদুঃখভোগি মনুষ্য ছিল, সে অনাবৃষ্টির নিমিত্তে দৃঢ় প্রার্থনা করিলে তিন
১৮ বৎসর ছয় মাস ভূমিতে বৃষ্টি হইল না। পরে আর বার প্রার্থনা করিলে আকাশ জল বর্ষাইল, এবং ভূমি নিজ ফল উৎপন্ন করিল।

১৯ হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদের কোন লোক সত্য মতহইতে
২০ ভ্রান্ত হইলে যদি কেহ তাহাকে ফিরাইয়া আনে, তবে যে জন পাপিকে ভ্রান্তিপথহইতে ফিরায়, সে তাহার আত্মাকে মৃত্যুহইতে রক্ষা করে, এবং বাহুল্য পাপের আচ্ছাদন করে, ইহা জ্ঞাত হউক।

পিতরের প্রথম সর্ব্বসাধারণ পত্র।

---

১ অধ্যায়।

১ পিতা ঈশ্বরের পূর্ব্বলক্ষ্যানুসারে আত্মার পবিত্রতাদান-
২ দ্বারা যীশু খ্রীষ্টের আজ্ঞাগ্রহণ ও রক্তপ্রোক্ষণার্থে মনোনীত যে লোকেরা পন্ত ও গালাতিয়া ও কাপ্পদকিয়া ও আশিয়া ও বিথুনিয়া, এই সকল পরদেশে ছিন্নভিন্ন আছে, তাহাদের প্রতি যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিত পিতর পত্র লিখিতেছে। অনুগ্রহ ও শান্তি বাহুল্যরূপে তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক।

৩ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা ঈশ্বর ধন্য; তিনি নিজ মহাকৃপানুসারে মৃতদের হইতে যীশু খ্রীষ্টের উ-
৪ ত্থানদ্বারা জীবনযুক্ত প্রত্যাশার নিমিত্তে, অর্থাৎ অক্ষয় ও নির্ম্মল ও অজর ধনাধিকারের নিমিত্তে আমাদিগকে
৫ পুনর্জন্ম দিয়াছেন। সেই ধনাধিকার স্বর্গে তোমাদের নিমিত্তে সঞ্চিত থাকে; এবং ঈশ্বরের শক্তিতে তোমরাও শেষকালে প্রকাশিতব্য পরিত্রাণের নিমিত্তে বি-
৬ শ্বাসদ্বারা রক্ষিত হইতেছ। ইহাতে তোমরা উল্লাস করিতেছ; তথাপি এখন আবশ্যকতা প্রযুক্ত কিঞ্চিৎ কাল
৭ পর্য্যন্ত নানাবিধ পরীক্ষাতে খেদান্বিত হইতেছ। কেননা যাহার পরীক্ষা অগ্নিদ্বারা হয়, সেই নশ্বর সুবর্ণ অপেক্ষা বহুমূল্য যে তোমাদের সুপরীক্ষিত বিশ্বাস, তাহাকে যীশু খ্রীষ্টের আগমন সময়ে (তোমাদের) প্রশংসার ও সমা-
৮ দরের ও গৌরবের নিমিত্তে ব্যক্ত হইতে হয়। তোমরা সেই যীশুকে না চিনিয়াও প্রেম করিতেছ; এবং এখন না দেখিয়াও তাঁহাতে বিশ্বাস করিয়া অনির্ব্বচনীয় এবং
৯ প্রভাবযুক্ত আনন্দে প্রফুল্ল হইয়া বিশ্বাসের পরিণাম
১০ অর্থাৎ আত্মার পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতেছ। তোমাদের নিমিত্তে নিরূপিত অনুগ্রহ বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাক্য যাহারা কহিয়াছে, সেই ভবিষ্যদ্বক্তারা ঐ পরিত্রাণের অন্বেষণ ও
১১ অনুসন্ধান করিত। বিশেষতঃ তাহাদের অন্তর্বাসী যে খ্রীষ্টের আত্মা খ্রীষ্টের ভাবি দুঃখভোগ ও তদনুবর্ত্তি প্রভাব পূর্ব্বে প্রকাশ করিতেন, তিনি কোন্ এবং কীদৃক্ সময়কে নির্দ্দিষ্ট করেন, ইহার অনুসন্ধান তাহারা করিত।
১২ তাহাতে ঐ সকল বিষয়ে তাহারা আপনাদের উপকার না করিয়া আমাদের উপকার করিতেছে, ইহা তাহাদের প্রতি প্রকাশিত হইয়াছিল; আর সেই যে সকল বিষয় দিব্য দূতগণও অবনত মস্তকে নিরীক্ষণ করিতে বাঞ্ছা

করে, তাহা সম্প্রতি স্বর্গহইতে প্রেরিত পবিত্র আত্মার সাহায্যে সুসমাচার প্রচারকদের দ্বারা তোমাদিগকে জ্ঞাত করা গিয়াছে।
১৩ অতএব আপন২ মনকে সুসজ্জিত করিয়া প্রবুদ্ধ হও, এবং যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশিত হওন সময়ে তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ বর্ত্তিবে, তাহার সম্পূর্ণ প্রত্যাশাতে
১৪ থাক। আর পূর্ব্বতন অজ্ঞানাবস্থার কুঅভিলাষের অনু-
১৫ রূপ না হইয়া তোমাদের আহ্বানকর্ত্তা যেমন পবিত্র, তোমরাও আজ্ঞাগ্রাহি সন্তানদের ন্যায় তাবৎ আচরণে
১৬ তদ্রূপ পবিত্র হও; কেননা লিখিত আছে, "তোমরা
১৭ "পবিত্র হও, কারণ আমি পবিত্র।" আর যিনি বিনা পক্ষপাতে প্রত্যেক মনুষ্যের ক্রিয়ানুসারে বিচার করেন, তাঁহাকে যদি পিতা বলিয়া সম্বোধন কর, তবে ভয় পূর্ব্বক
১৮ আপনাদের প্রবাসকাল যাপন কর। তোমরা জান, তোমাদের পূর্ব্বপুরুষাবধি পরম্পরাগত অলীক আচরণহইতে তোমরা ক্ষরণীয় স্বর্ণ রূপ্যাদিদ্বারা মুক্ত হইয়াছ, তাহা
১৯ নয়, কিন্তু নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক মেষশাবকস্বরূপ খ্রীষ্টের
২০ বহুমুল্য রক্তদ্বারা। তিনি জগৎপত্তনের পূর্ব্বাবধি নিরূপিত ছিলেন, কিন্তু শেষযুগে তোমাদের নিমিত্তে প্রকা-
২১ শিত হইলেন। এবং তাঁহারই দ্বারা তোমরা মৃতগণহইতে তাঁহার উত্থাপনকর্ত্তা ও গৌরবদাতা ঈশ্বরেতে বিশ্বাস করিতেছ; অতএব ঈশ্বরই তোমাদের বিশ্বাসের ও প্রত্যা-
২২ শার ভুমি আছেন। তোমরা আত্মাদ্বারা সত্য মতের আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক নিষ্কপট ভ্রাতৃপ্রেমের নিমিত্তে আপন২ মনকে পরিষ্কৃত করিয়াছ, অতএব পবিত্র অন্তঃ-
২৩ করণের সহিত পরস্পর দৃঢ় প্রেম কর। যেহেতুক তোমরা ক্ষরণীয় বীর্য্যহইতে নয়, কিন্তু অক্ষর বীর্য্যহইতে ঈশ্বরের জীবনযুক্ত ও নিত্যস্থায়ি বাক্যদ্বারা পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হই-

২৪ য়াছ। কেননা "তাবৎ প্রাণী তৃণস্বরূপ, ও তাহার সমস্ত "তেজ তৃণপুষ্পের ন্যায়; তৃণ শুষ্ক হইয়া যায়, এবং তা-
২৫ "হার পুষ্প ঝরিয়া পড়ে; কিন্তু প্রভুর বাক্য অনন্তকাল- "স্থায়ী।" আর এ সেই বাক্য, যে সুসমাচারদ্বারা তো- মাদের নিকটে প্রচারিত হইয়াছে।

২ অধ্যায়।

১ অতএব তোমরা তাবৎ হিংসেচ্ছা, ও সর্ব্বপ্রকার ছল ও কাপট্য ও ঈর্ষ্যা ও তাবৎ পরনিন্দা ত্যাগ করিয়া
২ পরিত্রাণার্থে বৃদ্ধি পাইবার জন্যে নবজাত শিশুদের ন্যায় প্রকৃত বাক্যরূপ দুগ্ধের পিপাসাতে পিপাসু হও।
৩ কেননা প্রভু দয়ালু, ইহার আস্বাদ তোমরা পাইয়াছ।
৪ তাঁহার নিকটে, অর্থাৎ মনুষ্যকর্তৃক অবজ্ঞাত, কিন্তু ঈশ্বরকর্তৃক মনোনীত বহুমূল্য জীবৎ প্রস্তরের নিকটে
৫ আসিয়া তোমরাও জীবৎ প্রস্তর রূপে নিচিত হইয়া পারমার্থিক মন্দির হইতেছ, এবং যীশু খ্রীষ্টদ্বারা ঈশ্ব- রের গ্রাহ্য পারমার্থিক বলিদানকারি পবিত্র যাজকবর্গ
৬ হইতেছ। এই বিষয়ে শাস্ত্রে লিখিত আছে, যথা "দেখ, "আমি মনোনীত ও বহুমূল্য প্রধান কোণের এক প্রস্তর "সিয়োনে স্থাপন করি; যে জন তাহাতে বিশ্বাস করি-
৭ "বে, সে লজ্জিত হইবে না।" অতএব বিশ্বাসী যে তোমরা, তোমাদের জন্যে তিনি বহুমূল্য হন; কিন্তু অনাজ্ঞাবহ লোকদের জন্যে, "গাঁথকেরা যে প্রস্তর "অগ্রাহ্য করিয়াছে, তাহা কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়া
৮ "বাধাজনক ও উছোট লাগনের প্রস্তর হইয়া উঠিল।" তাহারা অনাজ্ঞাবহ হওয়াতে (ঈশ্বরের) বাক্যেতে উছোট
৯ খায়; এবং তাহাতে নিযুক্তও আছে। কিন্তু তোমরা মনোনীত বংশ, ও রাজকীয় যাজককুল, ও পবিত্র

জাতি, এবং ক্রীত প্রজাবর্গ আছ; এবং যিনি তোমা-
দিগকে অন্ধকারহইতে আপনার আশ্চর্য্য দীপ্তির মধ্যে
আহ্বান করিয়াছেন, তাঁহার গুণানুবাদ করিতে নিযুক্ত
১০ আছ। পূর্ব্বে তোমরা ঈশ্বরের প্রজা ছিলা না, কিন্তু
এখন তাঁহার প্রজা হইয়াছ; এবং পূর্ব্বে কৃপার পাত্র
ছিলা না, কিন্তু এখন কৃপার পাত্র হইয়াছ।

১১ হে প্রিয়বর্গ, আমি বিনয় করি, তোমরা আপনাদিগকে
প্রবাসী ও বিদেশী জানিয়া মনের প্রতিকূলে যুদ্ধকারি
১২ শারীরিক সুখাভিলাষহইতে নিবৃত্ত হও। এবং যে
দেবপূজকেরা দুষ্কর্ম্মকারিদের ন্যায় তোমাদের নিন্দা
করে, তাহারা যেন তোমাদের সৎক্রিয়া চাক্ষুষ দেখিয়া
কৃপাবলোকনের দিনে ঈশ্বরের গুণানুবাদ করে, এই
১৩ জন্যে তাহাদের মধ্যে সদাচরণ কর। অতএব মনুষ্যের
স্থাপিত যত শাসনপদ আছে, প্রভুর নিমিত্তে তাহাদের
১৪ বশীভূত হও; বিশেষতঃ রাজাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এবং দেশা-
ধ্যক্ষ সকলকে দুরাচারিদের দমন ও সদাচারিদের প্র-
১৫ শংসার্থে তাহার প্রেরিত জ্ঞান করিয়া মান। কেননা
তোমরা যেন এই রূপে সৎকর্ম্ম করিয়া নির্ব্বোধ মনুষ্য-
দের অজ্ঞানতাকে নিরুত্তর কর, এই ঈশ্বরের অভিমত।
১৬ তোমরা আপনাদিগকে স্বাধীন জান; কিন্তু স্বাধীনতাকে
১৭ দুষ্টতার আবরণ না করিয়া ঈশ্বরের দাস হও। তাবৎ
লোককে মান্য কর; ভ্রাতৃগণকে প্রেম কর; ঈশ্বরকে ভয়
কর; এবং নৃপতিকে সমাদর কর।

১৮ হে দাসগণ, তোমরা সম্পূর্ণ আদর পূর্ব্বক আপন২
প্রভুগণের বশীভূত হও; কেবল সজ্জন ও দয়ালু প্রভু-
১৯ দের নয়, কিন্তু নিষ্ঠুর প্রভুদেরও বশীভূত হও। কেননা
কেহ যদি ঈশ্বরকে মান্য করণ প্রযুক্ত অন্যায় ভোগ
২০ করিয়া ক্লেশ সহ্য করে, তবে তাহাই প্রিয় কর্ম্ম। নতুবা

তোমরা যদি আপনাদের দোষ প্রযুক্ত চপেটাঘাত ভোগ করিয়া সহ্য কর, তবে তাহাতে প্রশংসা কি? কিন্তু যদি সৎক্রিয়া করণপূর্ব্বক ক্লেশভোগ করিয়া সহ্য কর, তবে
২১ তাহা ঈশ্বরের প্রিয় কর্ম্ম বটে। আর তন্নিমিত্তেই তোমরা আহূত হইয়াছ; কেননা খ্রীষ্টও আমাদের পরিবর্ত্তে ক্লেশভোগ করিয়া তোমাদিগকে এক দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। (কেন?) তোমরা যেন তাঁহার পদচিহ্ন দিয়া তাঁহার
২২ পশ্চাৎ গমন কর। তিনি কোন পাপ করেন নাই, এবং
২৩ তাঁহার মুখে কোন ছলের কথা পাওয়া গেল না। নিন্দিত হওন সময়ে তিনি প্রতিনিন্দা করিতেন না, এবং ক্লেশভোগের সময়ে ভর্ৎসনা করিতেন না, কিন্তু যথার্থ
২৪ বিচারকর্ত্তার উপরে ভার রাখিতেন। আর আমরা যেন পাপের সম্বন্ধে মরিয়া ধর্ম্মের সম্বন্ধে সজীব হই, এই জন্যে তিনি নিজ শরীরে আমাদের পাপের ভার তুলিয়া দণ্ডকাষ্ঠে রাখিলেন; তাঁহারই ক্ষতদ্বারা তোমাদের আ-
২৫ রোগ্য হইয়াছে। কেননা পূর্ব্বে তোমরা হারাণ মেষের ন্যায় ছিলা, কিন্তু সম্প্রতি তোমাদের আত্মার অধ্যক্ষ মেষপালকের নিকটে ফিরিয়া আসিয়াছ।

৩ অধ্যায়।

১ হে স্ত্রীগণ, তোমরাও আপন২ স্বামির বশীভূত হও। কেননা তাহা হইলে তোমাদের কাহার২ স্বামিরা যদি
২ ঈশ্বরের বাক্য অগ্রাহ্য করে, তবে তোমাদের সভয় পবিত্র আচরণ দেখিয়া বাক্য ব্যতিরেকে স্ত্রীগণের আ-
৩ চরণদ্বারা আকর্ষিত হইবে। আর কেশবেশ ও স্বর্ণাভরণ
৪ ও সুন্দর পরিচ্ছদ ইত্যাদি যে বাহ্য ভূষণ তাহা নয়, কিন্তু ক্ষমার ও শান্তিভাবের অক্ষয় শোভাবিশিষ্ট যে অন্তঃকরণের গুপ্ত মনুষ্য, সে তোমাদের ভূষণ হউক, কেননা

৫ তাহাই ঈশ্বরের সাক্ষাতে বহুমূল্য। পূর্ব্বকালের যে পবিত্র স্ত্রীগণ ঈশ্বরেতে প্রত্যাশা করিত, তাহারাও আপন২ স্বামির বশতাপন্ন হইয়া এই প্রকারে আপনা-
৬ দিগকে ভূষিত করিয়াছিল। বিশেষতঃ সারাও ইব্রাহীমকে প্রভু বলিয়া তাহার আজ্ঞা মানিত; তোমরা তাহারই সন্ততি হইয়াছ; অতএব সৎক্রিয়া কর, কোন প্রকার আ-
৭ শঙ্কাতে ভীতা হইও না। আর হে পুরুষগণ, স্ত্রীলোক তোমাদের অপেক্ষা অদৃঢ় মৃৎপাত্রস্বরূপ, অতএব জ্ঞানপূর্ব্বক তাহাদের সহিত সহবাস কর, এবং তাহাদিগকে আপনাদের সহিত এক জীবনরূপ বরের অধিকারিণী জানিয়া সম্ভ্রম কর; নতুবা তোমাদের প্রার্থনা রুদ্ধ হইবে।
৮ অবশেষে বলি, তোমরা সকলে একমনা, ও পরদুঃখে দুঃখিত, ও ভ্রাতৃপ্রেমকারী, ও দয়াবান, ও প্রণয়ী হও।
৯ এবং অনিষ্টের পরিশোধে অনিষ্ট কিম্বা নিন্দার পরিশোধে নিন্দা করিও না; বরঞ্চ আশীর্ব্বাদের অধিকারী হওনার্থে আশীর্ব্বাদ কর, যেহেতুক তন্নিমিত্তে তোমরা
১০ আহূত হইয়াছ, ইহা জান। কেননা "যে কোন ব্যক্তি "জীবন ভাল বাসিয়া সুখের দিন দেখিতে চাহে, সে "মন্দ কথাহইতে আপন জিহ্বাকে ও প্রবঞ্চনার কথা-
১১ "হইতে আপন ওষ্ঠাধরকে নিবৃত্ত করুক। দুরাচার "ত্যাগ করিয়া সৎকর্ম্ম করুক, ও প্রীতিভাব চেষ্টা করি-
১২ "য়া তাহাতে যত্নবান থাকুক। ধার্ম্মিকগণের প্রতি পর- "মেশ্বরের দৃষ্টি, ও তাহাদের প্রার্থনার প্রতি তাঁহার কর্ণ "আছে; কিন্তু দুরাচারিদের বিরুদ্ধে পরমেশ্বরের মুখ
১৩ "আছে।" আর যদি তোমরা উত্তমের অনুগামী হও,
১৪ তবে কে তোমাদিগকে হিংসা করিবে? কিন্তু ধর্ম্মের নিমিত্তে ক্লেশভোগ করিতে হইলেও তোমরা ধন্য হইবা। তোমরা তাহাদের ভয়েতে ভীত হইও না, ও শঙ্কা

১৫ করিও না; বরং মনের মধ্যে প্রভু পরমেশ্বরকে পবিত্র করিয়া মান। আর তোমাদের অন্তরস্থ প্রত্যাশার বিষয়ে যে কেহ তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করে, তাহাকে মৃদুতা
১৬ ও আদর পূর্ব্বক উত্তর দিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত হও। এবং যাহারা তোমাদের খ্রীষ্টানুযায়ি সদাচরণের দুর্নাম করে, তাহারা তোমাদিগকে দুরাচারী বলিয়া অপবাদ দিলে যেন লজ্জিত হয়, তন্নিমিত্তে নিজ মন তোমাদের সদ্ভা-
১৭ বের সাক্ষী হউক। কেননা দুষ্কর্ম্ম করিয়া দুঃখভোগ করণ অপেক্ষা বরং সৎকর্ম্ম করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে দুঃখ-
১৮ ভোগ করা শ্রেয়ঃ। যেহেতুক ঈশ্বরের নিকটে আমাদিগকে আনিবার জন্যে ধার্ম্মিক খ্রীষ্টও অধার্ম্মিকদের পরিবর্ত্তে এক -বার পাপনাশার্থ দুঃখভোগ করিলেন, এবং শরীরের সম্বন্ধে হত হইয়া আত্মার সম্বন্ধে জীবিত
১৯ হইলেন। এবং তৎসম্বন্ধে কারাবদ্ধ প্রাণিদের নিকটে
২০ গিয়া বাক্য প্রকাশ করিলেন। নোহের বর্ত্তমান কালে যাবৎ জাহাজ প্রস্তুত হইতেছিল, তাবৎ ঈশ্বরের দীর্ঘসহিষ্ণুতা যখন বিলম্ব করিল, তখন ঐ সকল প্রাণী অনাজ্ঞাবহ হইয়াছিল; সেই জাহাজে কেবল অল্প
২১ অর্থাৎ আট জন জলোত্তীর্ণ হইয়াছিল। এবং এই বর্ত্তমান কালেও তাহার দৃষ্টান্ত যে বাপ্তিস্ম, তাহা (অর্থাৎ শরীরের মালিন্যত্যাগ নয়, কিন্তু ঈশ্বরের নিকটে সরল মনের প্রতিজ্ঞা) যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান-
২২ দ্বারা আমাদিগকে উত্তীর্ণ করে। কেননা তিনি স্বর্গারোহণ করিয়া ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়াছেন, এবং দিব্য দূতগণ ও পরাক্রমিবর্গ ও বাহিনী সকল তাঁহার বশীভূত হইয়াছে।

---

৪ অধ্যায়।

১ খ্রীষ্ট আমাদের পরিবর্ত্তে প্রাণদণ্ড ভোগ করিয়াছেন, অতএব যে প্রাণদণ্ড ভোগ করিয়াছে, সে পাপহইতে মুক্ত হইয়াছে, তোমরাও এই বিবেচনাতে আপনাদিগকে ২ সুসজ্জ করিয়া পুনরায় মনুষ্যদের অভিলাষানুসারে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের অভিমতানুসারে দেহবাসের অবশিষ্ট কাল ৩ যাপন কর। কেননা লম্পটতা, ও কুঅভিলাষ, ও মদ্যপান, ও রঙ্গরস, ও মত্ততা, ও ঘৃণার্হ দেবপূজা, এই সকল ব্যবহার করিয়া দেবপূজকদের ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম করাতে আমাদের আয়ুর যে অংশ গত হইয়াছে, সেই ৪ যথেষ্ট। এ প্রকার সর্ব্বনাশরূপ পঙ্কে দৌড়িয়া যাইতে তোমরা যে তাহাদের সঙ্গী হও না, ইহাতে তাহারা ৫ আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া নিন্দা করে। কিন্তু জীবৎ ও মৃত লোকদের বিচার করিতে উদ্যত (শাসনকর্ত্তার) সম্মুখে তাহাদিগকে আপন২ কর্ম্মের নিকাশ দিতে হইবে। ৬ কেননা তাঁহার সুসমাচার এই অভিপ্রায়ে মৃতগণের নিকটেও প্রকাশিত হইয়াছে, যেন মনুষ্যদের মতানুসারে তাহাদের শরীর দণ্ড পায়, কিন্তু ঈশ্বরের মতানুসারে আত্মার জীবন হয়।

৭ সমস্ত বিষয়ের অন্তিমকাল উপস্থিত; অতএব সুবুদ্ধি ৮ হইয়া প্রার্থনা করিতে জাগ্রৎ থাক। বিশেষতঃ পরস্পর একাগ্র প্রেম কর; কেননা প্রেম বাহুল্য পাপের আচ্ছাদন ৯ করে। অকাতরে পরস্পর আতিথ্য কর। এবং ঈশ্বরের ১০ বিবিধ বরদানের উত্তম ভাণ্ডারির ন্যায় হইয়া তোমরা প্রত্যেক জন যে বর পাইয়াছ, তাহাদ্বারা পরস্পরের ১১ উপকার কর। যে কথা কহে, সে ঈশ্বরের বাক্যের মতে কহুক; এবং যে পরিচর্য্যা করে, সে ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা-

নুসারে পরিচর্য্যা করুক; এই ৰূপে সকলেতে ঈশ্বরের গৌরব যীশু খ্রীষ্টদ্বারা প্রকাশ পাউক; কেননা অনন্ত কাল পর্য্যন্ত গৌরব ও পরাক্রম তাঁহার অধিকার। আমেন্।

১২ হে প্রিয়বর্গ, তোমাদের পরীক্ষক অগ্নিস্বৰূপ যে ক্লেশ হইতেছে, তাহা অসম্ভব ঘটনা ভাবিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান
১৩ করিও না; বরং খ্রীষ্টের দুঃখের সহভাগী হওয়াতে আনন্দ কর, তাহাতে তাঁহার প্রভাব প্রকাশিত হওন
১৪ কালেও আনন্দেতে উল্লাসিত হইবা। যদি খ্রীষ্টের নামের জন্যে নিন্দিত হও, তবে তোমরা ধন্য; কেননা প্রভাবের এবং ঈশ্বরের আত্মা তোমাদিগেতে অধিষ্ঠান করেন; তিনি তাহাদের নিন্দার বিষয়, কিন্তু তোমাদের প্রশংসার
১৫ বিষয়। তোমাদের মধ্যে কেহ হত্যাকারী কি চোর কি দুষ্কর্ম্মকারী কি অনধিকারচর্চ্চক হওয়া প্রযুক্ত যেন দণ্ড
১৬ প্রাপ্ত না হও। কিন্তু যদি খ্রীষ্টীয়ান হওয়া প্রযুক্ত দণ্ড পায়, তবে লজ্জিত না হইয়া তন্নিমিত্তে ঈশ্বরের প্রশংসা
১৭ করুক। কেননা ঈশ্বরের গৃহে বিচার আরম্ভ করণের সময় উপস্থিত হইল; তাহাতে প্রথমে যদি আমাদিগের দণ্ড হয়; তবে ঈশ্বরের সুসমাচার অমান্যকারি লোকদের
১৮ শেষগতি কি হইবে? আর ধার্ম্মিক লোকের পরিত্রাণ যদি কষ্টে হয়, তবে অধার্ম্মিক ও পাপিষ্ঠ লোক কো-
১৯ থায় শরণ লইবে? অতএব ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে যাহারা দুঃখ ভোগ করে, তাহারা ঈশ্বরকে বিশ্বাস্য সৃষ্টিকর্ত্তা জানিয়া সৎক্রিয়া করিতে২ তাঁহার নিকটে আপন২ আত্মাকে সমর্পণ করুক।

৫ অধ্যায়।

১ তোমাদের মধবর্ত্তী প্রাচীনবর্গকে আমি বিনয়পূর্ব্বক কহিতেছি, আমিও এক জন প্রাচীন লোক, এবং খ্রীষ্টের

দুঃখভোগের সাক্ষী, এবং পরে প্রকাশিতব্য তাঁহার
২ মহিমার সহভাগী আছি। তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরের যে
পাল আছে, তাহা চরাও; এবং তাহার তত্ত্বাবধারণ
আবশ্যকতাক্রমে নয়, কিন্তু ইচ্ছুক মনে কর; এবং
৩ কুৎসিত লাভার্থেও নয়, কিন্তু প্রফুল্ল মনে কর। এবং
আপনাদিগকে অধিকারের কর্ত্তা না জানিয়া পালের
৪ দৃষ্টান্ত হও। তাহাতে প্রধান পালরক্ষক উপস্থিত হইলে
তোমরা অম্লান গৌরবমুকুট পাইবা।

৫ আর হে যুবকেরা, তোমরা প্রাচীন লোকদের বশীভূত
হও; বরঞ্চ সকলে পরস্পর বশীভূত হইয়া নম্রতারূপ
অলঙ্কারেতে ভূষিত হও; কেননা ঈশ্বর অহঙ্কারিদের
৬ বিপক্ষ হন, কিন্তু নম্রদিগকে বর প্রদান করেন। অতএব
তোমরা ঈশ্বরের বলবান হস্তের নীচে নম্র হইয়া থাক,
তাহাতে তিনি উপযুক্ত সময়ে তোমাদিগকে উন্নত
৭ করিবেন। আপনাদের তাবৎ ভাবনার ভার তাঁহার উপরে
অর্পণ কর; কেননা তোমাদের প্রতি তাঁহার চিন্তা আছে।
৮ আর প্রবুদ্ধ হইয়া জাগ্রৎ থাক, যেহেতুক তোমাদের
বিপক্ষ শয়তান গর্জ্জনকারি সিংহের ন্যায় বেড়াইয়া
৯ কাহাকে গ্রাস করিবে, তাহা অন্বেষণ করিতেছে। অতএব
তোমরা অটলবিশ্বাসী হইয়া তাহাকে প্রতিরোধ কর;
এবং তোমাদের জগন্নিবাসি ভ্রাতৃবর্গেতেও এই প্রকার
দুঃখ ফলিতেছে, ইহা জ্ঞাত হও।

১০ তাবৎ অনুগ্রহের আকর যে ঈশ্বর ক্ষণিক দুঃখভোগের
পরে খ্রীষ্ট যীশুদ্বারা আপনার অনন্ত গৌরবার্থে আমা-
দিগকে আহ্বান করিয়াছেন, তিনি তোমাদিগকে সিদ্ধ
১১ ও সুস্থির ও সবল ও নিশ্চল করুন; অনন্ত কাল পর্য্যন্ত
গৌরব ও পরাক্রম তাঁহার অধিকার। আমেন্।

১২ আমি যে সীলকে (তোমাদের) বিশ্বাস্য ভ্রাতা বোধ

করি, তাহার দ্বারা তোমাদিগকে সংক্ষেপে পত্র লিখিয়া প্রবোধ দিলাম; এবং তোমরা যে অনুগ্রহের আশ্রয়ে আছ, তাহা ঈশ্বরের সত্য অনুগ্রহ, ইহার সাক্ষ্যও দি-
১৩ লাম। বাবিলস্থ মনোনীত মণ্ডলী ও আমার পুত্র মার্ক
১৪ তোমাদিগকে নমস্কার জানাইতেছে। প্রেমচুম্বনেতে পরস্পর নমস্কার কর। যীশু খ্রীষ্টের আশ্রিত তোমাদিগের সকলের শান্তি হউক। আমেন্।

পিতরের দ্বিতীয় সর্ব্বসাধারণ পত্র।

---

১ অধ্যায়।

১ আমাদের ঈশ্বর ও ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টের পুণ্যদ্বারা যাহারা আমাদের সহিত (অমূল্য) বিশ্বাসের সমানাংশী হইয়াছে, তাহাদের প্রতি যীশু খ্রীষ্টের দাস ও প্রেরিত
২ শিমোন পিতর পত্র লিখিতেছে। ঈশ্বরের এবং আমাদের প্রভু যীশুর তত্ত্বজ্ঞানবর্দ্ধক অনুগ্রহ ও শান্তি বাহুল্যরূপে তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক।
৩ যিনি গৌরব ও সৌজন্যক্রমে আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা তাঁহার ঈশ্বরীয় শক্তি জীবনের ও ঈশ্বরভক্তির নিমিত্তে প্রয়োজনীয় তাবৎ বি-
৪ ষয় আমাদিগকে দান করিয়াছে। এবং সেই সৌজন্যক্রমে আমাদিগকে এমত বহুমূল্য মহাপ্রতিজ্ঞা দত্ত হই-

য়াছে, যে তদ্দ্বারা তোমরা সংসারব্যাপি কুঅভিলাষমূলক সর্ব্বনাশ এড়াইয়া ঈশ্বরীয় স্বভাবের সহভাগী হইতে
৫ পার। অতএব ইহাতে সম্পূর্ণ যত্ন করিয়া তোমাদের
৬ বিশ্বাসে সৌজন্য, ও সৌজন্যে জ্ঞান, ও জ্ঞানে পরিমিত ভোগ, ও পরিমিত ভোগে ধৈর্য্য, ও ধৈর্য্যেতে ঈশ্বর-
৭ ভক্তি, ও ঈশ্বরভক্তিতে ভ্রাতৃস্নেহ, ও ভ্রাতৃস্নেহেতে প্রেম,
৮ এই সকল ক্রমেতে যোগ কর। এই সমস্ত যদি তোমাদিগেতে বিদ্যমান ও বর্দ্ধিষ্ণু হয়, তবে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের তত্ত্বজ্ঞানে তোমাদিগকে অলস ও নিষ্ফল
৯ থাকিতে দিবে না। কিন্তু যাহার এই সমস্ত নাই, সে অন্ধ এবং স্থূলদর্শী এবং আপন পূর্ব্ব পাপের মার্জ্জনা
১০ বিস্মৃত। অতএব হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদের আহূতত্তা ও মনোনীততা স্থির করিতে যত্ন কর। তাহা করিলে কদাচ
১১ স্খলিত হইবা না। বিশেষতঃ এই রূপে আমাদের ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনন্ত রাজ্যে প্রবেশ করিবার উপায় বাহুল্যরূপে তোমাদিগকে দত্ত হইবে।

১২ এই কারণ আমি তোমাদিগকে এই সকল সর্ব্বদা স্মরণ করাইতে ত্রুটি করিব না। তোমরা তাহা জ্ঞান
১৩ বটে, এবং বর্ত্তমান সত্য মতে সুস্থির আছ; তথাপি যাবৎ এই তাম্বুতে থাকি, তাবৎ তোমাদিগকে স্মরণ
১৪ করাইয়া চেতনা দিতে বিহিত জ্ঞান করি। কেননা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমাকে যে রূপ জ্ঞাত করিয়াছেন, তদনুসারে শীঘ্র আমাকে এই তাম্বু ত্যাগ করিতে
১৫ হইবে, ইহা জানি। আর তোমরা আমার প্রয়াণের পরেও যাহাতে সর্ব্বদা ইহা স্মরণ কর, এমন উপায়
১৬ চেষ্টা করিব। কেননা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পরাক্রমের ও আগমনের বৃত্তান্ত তোমাদিগকে জ্ঞাত করণে আমরা কল্পিত উপাখ্যানের অনুগামী হই নাই, কিন্তু তাঁহার

১৭ মহিমার (দর্শনপ্রাপ্ত) সাক্ষী হইয়াছি। ফলতঃ 'ইনি আমার প্রিয় পুত্র, ইহাঁতে আমার পরম সন্তোষ,' মহিমাযুক্ত তেজহইতে তাঁহার প্রতি নির্গত এই বাণীদ্বারা তিনি
১৮ পিতা ঈশ্বরহইতে সম্ভ্রম ও গৌরব পাইয়াছিলেন। স্বর্গহইতে নির্গত সেই বাণী আমরা শুনিয়াছি, কেননা তৎ-
১৯ কালে আমরা তাঁহার সহিত পবিত্র পর্ব্বতে ছিলাম। এবং (পূর্ব্বাপেক্ষা) দৃঢ়তর ভবিষ্যদ্বাক্যও আমাদের নিকটে আছে; তোমরা যদি দিনের আরম্ভ পর্য্যন্ত, এবং তোমাদের অন্তঃকরণে প্রভাতীয় নক্ষত্রের উদয় পর্য্যন্ত অন্ধকারময় স্থানে প্রজ্বলিত প্রদীপের ন্যায় সেই ভবিষ্য-
২০ দ্বাক্য মান্য কর, তবে ভাল করিবা। কোন শাস্ত্রীয় ভবিষ্যদ্বাক্য (বক্তার) নিজ টীকার বিষয় নহে, ইহা
২১ বিশেষরূপে জ্ঞাত হও। কারণ ভবিষ্যদ্বাক্য কখনো মনুষ্যের ইচ্ছাহইতে উৎপন্ন হয় নাই; কিন্তু ঈশ্বরের পবিত্র লোকেরা পবিত্র আত্মাদ্বারা চালিত হইয়া ভবিষ্যদ্বাক্য কহিয়াছে।

২ অধ্যায়।

১ তথাপি পূর্ব্বে যেমন লোকদের মধ্যে ভাক্ত ভবিষ্যদ্বক্তৃগণও ছিল, তদ্রূপ তোমাদের মধ্যেও ভাক্ত উপদেশকেরা উপস্থিত হইয়া গুপ্তরূপে বিনাশক মতভেদ প্রচার করিবে, এবং তাহাদের ক্রয়কারি প্রভুকেও অস্বী-
২ কার করিয়া ত্বরায় আপনাদের বিনাশ ঘটাইবে। আর অনেকে তাহাদের অত্যাচারানুগামী হইয়া ভ্রান্ত হইলে
৩ তাহাদের হইতে সত্য ধর্ম্মপথের নিন্দা জন্মিবে। তাহারা লোভ প্রযুক্ত কল্পিত বাক্যদ্বারা তোমাদের হইতে অর্থ লাভ করিবে; কিন্তু পূর্ব্বাবধি নিরূপিত তাহাদের দণ্ড বিলম্ব করে না, এবং তাহাদের বিনাশ নিদ্রাগত নহে।

৪ ঈশ্বর পাপি দূতগণকে ক্ষমা করেন নাই, কিন্তু অন্ধ-
কাররূপ শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া নরকে ফেলিয়া দিয়া বিচা-
৫ রার্থে তাহাদিগকে রাখিয়াছেন। এবং পুরাতন জগৎকে
ক্ষমা করেন নাই, কিন্তু অষ্টম ব্যক্তি যে ধর্ম্মপ্রচারক
নোহ, তাহাকেই রক্ষা করিয়া অধার্ম্মিক লোকশুদ্ধ
৬ জগৎকে জলে মগ্ন করিয়াছিলেন। পুনশ্চ সিদোম্ ও
অমোরা প্রভৃতি নগর সকল ভস্ম করিয়া উৎপাটনরূপ
দণ্ড দিয়া, ভাবিকালীয় অধার্ম্মিক লোকদের দৃষ্টান্ত
৭ করিয়াছেন; কিন্তু ঐ ধর্ম্মদ্বেষিদের অত্যাচারি দুশ্চরিত্রে
ক্লিষ্ট যে ধার্ম্মিক লোট, তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।
৮ কেননা চক্ষু ও কর্ণবিশিষ্ট হওয়াতে তাহাদের মধ্যে বা-
সকারি ঐ ধার্ম্মিক ব্যক্তি তাহাদের অধর্ম্মক্রিয়া প্রযুক্ত
৯ দিনে২ নিজ ধার্ম্মিক মনোমধ্যে ব্যথা পাইত। প্রভু
ঈশ্বরভক্ত লোকদিগকে পরীক্ষাহইতে উদ্ধার করিতে জা-
১০ নেন; এবং অধার্ম্মিকগণকে, বিশেষতঃ যাহারা অশুচি
ক্রিয়ার অভিলাষে শারীরিক সুখের অনুগামী হয়, ও
রাজশাসন অবজ্ঞা করে, তাহাদিগকে দণ্ডপাত্ররূপে বি-
চারদিন পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে জানেন। তাহারা দুঃসাহসী
ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া উচ্চপদস্থ সকলের নিন্দা করিতে
১১ ভয় করে না। তাহাদের অপেক্ষা যে দিব্য দূতগণ
বলে ও পরাক্রমে শ্রেষ্ঠ, তাহারাও সেই উচ্চপদস্থদের
বিরুদ্ধে আপনাদের বিচার নিন্দা পূর্ব্বক প্রভুর নিকটে
১২ উপস্থিত করে না। কিন্তু ঐ লোকেরা ধৃত ও বিনষ্ট
হওনার্থে জাত অজ্ঞান প্রকৃত পশুদের ন্যায় যাহা বুঝে
১৩ না, তাহার নিন্দা করিতে২ আপনাদের নষ্টামিতে নষ্ট
হইয়া অধর্ম্মের ফল পাইবে। তাহারা (এক) দিনের
উদরতৃপ্তিকে সুখ জ্ঞান করে; তাহারা কলঙ্ক ও মলস্বরূপ,
এবং আপনাদের প্রতারণাতে সুখভোগার্থী হইয়া ভোজন

১৪ পানে তোমাদের সঙ্গী হয়। তাহাদের চক্ষু পরস্ত্রীতে আসক্ত, এবং পাপদর্শনে অক্লান্ত; তাহারা চঞ্চলমতিদিগকে লোভ দেখায়; তাহাদের মন লোভেতে সুশি-
১৫ ক্ষিত; কিন্তু তাহারা শাপগ্রস্ত বংশ। তাহারা সরল পথ ত্যাগ করিয়া বিয়োরের পুত্র যে বিলিয়ম, তাহার
১৬ পথের পথিক হইয়া ভ্রান্ত হইয়াছে। সেই ব্যক্তিও অধর্ম্মের পুরস্কার ভাল বাসিত, কিন্তু আপন অপরাধের জন্যে অনুযোগ পাইল; যেহেতুক অবাক্ পশু মনুষ্যভাষাতে কথা কহিয়া সেই ভবিষ্যদ্বক্তার উন্মত্ততা নিবারণ করিল।
১৭ তাহারা নির্জ্জল কূপ এবং প্রচণ্ড বায়ুতে চালিত মেঘস্বরূপ, তাহাদের জন্যে নিত্য ঘোরতর অন্ধকার সঞ্চিত
১৮ হইয়াছে। তাহারা নিরর্থক গর্ব্বের কথা কহিয়া ভ্রমাচারিদের হইতে অল্প দূরে পলায়নকারি ব্যক্তিদিগকে শারীরিক সুখাভিলাষ ও অত্যাচারদ্বারা লোভ দেখায়।
১৯ এবং তাহাদের নিকটে স্বাধীনতার প্রতিজ্ঞা করে, কিন্তু আপনারা নষ্টামির দাস আছে; কেননা যে যদ্দারা
২০ পরাস্ত হইল, সেই তাহার দাস। তাহারা ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা এক বার সংসারের মালিন্য এড়াইলে পরে যদি পুনর্ব্বার তাহাতে লিপ্ত হইয়া পরাস্ত হয়, তবে তাহাদের প্রথম দশা অপেক্ষা শেষ
২১ দশা আরও মন্দ। কেননা ধর্ম্মপথ জানিয়া আর বার আপনাদের কাছে সমর্পিত পবিত্র আজ্ঞাহইতে পরাঙ্মুখ হওয়া অপেক্ষা বরং সেই ধর্ম্মপথ অজ্ঞাত থাকা তাহা-
২২ দের মঙ্গল হইত। কিন্তু কুকুর আপন বমি খাইতে, ও ধৌত শূকর কর্দ্দমে লুঠিতে আর বার ফিরে, এই যে সত্য দৃষ্টান্তকথা, ইহাই তাহাদের প্রতি ঘটিয়াছে।

৩ অধ্যায়।

১ হে প্রিয়বর্গ, এই দ্বিতীয় বার আমি তোমাদের নিকটে পত্র লিখিয়া তোমাদের সরল মনকে প্রবোধ দিতেছি, ২ অর্থাৎ তোমরা যেন পবিত্র ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত বাক্য, এবং ত্রাণকর্ত্তা প্রভুর প্রেরিত যে আমরা, আমা-৩ দের আজ্ঞা স্মরণ কর, এমত চেতনা দিতেছি। প্রথমে ইহা জ্ঞাত হও, যে শেষকালে নিন্দাতে আসক্ত নিন্দক লোকেরা উপস্থিত হইবে; তাহারা আপন২ কুঅভিলা-৪ ষানুসারে আচরণ করিবে, এবং 'প্রভুর আগমনের প্রতিজ্ঞা কোথায়? কেননা পিতৃলোকদের মহানিদ্রা গমনের দিনাবধি, বরং সৃষ্টির আরম্ভকালাবধি সকলই ৫ সেই অবস্থাতে থাকে,' এমন কথা কহিবে। পূর্ব্বে ঈশ্বরের বাক্যের গুণে জলহইতে ও জলদ্বারা স্থিতি প্রাপ্ত ৬ এক আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী ছিল, তাহাতে তাৎকালিক জগৎ জলাপ্লাবিত হইয়া নষ্ট হইয়াছিল, ইহা তাহারা ৭ স্বেচ্ছা পূর্ব্বক অজ্ঞাত হইতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান কালের আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সেই বাক্যের গুণে অধার্ম্মিক মনুষ্যদের বিচার ও বিনাশ হওনের দিন পর্য্যন্ত রক্ষিত ৮ হইয়া অগ্নির নিমিত্তে সঞ্চিত থাকে। আর হে প্রিয়বর্গ, তোমরা এক কথা অজ্ঞাত হইও না; ফলতঃ প্রভুর নিকটে এক দিন সহস্র বৎসরের তুল্য, এবং সহস্র বৎসর ৯ এক দিনের তুল্য। কতক লোক যদ্যপি বিলম্ব বুঝে, তথাপি প্রভু নিজ প্রতিজ্ঞা বিষয়ে বিলম্ব করেন না, কিন্তু আমাদের প্রতি দীর্ঘসহিষ্ণুতা করেন। কেননা কাহারো বিনাশ যেন না হয়, বরং সকলে যেন মনঃপরি-১০ বর্ত্তনে প্রবৃত্ত হয়, এই তাঁহার বাঞ্ছা। কিন্তু রাত্রিকালীয় চোরের ন্যায় প্রভুর দিন আসিবে; তৎকালে আকাশ-

মণ্ডল মহাশব্দ পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইবে, এবং মূলবস্তু সকল দগ্ধ হইয়া লুপ্ত হইবে. এবং পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ তাবৎ বস্তু পুড়িয়া যাইবে।

১১ অতএব এই সমস্ত যদি লোপনীয় হয়, তবে পবিত্র আচরণে ও ঈশ্বরভক্তিতে কি প্রকার লোক হইয়া ঈশ্ব-
১২ রের সেই দিনের আগমন অপেক্ষা ও আকাঙ্ক্ষা করা তোমাদের উচিত, যাহার তেজে আকাশমণ্ডল জ্বলিয়া লুপ্ত হইবে, এবং মূলবস্তু সকল দগ্ধ হইয়া গলিয়া যা-
১৩ ইবে! কিন্তু আমরা তাঁহার প্রতিজ্ঞানুসারে এক নূতন আকাশমণ্ডলের ও নূতন পৃথিবীর অপেক্ষাতে আছি, তাহা ধর্ম্মের বাসস্থান হইবে।

১৪ অতএব হে প্রিয়বর্গ, তোমরা এই সকলের অপেক্ষা করিয়া তাঁহার কাছে কলঙ্ক ও দোষরহিত হইয়া শা-
১৫ ন্তিতে প্রত্যক্ষ হইতে যত্ন কর। আর আমাদের প্রভুর দীর্ঘসহিষ্ণুতাকে পরিত্রাণের হেতুজ্ঞান কর। আমাদের প্রিয় ভ্রাতা যে পৌল সেও ঈশ্বরদত্ত আপনার জ্ঞানা-
১৬ নুসারে তোমাদের প্রতি এমত কথা লিখিয়াছে। এবং এতদ্বিষয়ে সকল পত্রেতে এই প্রকার কথা কহে; তাহার মধ্যে অনেক কথা দুর্গম্য হওয়াতে অজ্ঞান ও চঞ্চল লোকেরা আপনাদের বিনাশার্থে যেমন অন্য সমস্ত
১৭ শাস্ত্রের, তদ্রূপ তাহারও অর্থ বিরূপ করে। অতএব হে প্রিয়বর্গ, এ সকল অগ্রে জানাতে তোমরা পাছে ধর্ম্ম-হীনদের ভ্রান্তিতে ভ্রান্ত হইয়া আপনাদের স্থিরতাহইতে
১৮ পতিত হও, এই নিমিত্তে সাবধান থাক। এবং আমাদের প্রভু ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহে ও জ্ঞানে বর্দ্ধিষ্ণু হও। তাঁহার গৌরব এখন ও অনন্ত দিন পর্য্যন্ত প্রকাশিত হউক। আমেন্।

যোহনের প্রথম সর্ব্বসাধারণ পত্র।

১ অধ্যায়।

১ যিনি আদিকালাবধি ছিলেন, যাঁহার রব আমরা শুনিয়াছি, যাঁহাকে স্বচক্ষুতে দেখিয়া নিরীক্ষণ করিয়াছি এবং স্বহস্তে স্পর্শ করিয়াছি, সেই জীবনের বাক্যকে
২ আমরা প্রচার করিতেছি। ফলতঃ সেই জীবনস্বরূপ সপ্রকাশ হইলেন, এবং আমরা তাঁহাকে দেখিয়াছি, ও তাঁহার বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছি; এবং যিনি পিতার সন্নিধানে ছিলেন, ও আমাদের নিকটে প্রকাশিত হইলেন, সেই অনন্ত জীবনকে আমরা তোমাদিগকে জ্ঞাত
৩ করিতেছি। যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তাহাই তোমাদিগকে জানাইতেছি; (কি নিমিত্তে?) আমাদের সহিত যেন তোমাদেরও সহভাগিতা হয়। এবং আমাদের যে সহভাগিতা আছে, তাহা পিতার এবং তাঁহার পুত্র যীশু
৪ খ্রীষ্টের সহিত সহভাগিতা। এবং তোমাদের আনন্দ যেন সম্পূর্ণ হয়, একারণ এই সকল লিখিতেছি।

৫ আমরা যে বার্ত্তা তাঁহার কাছে শুনিয়া তোমাদিগকে জানাইতেছি, তাহা এই, ঈশ্বর দীপ্তিস্বরূপ; তাঁহাতে
৬ অন্ধকারের লেশমাত্র নাই। তাঁহার সহিত আমাদের সহভাগিতা আছে, এমন কথা বলিয়া যদি আমরা অন্ধকারে চলি, তবে মিথ্যাবাদী হই, সত্যাচরণ করি
৭ না। কিন্তু তিনি যেমন দীপ্তিনিবাসী, তদ্রূপ আমরাও

যদি দাণ্ডতে চাল, তবে আমাদের পরস্পর সহভাগিতা আছে; এবং তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের রক্ত তাবৎ
৮ পাপহইতে আমাদিগকে পরিষ্কৃত করে। আমাদের পাপ নাই, এমন কথা যদি বলি, তবে আপনারাই আপনাদিগকে ভুলাই, এবং আমাদিগের অন্তরে সত্য ধর্ম্ম
৯ নাই। কিন্তু যদি আপনাদের পাপ স্বীকার করি, তবে তিনি বিশ্বাস্য ও ন্যায়বান, এই জন্যে আমাদের পাপ ক্ষমা করিবেন, এবং তাবৎ অধর্ম্মহইতে আমাদিগকে
১০ পরিষ্কৃত করিবেন। আমরা পাপ করি নাই, এমন কথা যদি বলি, তবে তাঁহাকেই মিথ্যাবাদী করি, এবং তাঁহার বাক্য আমাদের অন্তরে নাই।

২ অধ্যায়।

১ হে প্রিয় বালকগণ, তোমরা যেন পাপ না কর, এই জন্যে তোমাদিগকে এই সকল লিখিতেছি। এবং কেহ যদি পাপ করে, তবে পিতার নিকটে আমাদের এক
২ শান্তিকর্ত্তা আছেন, তিনি ধার্ম্মিক যীশু খ্রীষ্ট। এবং তিনি আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত; কেবল আমাদের নয়, সমুদয় জগজ্জনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছেন।
৩ আর আমরা তাঁহাকে জানি, ইহা তাঁহার আজ্ঞা পালন-
৪ দ্বারা জ্ঞাত হইতে পারি। তাঁহাকে জানি, এমন কথা বলিয়া যে কেহ তাঁহার আজ্ঞা পালন না করে, সে
৫ মিথ্যাবাদী, এবং তাহার অন্তরে সত্য ধর্ম্ম নাই। কিন্তু যে ব্যক্তি তাঁহার বাক্য পালন করে, তাহারই অন্তরে ঈশ্বরের প্রেম সত্য রূপে সিদ্ধ হয়; এই লক্ষণদ্বারা আমরা
৬ যে তাঁহাতে আছি, ইহা জানি। কিন্তু আমি তাঁহাতে থাকি, এমন কথা যে বলে, তাহার উচিত যেন খ্রীষ্ট যে রূপ আচরণ করিতেন, আপনিও তদ্রূপ আচরণ করে।

৭ হে প্রিয়বর্গ, আমি তোমাদের প্রতি কোন নূতন আজ্ঞা লিখিতেছি এমন নহে; প্রথমাবধি যে আজ্ঞা পাইয়াছ, এমন পুরাতন আজ্ঞা লিখিতেছি; তোমরা যে কথা প্রথমাবধি শুনিয়া আসিতেছ, তাহা ঐ পুরাতন ৮ আজ্ঞা। তথাপি এক নূতন আজ্ঞা তোমাদিগকে লিখি, ইহাও তোমাদের ও তাঁহার বিষয়ে সত্য, যেহেতুক অন্ধকার ঘুচিয়া যাইতেছে, সত্য দীপ এখন জ্বলিতেছে। ৯ 'আমি দীপ্তিতে আছি,' ইহা বলিয়া যে ব্যক্তি আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা করে, সে অদ্যাপি অন্ধকারে আছে। ১০ যে জন আপন ভ্রাতাকে প্রেম করে, সেই দীপ্তিতে ১১ থাকে, এবং তাহার মধ্যে বিঘ্ন নাই। কিন্তু যে কেহ আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা করে, সে অন্ধকারে আছে, এবং অন্ধকারে চলে, এবং কোথায় যায়, তাহা জানে না, কারণ অন্ধকার তাহার চক্ষু অন্ধ করিয়াছে।

১২ হে বালকগণ, তাঁহার নামের গুণে তোমাদের পাপের মার্জ্জনা হইয়াছে, এই জন্যে আমি তোমাদের প্রতি ১৩ লিখিতেছি। হে পিতৃবর্গ, যিনি আদিকালাবধি আছেন, তাঁহাকে তোমরা জ্ঞাত হইয়াছ, এই জন্যে তোমাদের প্রতি লিখিতেছি। হে যুবকেরা, তোমরা পাপাত্মাকে জয় করিয়াছ, এই জন্যে তোমাদের প্রতি লিখিতেছি। হে শিশুগণ, তোমরা পিতাকে জ্ঞাত হইয়াছ, এই ১৪ জন্যে তোমাদের প্রতি লিখিলাম। হে পিতৃবর্গ, যিনি আদিকালাবধি আছেন, তাঁহাকে তোমরা জ্ঞাত হইয়াছ, এই জন্যে তোমাদের প্রতি লিখিলাম। হে যুবকগণ, তোমরা বলবান, এবং ঈশ্বরের বাক্য তোমাদের অন্তরে থাকে, এবং তোমরা পাপাত্মাকে জয় করিয়াছ, এই ১৫ জন্যে তোমাদের প্রতি লিখিলাম। তোমরা জগৎকে এবং জগতীস্থ বিষয়কে প্রেম করিও না; যে কেহ জগৎকে

১৬ প্রেম করে, পিতার প্রেম তাহাতে নাই। কেননা জগতে যে কিছু আছে, অর্থাৎ শারীরিক ভাবের অভিলাষ, ও চক্ষুর অভিলাষ, ও জীবনের গর্ব্ব, এই সকল পিতার ১৭ সম্বন্ধীয় নহে, জগৎসম্বন্ধীয় আছে। এবং জগৎ ও তাহার অভিলাষ অতীত হইতেছে, কিন্তু যে জন ঈশ্বরের ইষ্ট ক্রিয়া করে, সে অনন্তকালস্থায়ী।

১৮ হে শিশুগণ, এই সময় শেষসময়; এবং খ্রীষ্টারি উপস্থিত হইবে, এই যে কথা শুনিয়াছ, তদনুসারে সম্প্রতি অনেক খ্রীষ্টারি হইয়াছে, অতএব এই যে শেষসময়, ১৯ তাহা আমরা জ্ঞাত হইতেছি। তাহারা আমাদের মধ্যহইতে নির্গত হইল বটে, কিন্তু আমাদের সম্বন্ধীয় ছিল না; কেননা যদি আমাদের সম্বন্ধীয় হইত, তবে আমাদের সঙ্গে থাকিত; কিন্তু ব্যক্ত হইবার জন্যে নির্গত ২০ হইল, কেননা সকলে আমাদের সম্বন্ধীয় নয়। যিনি পবিত্র, তাঁহাহইতে তোমরা এক অভিষেক পাইয়াছ, ২১ এবং সকলই জান। তোমরা যে সত্য মত জান না, এই জন্যে তোমাদের প্রতি লিখিলাম, তাহা নয়; কিন্তু সত্য মত জ্ঞাত হইয়াছ, এবং কোন মিথ্যা কথা সত্যমত ২২ সম্বন্ধীয় নয়, এই জন্যে লিখিলাম। যীশুই অভিষিক্ত ত্রাণকর্ত্তা, ইহা যে অস্বীকার করে, সে ব্যতিরেকে আর কে মিথ্যাবাদী? সেই জন পিতাকে ও পুত্রকে ২৩ অস্বীকারকারি খ্রীষ্টারি। পুত্রকে যে অস্বীকার করে, সে পিতাকেও ধারণ করে না; কিন্তু যে জন পুত্রকে ২৪ স্বীকার করে, সে পিতাকেও ধারণ করে। তোমরা প্রথমাবধি যাহা শুনিয়াছ, তাহাই তোমাদের অন্তরে থাকুক; প্রথমাবধি শ্রুত বাক্য যদি তোমাদের অন্তরে থাকে, তবে ২৫ তোমরাও পুত্রেতে ও পিতাতে থাকিবা। ইহাই তাঁহার প্রতিজ্ঞা; তিনি আমাদের প্রতি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,

২৬ তাহা অনন্ত জীবন। যাহারা তোমাদিগকে ভ্রান্ত করে,
২৭ তাহাদের বিষয়ে এই কথা তোমাদিগকে লিখিলাম। তোমরা তাঁহাহইতে যে অভিষেক পাইয়াছ, তাহা তোমাদিগেতে থাকে, অতএব কেহ যে তোমাদিগকে শিক্ষা দেয়, ইহাতে তোমাদের প্রয়োজন নাই; কিন্তু সেই অভিষেক যদি সর্ব্ববিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দেয়, এবং যদি অসত্য বিনা কেবল সত্য হয়, তবে সে তোমাদিগকে
২৮ যেরূপ শিক্ষা দিয়াছে, তদনুসারে তাঁহাতে থাক। অতএব হে বালকগণ, তিনি যে সময়ে প্রকাশিত হইবেন, তৎকালে আমরা প্রতিভান্বিত হইয়া যেন তাঁহার আগমনে তাঁহার সাক্ষাতে লজ্জা না পাই, এই জন্যে এখন তাঁহাতে থাক।
২৯ তিনি ধার্ম্মিক, ইহা যদি জান, তবে যে কেহ ধর্ম্মাচরণ করে, সে তাঁহাহইতে জাত, ইহাও জ্ঞাত হও।

৩ অধ্যায়।

১ দেখ, আমরা ঈশ্বরের সন্তান, এই নামে বিখ্যাত হইতেছি, ইহাতে পিতা আমাদের প্রতি কেমন মহাপ্রেম প্রকাশ করিয়াছেন। এই জন্যে জগৎ আমাদিগকে জা-
২ নে না, কারণ সে তাঁহাকে জানে নাই। হে প্রিয়গণ, এক্ষণে আমরা ঈশ্বরের সন্তান আছি; কিন্তু পশ্চাৎ কি হইব, তাহা অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই; তথাচ যখন প্রকাশিত হইবে, তখন আমরা তাঁহার সদৃশ হইব, ইহা জানি; কেননা তিনি যাদৃশ আছেন, তা-
৩ দৃশ তাঁহাকে দর্শন করিব। এবং তাঁহার প্রতি এই আশা যে কাহারো আছে, সে আপনাকে তাদৃশ পবিত্র
৪ করে, যাদৃশ তিনি পবিত্র আছেন। যে কেহ পাপাচরণ করে, সে ব্যবস্থা লঙ্ঘন করে; কেননা পাপই ব্যবস্থা-
৫ লঙ্ঘন। আর তোমরা জান, আমাদের পাপভার লইয়া

যাইবার নিমিত্তে তিনি সপ্রকাশ হইয়াছেন, এবং তাঁ-
৬ হাতে পাপ নাই। যে কেহ তাঁহাতে থাকে, সে পাপাচরণ
করে না; যে কেহ পাপাচরণ করে, সে তাঁহাকে দেখে
৭ নাই, এবং জানেও নাই। হে বালকগণ, সাবধান,
কেহ যেন তোমাদের ভ্রান্তি না জন্মায়; যে জন ধর্ম্মাচরণ
করে, সে তাদৃশ ধার্ম্মিক, যাদৃশ তিনি ধার্ম্মিক আছেন।
৮ যে জন পাপাচরণ করে, সে শয়তানের লোক, কারণ
শয়তান প্রথমাবধি পাপাচরণ করিয়া আসিতেছে। শয়-
তানের কর্ম্ম লোপ করিবার নিমিত্তেই ঈশ্বরের পুত্র
৯ সপ্রকাশ হইয়াছেন। যে কেহ ঈশ্বরহইতে জাত, সে
পাপাচরণ করে না, কারণ তাহার অন্তরে ঈশ্বরের বীর্য্য
থাকে; এবং সে পাপাচরণ করিতে পারে না, কারণ
১০ ঈশ্বরহইতে তাহার জন্ম হইয়াছে। ইহাতেই ঈশ্বরের
সন্তানদিগকে এবং শয়তানের সন্তানদিগকে চেনা যায়।
যে কেহ ধর্ম্মাচরণ না করে, এবং যে জন আপন ভ্রা-
তার প্রতি প্রেম না করে, তাহারা ঈশ্বরহইতে জাত
১১ নয়। তোমরা যে আদেশ প্রথমাবধি শুনিয়াছ, তাহা
কি? তাহা এই যে আমাদের পরস্পর প্রেম করা কর্ত্তব্য।
১২ পাপাত্মাহইতে জাত যে কাবিল আপন ভ্রাতাকে বধ
করিয়াছিল, তাহার সদৃশ হওয়া আমাদের অনুচিত। সে
কেন তাহাকে বধ করিয়াছিল? কারণ এই যে তাহার
১৩ কর্ম্ম পাপময় ছিল, কিন্তু ভ্রাতার কর্ম্ম ধর্ম্মময়। হে ভ্রাতৃ-
গণ, জগতের লোকেরা যদি তোমাদিগকে ঘৃণা করে,
১৪ তবে তাহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিও না। আমরা মৃত্যু-
হইতে জীবনে উত্তীর্ণ হইয়াছি, ইহা ভ্রাতৃগণের প্রতি
প্রেম করণদ্বারা জানি; যে কেহ আপন ভ্রাতাকে প্রেম
১৫ না করে, সে মৃত্যুমধ্যে থাকে। যে কেহ আপন ভ্রাতাকে
ঘৃণা করে, সে নরঘাতক; এবং তোমরা জান, কোন

১৬ নরঘাতকের অন্তরে অনন্ত জীবন বসতি করে না। আমাদের নিমিত্তে তিনি আপন প্রাণ সমর্পণ করিলেন, ইহাতেই আমরা প্রেমের তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়াছি। ভ্রাতৃগণের নিমিত্তে আমাদেরও প্রাণ সমর্পণ করা কর্ত্তব্য।
১৭ সাংসারিক বিষয় প্রাপ্ত যে ব্যক্তি আপন ভ্রাতাকে দীনহীন দেখিয়া তাহার প্রতি আপনার দয়া রোধ করে, সেই ব্যক্তির অন্তরে ঈশ্বরের প্রেম কি প্রকারে থাকি-
১৮ তে পারে? হে বালকগণ, আইস, আমরা কেবল বাক্যেতে কিম্বা জিহ্বাতে প্রেম না করিয়া কার্য্যেতে ও
১৯ সত্যতাতে প্রেম করি। তাহাতে আমরা যে সত্য মত সম্বন্ধীয়, ইহা জ্ঞাত হইয়া তাঁহার সাক্ষাতে আপনাদের
২০ মন সুস্থির করিতে পারিব। কেননা আমাদের মন যদি আমাদিগকে দোষী করে, তবে আমাদের মন অপেক্ষা
২১ ঈশ্বর মহান, এবং সকলি জানেন। হে প্রিয়গণ, আমাদের মন যদি আমাদিগকে দোষী না করে, তবে ঈশ্ব-
২২ রের নিকটে আমরা প্রতিভান্বিত হই। এবং যে কিছু যাচ্ঞা করি, তাহাই তাঁহার নিকটে পাই; কেননা আমরা তাঁহার আজ্ঞা পালন করিয়া থাকি, এবং তাঁহার
২৩ গোচরে যাহা তুষ্টিজনক, তাহা করিয়া থাকি। আর তাঁহার আজ্ঞা কি? তাহা এই যে তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের নামে বিশ্বাস করা-এবং তাঁহার দত্ত আজ্ঞানু-
২৪ সারে পরস্পর প্রেম করা আমাদের কর্ত্তব্য। যে জন তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করে, সে তাঁহাতে থাকে, এবং সেই ব্যক্তিতে তিনিও থাকেন; আর তিনি যে আমাদিগেতে থাকেন, ইহা আমরা তাঁহার দত্ত আত্মাদ্বারা জ্ঞাত হইতেছি।

---

৪ অধ্যায়।

১ হে প্রিয়বর্গ, তোমরা সর্ব্বপ্রকার আত্মাকে প্রত্যয় করিও না, কিন্তু আত্মার সঞ্চার ঈশ্বরহইতে হইয়াছে কি না, ইহার পরীক্ষা কর; কেননা জগতের মধ্যে ২ অনেক ভাক্ত ভবিষ্যদ্বক্তা আসিয়াছে। ঈশ্বরের যে আত্মা, তাহাকে এই চিহ্নদ্বারা জানিবা; যীশু খ্রীষ্ট মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যে প্রত্যেক আত্মা ইহা ৩ স্বীকার করে, তাহার সঞ্চার ঈশ্বরহইতে হইয়াছে। আর যীশু খ্রীষ্ট মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যে প্রত্যেক আত্মা ইহা অস্বীকার করে, তাহার সঞ্চার ঈশ্বরহইতে হয় নাই, সে খ্রীষ্টারির আত্মা। সে উপস্থিত হইবে, ইহা তোমরা শুনিয়াছ; এবং সে এখন জগতে উপস্থিত ৪ হইল। হে বালকগণ, তোমরা ঈশ্বরহইতে জাত, এবং তাহাদিগকে জয় করিয়াছ; কারণ যিনি তোমাদের মধ্যবর্ত্তী, তিনি জগতের মধ্যবর্ত্তি (ব্যক্তি) অপেক্ষা মহান। ৫ তাহারা জগতের লোক, এই জন্যে জগতের কথা কহে, ৬ এবং জগৎ তাহাদের কথা মানে। আমরা ঈশ্বরের লোক; যে কেহ ঈশ্বরকে জানে, সে আমাদের কথা মানে; কিন্তু যে কেহ ঈশ্বরের লোক নয়, সে আমাদের কথা মানে না। ইহাদ্বারা আমরা সত্যতার আত্মাকে এবং ভ্রান্তির আত্মাকে জানিতে পারি।

৭ হে প্রিয়বর্গ, আইস, আমরা পরস্পর প্রেম করি, কেননা প্রেম ঈশ্বরহইতে উৎপন্ন; আর যে কেহ প্রেম করে, সে ঈশ্বরহইতে জাত হইয়াছে, এবং ঈশ্বরকে ৮ জানে। যে জন প্রেম করে না, সে ঈশ্বরকে জ্ঞাত নহে; ৯ যেহেতুক ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ। আমাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রেম একটী বিশেষ প্রমাণদ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে; তাহা

এই, আমরা যেন তাঁহার পুত্রদ্বারা জীবন পাই, এই জন্যে ঈশ্বর আপনার অদ্বিতীয় পুত্রকে এই জগতে
১০ প্রেরণ করিলেন। ইহাতেই প্রেম আছে। আমরা যে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম করিয়াছি তাহা নয়: কিন্তু তিনি আমাদিগকে প্রেম করিয়া আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত-
১১ রূপে আপন পুত্রকে পাঠাইলেন। হে প্রিয়গণ, আমাদের প্রতি যদি ঈশ্বর এমত প্রেম করিলেন, তবে আমা-
১২ দেরও পরস্পর প্রেম করা কর্ত্তব্য। কেহ কখনো ঈশ্বরকে দেখে নাই; আমরা যদি পরস্পর প্রেম করি, তবে ঈশ্বর আমাদের মধ্যে থাকেন, এবং আমাদিগেতে তাঁ-
১৩ হার প্রেম সিদ্ধ হয়। আমরা যে তাঁহাতে থাকি, এবং তিনি যে আমাদিগেতে থাকেন, তাহা এই প্রমাণদ্বারা জানি, যে তিনি নিজ আত্মার অংশ আমাদিগকে দান
১৪ করিয়াছেন। এবং পিতা জগতের পরিত্রাণকারি আপন পুত্রকে প্রেরণ করিয়াছেন, ইহা আমরা দেখিয়াছি, এবং
১৫ ইহার সাক্ষ্য দিতেছি। যীশু ঈশ্বরের পুত্র, ইহা যে কেহ স্বীকার করে, ঈশ্বর তাহাতে থাকেন, এবং সে ঈশ্বরেতে
১৬ থাকে। আমাদের প্রতি ঈশ্বরের যে প্রেম আছে, তাহা আমরা জ্ঞাত হইয়াছি, এবং তাহাতে বিশ্বাস করিতেছি। ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ; প্রেমেতে যে থাকে, সে ঈশ্বরেতে
১৭ থাকে, এবং ঈশ্বর তাহাতে থাকেন। সিদ্ধ প্রেমের এই ফল আমাদের হয়, যে বিচারদিনে আমরা প্রতিভান্বিত হইব, কেননা তিনি যাদৃশ আছেন, এই জগতে আমরাও
১৮ তাদৃশ আছি। প্রেমেতে ভয় নাই; বরঞ্চ সিদ্ধ প্রেম ভয়কে বাহির করিয়া দেয়; কেননা ভয় যন্ত্রণাযুক্ত; এবং
১৯ যে জন ভয় করে, সে প্রেমেতে সিদ্ধ নয়। (আইস,) আমরা তাঁহাকে প্রেম করি, কারণ অগ্রে তিনি আমা-
২০ দিগকে প্রেম করিয়াছেন। 'আমি ঈশ্বরকে প্রেম করি,'

এমন কথা বলিয়া যে ব্যক্তি আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা করে, সে মিথ্যাবাদী; কেননা আপনার যে ভ্রাতাকে দেখে, তাহাকে যদি প্রেম না করে, তবে যাঁহাকে দেখে নাই,
২১ এমত ঈশ্বরকে কি প্রকারে প্রেম করিতে পারে? আর যে জন ঈশ্বরকে প্রেম করে, সে আপন ভ্রাতাকেও প্রেম করুক, এই আজ্ঞা আমরা তাঁহাহইতে পাইয়াছি।

৫ অধ্যায়।

১ যীশু অভিষিক্ত ত্রাণকর্ত্তা, ইহাতে বিশ্বাসকারি প্রত্যেক জন ঈশ্বরহইতে জাত হইয়াছে; এবং যে কেহ জন্মদাতাকে প্রেম করে, সে তাঁহাহইতে জাত ব্যক্তিকেও প্রেম
২ করে। এই প্রমাণদ্বারা আমরা জানি, যখন ঈশ্বরকে প্রেম করিয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন করি, তখন ঈশ্বরের
৩ সন্তানদিগকেও প্রেম করি। কেননা ঈশ্বরের প্রতি যে প্রেম, তাহা এই যে আমরা তাঁহার আজ্ঞা পালন করি;
৪ আর তাঁহার আজ্ঞা সকল কঠিন নহে। যে কেহ ঈশ্বরহইতে জাত, সে জগৎকে জয় করে; এবং জগজ্জয়ী
৫ যে জয় সেই আমাদের বিশ্বাস। জগৎকে জয় করে কে? কেবল সেই যে বিশ্বাস করে যে যীশু ঈশ্বরের পুত্র।
৬ তিনিই জল ও রক্ত দিয়া আগত ব্যক্তি; তিনিই যীশু খ্রীষ্ট (অর্থাৎ অভিষিক্ত ত্রাণকর্ত্তা;) তিনি কেবল জলসম্বলিত নহেন, জল ও রক্ত উভয় সম্বলিত হইলেন, এবং আত্মা তাঁহার সাক্ষী আছেন, কারণ আত্মাই সত্যতাস্বরূপ।
৭ (কেননা পিতা ও বাক্য ও পবিত্র আত্মা, এই তিন স্বর্গেতে সাক্ষী আছেন, এবং এই তিন একই আছেন।) এবং
৮ আত্মা ও জল ও রক্ত, এই তিন পৃথিবীতে সাক্ষী আছে,
৯ এবং তিনেরই এক সাক্ষ্য। আমরা যদি মনুষ্যের সাক্ষ্য গ্রাহ্য করি, তবে ঈশ্বরের সাক্ষ্য তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর এ

ঈশ্বরের সাক্ষ্য; নিজ পুত্রের বিষয়ে তিনি আপনি এই
১০ সাক্ষ্য দিয়াছেন। যে জন ঈশ্বরের পুত্রেতে বিশ্বাস
করে, সে আপনার অন্তরে ঐ সাক্ষ্য পাইয়াছে; যে জন
ঈশ্বরে অবিশ্বাস করে, সে তাঁহাকে মিথ্যাবাদী করি-
য়াছে; কারণ ঈশ্বর আপন পুত্রের বিষয়ে যে সাক্ষ্য
১১ দিয়াছেন, তাহাতে বিশ্বাস করে নাই। তাঁহার সাক্ষ্য
এই যে ঈশ্বর আমাদিগকে অনন্ত জীবন দিয়াছেন, এবং
১২ সেই জীবন তাঁহার পুত্রেতে আছে। যে জন পুত্রকে
পাইয়াছে, সে জীবন পাইয়াছে; কিন্তু যে জন ঈশ্বরের
১৩ পুত্রকে পায় নাই, সে জীবন পায় নাই। ঈশ্বরের
পুত্রের নামে বিশ্বাসকারী যে তোমরা, তোমাদিগকে
আমি এই কথা লিখিলাম, কেন? ঈশ্বরের পুত্রের নামে
বিশ্বাসকারী যে তোমরা, তোমরা অনন্ত জীবন প্রাপ্ত
আছ, ইহা যেন জ্ঞাত হও।

১৪ তাঁহার সাক্ষাতে আমাদের যে প্রতিভা আছে, তাহা
এই, আমরা যদি তাঁহার ইচ্ছানুযায়ি কোন বর প্রার্থনা
১৫ করি, তবে তিনি আমাদের প্রার্থনা শুনেন। এবং তিনি
আমাদের তাবৎ প্রার্থনা শুনেন, ইহা যদি জানি, তবে
তাঁহার নিকটে আমাদের প্রার্থিত বর প্রাপ্ত হই, ইহাও
১৬ জানি। কেহ যদি আপন ভ্রাতাকে অমৃত্যুজনক পাপ
করিতে দেখে, তবে তাহার নিমিত্তে প্রার্থনা করুক;
তাহাতে যে জন মৃত্যুজনক পাপ করে নাই, তাহাকে
সে জীবন দিবে; মৃত্যুজনক এক পাপ আছে, তাহার
১৭ বিষয়ে যাচ্ঞা করিতে হয়; তাহা আমি বলি না। তাবৎ
১৮ অধর্ম্মই পাপ, কিন্তু সকল পাপ মৃত্যুজনক নহে। আ-
মরা জানি, যে কেহ ঈশ্বরহইতে জাত, সে পাপাচরণ
করে না, কিন্তু ঈশ্বরহইতে জাত ব্যক্তি আপনাকে রক্ষা
১৯ করে, এবং পাপাত্মা তাহাকে স্পর্শ করে না। আমরা

জানি, আমরা ঈশ্বরের লোক; কিন্তু সমুদয় জগৎ পা-
২০ পাত্মার বশে পতিত আছে। আরও জানি, ঈশ্বরের পুত্র আসিয়াছেন, এবং আমরা যদ্দ্বারা সেই সত্যময়ের জ্ঞান পাইতে পারি, এমত বিবেক (ঈশ্বর) আমাদিগকে দি-য়াছেন; এবং আমরা সেই সত্যময়ের অর্থাৎ তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের আশ্রয়ে আছি; তিনিই সত্যময় ঈশ্বর
২১ এবং অনন্ত জীবন। হে বালকগণ, তোমরা পুত্তলিকাদের হইতে আপনাদিগকে রক্ষা কর। আমেন্।

যোহনের দ্বিতীয় পত্র।

---

১ হে মনোনীতে কর্ত্রি, প্রাচীন লোক যে আমি, আমি তোমাকে ও তোমার সন্তানগণকে পত্র লিখিতেছি। সত্য ধর্ম্ম প্রযুক্ত আমি তোমাদিগকে প্রেম করি; কেবল আমি নয়, বরং যত লোক সত্য ধর্ম্ম জানে, সকলেই
২ প্রেম করে। সেই প্রেমের মূল যে সত্য ধর্ম্ম, তাহা আমাদিগেতে থাকে, এবং অনন্ত কাল পর্য্যন্ত থাকিবে।
৩ পিতা ঈশ্বরহইতে এবং সেই পিতার পুত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্টহইতে অনুগ্রহ ও কৃপা ও শান্তি সত্যতাতে ও প্রে-মেতে (সফল হইয়া) তোমাদের সহবর্ত্তী হউক।
৪ আমরা পিতাহইতে যে আজ্ঞা পাইয়াছি, তদনুসারে তোমার কতিপয় সন্তান সত্য ধর্ম্মে আচরণ করিয়া

থাকে, ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়াতে আমি বড় আন-
৫ ন্দিত হইলাম। হে কর্ত্রি, সম্প্রতি তোমাকে কোন নূতন
আজ্ঞা লিখি তাহা নয়, কিন্তু যে আজ্ঞা আমরা প্রথমা-
বধি পাইয়াছি, তদনুসারে নিবেদন করি, আমাদের
৬ পরস্পর প্রেম করা কর্ত্তব্য। এবং প্রেম এই, যে আ-
মরা তাঁহার আজ্ঞানুসারে আচরণ করি। তোমরা প্রথমা-
বধি যাহা শুনিয়াছ, এ সেই আজ্ঞা, এবং তদনুসারে
৭ তোমাদের আচরণ করা কর্ত্তব্য। কেননা জগতে অনেক
প্রবঞ্চক আসিয়াছে; তাহারা যীশু খ্রীষ্টের মনুষ্যাবতার
৮ স্বীকার করে না; এই লোক প্রবঞ্চক ও খ্রীষ্টারি। আ-
মরা যে শ্রম করিয়াছি, তাহার ফল যেন না হারাই,
বরং তাহার সম্পূর্ণ বেতন যেন পাই, এই নিমিত্তে তো-
৯ মরা আপনাদের বিষয়ে সাবধান হও। যে কেহ বিপথ-
গামী হইয়া খ্রীষ্টের শিক্ষাতে না থাকে, সে ঈশ্বরকে
ধারণ করে না; যে কেহ খ্রীষ্টের শিক্ষাতে থাকে,
১০ সেই পিতা ও পুত্র উভয়কে ধারণ করে। এই শিক্ষা
সম্বলিত না হইয়া কেহ যদি তোমাদের নিকটে আইসে,
তবে তাহাকে গৃহে গ্রাহ্য করিও না, এবং 'মঙ্গল হউক,'
১১ এমন কথা তাহাকে বলিও না। কেননা 'মঙ্গল হউক,'
এমন কথা যে কেহ তাহাকে বলে, সে তাহার দুষ্কর্ম্মের
সহভাগী হয়।

১২ তোমাদিগকে লিখিবার অনেক কথা ছিল; কিন্তু কাগজ
ও কালী ব্যবহার করিতে চাহিলাম না; কেননা বোধ
হয়, আমাদের আনন্দ যেন সম্পূর্ণ হয়, এই নিমিত্তে
আমি তোমাদের নিকটে গিয়া সম্মুখাসম্মুখি হইয়া কথা-
১৩ বার্ত্তা করিতে পারিব। তোমার মনোনীত ভগিনীর সন্তান-
গণ তোমাকে নমস্কার জানাইতেছে। আমেন।

যোহনের তৃতীয় পত্র।

---

১ প্রাচীন লোক আমি যে প্রিয়তম গায়কে সত্য ধর্ম্ম
২ প্রযুক্ত প্রেম করি, তাহার প্রতি পত্র লিখিতেছি। হে
প্রিয়, তোমার আত্মা যেমন মঙ্গল প্রাপ্ত, তদ্রূপ সর্ব্ব-
বিষয়ে তোমার মঙ্গল ও স্বাস্থ্য হউক, এই আমার প্রা-
৩ র্থনা। ভ্রাতৃগণ আসিয়া তোমার সত্য ধর্ম্মের, বিশে-
ষতঃ তুমি যে সত্যাচরণ করিয়া থাক, তাহার বিষয়ে
৪ সাক্ষ্য দেওয়াতে আমি বড় আনন্দিত হইলাম। আমার
সন্তানগণ সত্য ধর্ম্মাচরণ করিতেছে, এই সংবাদ শ্রবণে
আমার যে আনন্দ জন্মে, তদপেক্ষা আর বড় আনন্দ
৫ নাই। হে প্রিয়, তুমি ভ্রাতৃগণের প্রতি, বিশেষতঃ সেই
বিদেশি ভ্রাতাদিগের প্রতি যাহা করিয়া থাক, তাহা
৬ বিশ্বাসি লোকের যোগ্য। তাহারা মণ্ডলীর সাক্ষাতে
তোমার প্রেমের বিষয়ে সাক্ষ্য দিল; তুমি যদি ঈশ্বরের
যোগ্য রূপে তাহাদিগকে প্রস্থাপন কর, তবে উত্তম কার্য্য
৭ করিবা। কেননা তাহারা (প্রভুর) নামে যাত্রা করি-
৮ য়াছে, অন্যজাতীয়দের কাছে কিছু গ্রহণ করে না। অত-
এব সত্য ধর্ম্মের সহায় হওনার্থে আমাদের সেই প্রকার
লোকদিগকে গ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য।

৯ আমি মণ্ডলীর প্রতি পত্র লিখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা-
দের প্রাধান্যাভিলাষি দিয়ত্রিফি আমাদিগকে অগ্রাহ্য
১০ করে। এই জন্যে যখন আসিব, তখন তাহার সমস্ত
ক্রিয়া তাহাকে স্মরণ করাইব, কেননা সে দুর্ব্বাক্যদ্বারা

আমাদের গ্লানি করে; এবং তাহাতেও তৃপ্ত না হইয় আপনি ভ্রাতৃগণকে গ্রাহ্য করে না, এবং অন্য কেহ২ গ্রাহ্য করিতে চাহিলে তাহাদিগকেও বারণ করে, এবং
১১ মণ্ডলীহইতে বাহির করে। হে প্রিয়, তুমি দুষ্ক্রিয়ার অনুকারী না হইয়া সৎক্রিয়ার অনুগামী হও; যে কেহ সৎক্রিয়া করে, সেই ঈশ্বরহইতে জাত; কিন্তু যে দুষ্ক্রিয়া
১২ করে, সে ঈশ্বরকে দর্শন করে নাই। দীমীত্রিয়ের পক্ষে সকলে সাক্ষ্য দিয়াছে, বিশেষতঃ স্বয়ং সত্যতা দিয়াছে, এবং আমরাও সাক্ষ্য দিতেছি; আর আমাদের সাক্ষ্য যে সত্য, ইহা তোমরা জ্ঞাত আছ।
১৩ আমার লিখিবার অনেক কথা ছিল, কিন্তু কালী ও
১৪ লেখনীদ্বারা তাহা লিখিতে চাহি না। অবিলম্বে তোমাকে দেখিব তাহাতে আমরা সম্মুখাসম্মুখি হইয়া কথাবার্ত্তা করিব, এমত প্রত্যাশা করিতেছি। তোমার শান্তি হউক। আমাদের বন্ধুরা তোমাকে নমস্কার করিতেছে; তুমিও প্রত্যেকের নাম লইয়া বন্ধুদিগকে নমস্কার কর।

যিহূদার সর্ব্বসাধারণ পত্র।

---

১ পিতা ঈশ্বরের গুণে পবিত্রীকৃত ও যীশু খ্রীষ্টের নিমিত্তে রক্ষিত আহূত লোকদের প্রতি যীশু খ্রীষ্টের দাস
২ যাকূবের ভ্রাতা যিহূদা পত্র লিখিতেছে। দয়া ও শান্তি ও প্রেম বাহুল্যরূপে তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক।

৩ হে প্রিয়বর্গ, সাধারণ পরিত্রাণের বিষয়ে তোমাদিগকে পত্র লিখিতে আমার বহু যত্ন থাকাতে পবিত্র লোকদের নিকটে প্রথমাবধি সমর্পিত ধর্ম্মের নিমিত্তে তোমরা প্রাণপণ করিয়া উদ্‌যোগী হও বিনয়পূর্ব্বক এমত কথা ৪ লেখা আবশ্যক বুঝিলাম। যেহেতুক এই দণ্ডপ্রাপ্তির নিমিত্তে পূর্ব্বে লিখিত কএক জন গুপ্তরূপে আমাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে; সেই অধার্ম্মিকেরা আমাদের ঈশ্বরের অনুগ্রহকে বিকৃত করিয়া অত্যাচার করে, এবং অদ্বিতীয় কর্ত্তাকে, অর্থাৎ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে ৫ অস্বীকার করে। অতএব তোমরা প্রথমাবধি যাহা জ্ঞাত আছ, তাহা তোমাদিগকে স্মরণ করাইতে চাহি; ফলতঃ প্রভু (অগ্রে) মিসরদেশহইতে নিজ প্রজাদিগকে উদ্ধার করিয়া পশ্চাৎ অবিশ্বাসিদিগকে নষ্ট করিয়াছিলেন। ৬ এবং যে দূতেরা নিজ কর্ত্তৃত্বপদে না থাকিয়া আপনাদের বাসস্থান ত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি মহাদিনের বিচারার্থে ঘোরান্ধকারের মধ্যে অনন্তকালীয় শৃঙ্খলে ৭ বদ্ধ রাখিয়াছেন। এবং তাহাদের ন্যায় বেশ্যাগামী এবং বিষম মৈথুনের চেষ্টাতে বিপথগামী হওয়াতে সিদোম ও অমোরা ও তন্নিকটবর্ত্তি নগর সকল দৃষ্টান্তস্বরূপ ৮ হইয়া নিত্যস্থায়ী অনলের দণ্ড ভোগ করিতেছে। ইহারাও সেই প্রকার স্বপ্নাচারী হইয়া শরীরকে কলঙ্কিত করে, এবং রাজশাসনকে অবজ্ঞা করে, এবং উচ্চপদস্থ ৯ সকলের নিন্দা করে। প্রধান দিব্য দূত যে মীখায়েল, সে যখন মূসার শরীরের বিষয়ে শয়তানের সহিত বিবাদ করিল, তৎকালে নিন্দাপূর্ব্বক তাহার বিচার করিতে সাহস না করিয়া কেবল এই কথা কহিল, পরমেশ্বর তো-১০ মাকে অনুযোগ করুন। কিন্তু ইহারা যাহা জানে না, তাহার নিন্দা করে; এবং বিবেকরহিত পশুদের ন্যায়

১১ যাহা ইন্দ্রিয়দ্বারা অবগত হয়, তাহাতে নষ্ট হয়। তাহা-
দিগকে ধিক্, কেননা তাহারা কাবিলের পথের পথিক,
এবং পুরস্কারের লোভে বিলিয়মের ভ্রান্তিতে ভ্রষ্ট, এবং
১২ কোরহের দুর্ম্মুখতাতে নষ্ট হইয়াছে। তাহারা তোমা-
দের প্রেমভোজের সুরীতিনাশক, এবং তোমাদের সহিত
১৩ নির্ভয়ে ভোজন করিয়া আত্মম্ভরি হয়। তাহারা বায়ু-
চালিত নির্জ্জল মেঘ, এবং হেমন্তকালের নিষ্ফল, বরং
দুই বার মৃত ও উন্মূলিত বৃক্ষ, এবং নিজ লজ্জারূপ
ফেণা বমনকারি প্রচণ্ড সামুদ্রিক তরঙ্গ, এবং যাহাদের
নিমিত্তে নিত্যস্থায়ি ঘোরতর অন্ধকার সঞ্চিত আছে,
১৪ এমত ভ্রমণকারি নক্ষত্রস্বরূপ হয়। আদম অবধি সপ্তম
পুরুষ যে হনোক, সে তাহাদের উদ্দেশে এই ভবিষ্য-
দ্বাক্য কহিয়াছিল, যথা, 'দেখ, প্রভু আপন অযুত২
পবিত্র লোকেতে বেষ্টিত হইয়া সকলের বিচার করণার্থে
১৫ আসিবেন; তখন অধার্ম্মিক সকলে আপনাদের যে সকল
অধর্ম্ম ক্রিয়াদ্বারা অপরাধী হইয়াছে, এবং অধার্ম্মিক
পাপিগণ তাঁহার বিপরীতে যে সকল কঠোর বাক্য কহি-
য়াছে, তৎপ্রযুক্ত তিনি তাহাদিগকে দোষী করিবেন।'
১৬ তাহারা বচসাকারী ও স্বভাগ্যনিন্দক ও স্বেচ্ছাচারী
হইয়া দর্পবাদি বক্ত্র বিশিষ্ট আছে, এবং লাভার্থে
১৭ মনুষ্যগণের মুখ চাহিয়া থাকে। হে প্রিয়েরা, তোমরা
আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিতগণ কর্তৃক পূর্ব্বোক্ত
১৮ কথা স্মরণ কর; কেননা 'শেষকালে নিন্দক লো-
কেরা উপস্থিত হইবে, তাহারা আপন২ অভিলাষা-
নুসারে অধর্ম্মাচরণ করিবে,' এই কথা তাহারা তোমা-
দিগকে কহিয়াছে।

১৯ এই লোকেরা আপনাদিগকে পৃথক্ করিতেছে, ইহারা
২০ প্রাণিতুল্য এবং আত্মাবিহীন। কিন্তু হে প্রিয়গণ, তোমরা

আপনাদের অতি পবিত্র বিশ্বাসে আপনাদিগকে স্থির
২১ করণ এবং পবিত্র আত্মাতে প্রার্থনা করণদ্বারা ঈশ্বরের
প্রেমেতে আপনাদিগকে রক্ষা করিয়া অনন্ত জীবনার্থে
আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কৃপার অপেক্ষাতে থাক।
২২ এবং বিশেষ করিয়া কতক লোকের প্রতি কৃপা কর, ও
২৩ কতক লোককে অগ্নিহইতে টানিয়া লইয়া ভয়েতে উদ্ধার
কর। মাংসের কলঙ্কে কলঙ্কিত বস্ত্রকেও ঘৃণা কর।
২৪ আর তোমাদিগকে পতনহইতে রক্ষা করিতে এবং
আপন তেজের সাক্ষাতে উল্লাসিত ও নির্দ্দোষ রূপে
২৫ উপস্থিত করিতে সমর্থ যে অদ্বিতীয় পরমজ্ঞানী ত্রাণকর্ত্তা
ঈশ্বর, তাঁহার গৌরব ও মহিমা ও পরাক্রম ও কর্তৃত্ব
এখন ও অনন্ত কাল পর্য্যন্ত সপ্রকাশ হউক। আমেন।

যোহনের প্রতি প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্য।

---

১ অধ্যায়।

১ যীশু খ্রীষ্টের এই যে প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্য, ইহা ঈশ্বর
তাঁহার নিকটে সমর্পণ করাতে শীঘ্র যাহা২ ঘটিবে,
তাহা আপন দাসদিগকে দেখাইতে চাহিলেন, এবং তিনি
নিজ দূতদ্বারা প্রেরণ করিয়া আপন দাস যোহনকে
২ তাহা জ্ঞাত করিলেন। সেই যোহন ঈশ্বরের বাক্য এবং
খ্রীষ্টের সাক্ষ্যসম্বন্ধীয় যে২ দর্শন পাইয়াছে, তাহার
৩ বিষয়ে সাক্ষ্য দিল। এই ভবিষ্যদ্বাক্যের যে পাঠক ও

যে শ্রোতারা ইহাতে লিখিত কথা পালন করে, তাহারা ধন্য, কেননা কাল সন্নিকট হইতেছে।

৪ আশিয়া দেশস্থ সপ্ত মণ্ডলীর প্রতি যোহন পত্র লিখিতেছে। যিনি বর্ত্তমান ও ভূত ও ভবিষ্যৎ তাঁহাহইতে, এবং তাঁহার সিংহাসনের সম্মুখবর্ত্তি সপ্ত আত্মাহইতে, ৫ এবং বিশ্বস্ত সাক্ষী ও মৃতগণের মধ্যে প্রথমজাত ও ভূমণ্ডলস্থ রাজাদের অধিপতি যীশু খ্রীষ্টহইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক। যিনি আমাদিগকে প্রেম ৬ করিয়া নিজ রক্তে আমাদের পাপহইতে ধৌত করিয়াছেন, এবং আমাদিগকে রাজা ও আপন পিতা ঈশ্বরের যাজক করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি মহিমা ও পরাক্রম অনন্ত কাল পর্য্যন্ত বর্ত্তুক। আমেন।

৭ দেখ, তিনি মেঘরথে আসিতেছেন, তাহাতে তাবৎ চক্ষু তাঁহাকে দেখিবে, এবং যাহারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়াছিল, তাহারাও দেখিবে; এবং পৃথিবীস্থ তাবৎ বংশ তাঁহার জন্যে বিলাপ করিবে। এমনি হউক; আমেন। ৮ বর্ত্তমান ও ভূত ও ভবিষ্যৎ ও সর্ব্বশক্তিমান প্রভু পরমেশ্বর কহিতেছেন, আমি ক ও ক্ষ, আমি আদি এবং অন্ত।

৯ তোমাদের ভ্রাতা এবং যীশু খ্রীষ্টের ক্লেশভোগে ও রাজ্যে ও ধৈর্য্যে তোমাদের সহভাগী আমি যোহন ঈশ্বরের বাক্য ও যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষ্য প্রযুক্ত পাট্‌ম ১০ উপদ্বীপে ছিলাম। তাহাতে প্রভুর দিনে আত্মাবিষ্ট হইয়া আমার পশ্চাৎ কাহারো তূরীধ্বনিবৎ মহারব ১১ শুনিলাম; তিনি কহিলেন, আমি ক ও ক্ষ, আমি আদি এবং অন্ত; এখন তুমি যে দর্শন পাইবা, তাহা পত্রিকাতে লিখিয়া আশিয়াদেশস্থ সপ্ত মণ্ডলীর নিকটে, অর্থাৎ ইফিষে ও স্মূর্ণাতে ও পর্গামে ও থুয়াতীরাতে ও সার্দ্দিতে ও ফিলাদিল্‌ফিয়াতে ও লায়দিকেয়াতে প্রেরণ

১২ করিও। তাহাতে আমার প্রতি যাঁহার বাণী হইতেছিল, তাঁহার দর্শনার্থে আমি মুখ ফিরাইলাম। মুখ ফিরাইলে
১৩ পর সপ্ত সুবর্ণ দীপবৃক্ষ দেখিলাম। সেই সপ্ত সুবর্ণ দীপবৃক্ষের মধ্যে মনুষ্যপুত্রের সদৃশ এক ব্যক্তিকে দেখিলাম: তাঁহার পাদপর্য্যন্ত পরিচ্ছদে আচ্ছন্ন, এবং
১৪ বক্ষঃস্থলে সুবর্ণ পটুকা বদ্ধ; এবং তাঁহার মস্তক ও কেশ শুক্লবর্ণ মেষলোমের ন্যায় হিমবৎ শুক্লবর্ণ, এবং তাঁহার
১৫ চক্ষু অগ্নিশিখার তুল্য, এবং তাঁহার চরণ অগ্নিকুণ্ডে উজ্জ্বলীকৃত সুপিত্তলের সদৃশ, এবং তাঁহার রব বহুজলের
১৬ রবস্বরূপ; এবং তাঁহার দক্ষিণ হস্তে সপ্ত তারা আছে, এবং তাঁহার মুখহইতে তীক্ষ্ণ দ্বিধার খড়্গ নির্গত হইতেছে, এবং তাঁহার মুখমণ্ডল নিজ তেজে বিরাজমান
১৭ সূর্য্যের তুল্য। তাঁহাকে দেখিবামাত্র আমি মৃতকল্প হইয়া তাঁহার চরণে পড়িলাম; কিন্তু তিনি আমার গাত্রে দক্ষিণ হস্ত দিয়া কহিলেন, ভয় করিও না, আমি আদি
১৮ এবং অন্ত; আমি অমর, তথাপি মৃত হইয়াছিলাম, কিন্তু দেখ, অনন্ত কাল পর্য্যন্ত সজীব আছি; আমেন। এবং
১৯ মৃত্যুর ও পরলোকের চাবি আমার হস্তে স্থিত। তুমি যাহা২ দেখিলা, এবং যাহা২ বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, সে
২০ সমস্তই লিখ। আমার দক্ষিণ হস্তে যে সপ্ত তারা দেখিলা, ও যে সপ্ত সুবর্ণ দীপবৃক্ষ দেখিলা, তাহার তাৎপর্য্য এই; সেই সপ্ত তারা সপ্ত মণ্ডলীর দূতস্বরূপ, এবং সেই সপ্ত দীপবৃক্ষ সপ্ত মণ্ডলীস্বরূপ।

২ অধ্যায়।

১ ইফিষ নগরস্থ মণ্ডলীর দূতের নিকটে এই কথা লেখ। যিনি নিজ দক্ষিণ হস্তে সপ্ত তারা ধারণ করেন, এবং সপ্ত সুবর্ণ দীপবৃক্ষের মধ্যে গমনাগমন করেন, তিনি এই

২ রূপ কহেন; তোমার ক্রিয়া ও পরিশ্রম ও ধৈর্য্য, এবং তুমি দুষ্টদিগকে সহ্য করিতে পার না, এবং আপনাদিগকে প্রেরিত বলিলেও যাহারা প্রেরিত নয়, তাহাদিগকে তুমি পরীক্ষাদ্বারা মিথ্যাবাদী নিশ্চয় করিয়াছ;
৩ এবং সহিষ্ণুতা করিয়াছ, ও ধৈর্য্যাবলম্বী আছ, এবং আমার নামের নিমিত্তে পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হও নাই,
৪ এ সকলি আমি জ্ঞাত আছি। তথাচ তোমার বিরুদ্ধে আমার একটী কথা আছে, তুমি আপন প্রথম প্রেম
৫ পরিত্যাগ করিয়াছ। অতএব কোথাহইতে পতিত হইয়াছ, তাহা মনে কর, এবং মনঃপরিবর্ত্তন পূর্ব্বক প্রথম কর্ম্ম কর; নতুবা যদি মনঃপরিবর্ত্তন না কর, তবে আমি ত্বরায় তোমার নিকটে উপস্থিত হইয়া তোমার
৬ দীপবৃক্ষ স্বস্থানহইতে দূর করিব। কিন্তু আমি যে নীকলায়তীয় লোকদের কর্ম্ম ঘৃণা করি, তাহা তুমিও ঘৃণা
৭ করিতেছ, এই তোমার এক বিশেষ গুণ আছে। যাহার কর্ণ আছে, সে মণ্ডলীগণের প্রতি আত্মার উক্ত কথা শুনুক: যে জন জয় করে, তাহাকে আমি ঈশ্বরের আরামস্থ অমৃত বৃক্ষের ফল ভোগ করিতে দিব।

৮ আর স্মূর্ণা নগরস্থ মণ্ডলীর দূতের নিকটে এই কথা লেখ। যিনি আদি এবং অন্ত, যিনি মৃত হইয়া পুন-
৯ র্জীবিত হইলেন, তিনি এই রূপ কহেন; তোমার ক্রিয়া ও ক্লেশভোগ ও দীনতা আমি জানি, তথাপি তুমি ধনবান আছ: এবং আপনাদিগকে যিহূদী বলিলেও যাহারা যিহূদী নয়, কিন্তু শয়তানের সমাজ আছে, তা-
১০ হাদের নিন্দাও আমি জানি। যে২ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, তাহাতে ভয় করিও না। দেখ, শয়তান পরীক্ষার্থে তোমাদের কাহাকে২ কারাগারে সমর্পণ করিতে উদ্যত আছে; তাহাতে দশ দিন পর্য্যন্ত তোমাদের ক্লেশ ঘটিবে।

তুমি মরণ পর্য্যন্ত বিশ্বাস্ত থাক, তাহাতে আমি তো-
১১ মাকে জীবনমুকুট দিব। যাহার কর্ণ আছে, সে মণ্ডলী-
গণের প্রতি আত্মার উক্ত কথা শুনুক। যে জন জয়
করে, সে দ্বিতীয় মৃত্যুদ্বারা হিংসিত হইবে না।

১২　আর পর্গাম নগরস্থ মণ্ডলীর দূতের নিকটে এই কথা
১৩ লেখ। যিনি তীক্ষ্ণ দ্বিধার খড়্গ ধারণ করেন, তিনি এই
রূপ কহেন; তোমার ক্রিয়া, এবং যেখানে শয়তানের
সিংহাসন, সেখানে তোমার বসতি আছে, তাহা আমি
জানি। তুমি আমার নাম অবলম্বন করিতেছ, এবং আ-
মার ভক্তি অস্বীকার কর নাই; তোমাদের নিকটে,
অর্থাৎ শয়তানের বাসস্থানে যখন আমার বিশ্বস্ত সাক্ষী
আন্তিপা হত হইয়াছিল, তৎকালেও (আমাকে অস্বীকার
১৪ কর নাই।) তথাচ তোমার বিরুদ্ধে আমার কএকটী
কথা আছে, ফলতঃ তুমি সেই স্থানে বিলিয়মের শি-
ক্ষাবলম্বি লোকদিগকে রাখিতেছ। সেই ব্যক্তি ইস্রায়ে-
লের সন্তানদিগকে দেবতার প্রসাদ ভোজন ও বেশ্যাগমন
করাইবার জন্যে তাহাদের সম্মুখপথে বাধা দিতে বা-
১৫ লাক্ রাজাকে শিক্ষা দিয়াছিল; এবং তুমিও তদ্রূপ
নীকলায়তীয়দের শিক্ষাবলম্বি লোকদিগকে রাখিতেছ;
১৬ তাহাই আমার ঘৃণিত। অতএব মন ফিরাও, নতুবা আমি
ত্বরায় তোমার নিকটে উপস্থিত হইয়া আমার মুখনির্গত
১৭ খড়্গদ্বারা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিব। যাহার কর্ণ
আছে, সে মণ্ডলীগণের প্রতি আত্মার উক্ত কথা শুনুক;
যে জন জয় করে, তাহাকে আমি গুপ্ত মান্না খাইতে
দিব; এবং এক শ্বেত প্রস্তর তাহাকে দিব, তাহার উপরে
যে নূতন নাম মুদ্রাঙ্কিত আছে, তাহা গ্রহণকর্ত্তা ব্যতি-
রেকে আর কেহ জানে না।

১৮　আর থুয়াতীরা নগরস্থ মণ্ডলীর দূতের নিকটে এই

কথা লেখ। যিনি ঈশ্বরের পুত্র, যাঁহার চক্ষু অগ্নিশিখার তুল্য, ও যাঁহার চরণ সুপিত্তলের সদৃশ, তিনি এই রূপ
১৯ কহেন; তোমার ক্রিয়া ও প্রেম ও পরিচর্য্যা ও বিশ্বাস ও ধৈর্য্য, এবং তোমার প্রথম কর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শেষকর্ম্ম
২০ সকল আমি জানি। তথাচ তোমার বিরুদ্ধে আমার একটী কথা আছে; ঈষেবল্ নাম্নী যে নারী আপনাকে ভবিষ্যদ্বক্ত্রী বলিয়া আমার দাসগণকে বেশ্যাগমন ও দেব-প্রসাদ ভোজন করিতে শিক্ষা দিয়া ভুলাইতেছে, তাহার
২১ প্রতি তুমি সহিষ্ণুতা করিতেছ। সে যেন নিজ ব্যভিচার-হইতে মন ফিরায়, এই জন্যে আমি তাহাকে অবকাশ
২২ দিয়াছিলাম, কিন্তু সে ফিরিল না। দেখ, আমি তাহাকে শয্যাগত করিব, এবং যাহারা তাহার সহিত ব্যভিচার-কর্ম্ম করে, তাহারা যদি আপন ক্রিয়াহইতে মন না ফিরায়, তবে তাহাদিগকেও মহাক্লেশে মগ্ন করিব, এবং মৃত্যু-
২৩ দ্বারা তাহার সন্তানগণকে নষ্ট করিব। তাহাতে আমি যে চিত্তের ও মনের অনুসন্ধানকারী, তাহা তাবৎ মণ্ডলী জানিতে পারিবে; আমি তোমাদের প্রত্যেক জনকে
২৪ আপন২ কর্ম্মানুযায়ি ফল দিব। কিন্তু অন্য সকলের প্রতি, অর্থাৎ থুয়াতীরাতে তোমাদের মধ্যবর্ত্তি যত লোক সেই শিক্ষা গ্রহণ করে নাই, এবং কেহ২ যাহাকে গম্ভীরার্থ বলে, শয়তানের সেই গম্ভীরার্থ সকল যাহারা জ্ঞাত হয় নাই, তাহাদিগকে বলিতেছি, তোমাদের উপরে
২৫ আমি কোন নূতন ভার অর্পণ করিব না। কেবল যাহা তোমাদের আছে, তাহা আমার আগমন পর্য্যন্ত যত্ন
২৬ করিয়া ধারণ কর। যে জন জয় করিয়া শেষ পর্য্যন্ত আমার ক্রিয়া পালন করিবে, তাহাকে আমি আপনি পিতাহইতে যেরূপ পাইয়াছি, তদ্রূপ ভিন্নজাতীয়দের
২৭ আধিপত্য দিব; তাহাতে সে লৌহদণ্ডদ্বারা তাহাদিগকে

চরাইলে তাহারা কুম্ভকারের মৃৎপাত্রের ন্যায় চূর্ণ হইবে।
২৮ এবং প্রভাতি তারা তাহাকে দিব। যাহার কর্ণ আছে,
২৯ সে মণ্ডলীগণের প্রতি আত্মার উক্ত কথা শুনুক

৩ অধ্যায়।

১ আর সার্দ্দি নগরস্থ মণ্ডলীর দূতের নিকটে এই কথা লেখ। যিনি ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা এবং সপ্ত তারা ধারণ করেন, তিনি এই রূপ কহেন; তোমার ক্রিয়া আমি জানি; তোমার জীবন নামমাত্র; তুমি মৃত আছ।
২ জাগ্রৎ হও, এবং অবশিষ্ট যে২ অঙ্গ মৃতকল্প হইল, তাহা সবল কর; কেননা আমি তোমার ক্রিয়া ঈশ্বরের
৩ সাক্ষাতে সিদ্ধ দেখি নাই। অতএব তুমি কি রূপ শিক্ষা পাইয়াছ ও শ্রবণ করিয়াছ, তাহা স্মরণ করিয়া পালন কর, এবং মন ফিরাও। যদি জাগ্রৎ না হও, তবে আমি চোরের ন্যায় তোমার নিকটে উপস্থিত হইব; এবং কোন্ দণ্ডে তোমার নিকটে উপস্থিত হইব, তাহা জা-
৪ নিতে পারিবা না। কিন্তু সার্দ্দি নগরেও তোমার এমত অল্প লোক আছে, যাহারা আপন২ পরিধেয় বস্ত্র মলিন করে নাই; তাহারা শুক্ল পরিচ্ছদে আমার সহিত গমনা-
৫ গমন করিবে, কেননা তাহারা যোগ্য পাত্র। যে জন জয় করে, সে শুক্ল বস্ত্র পরিহিত হইবে; এবং আমি জীবন-পুস্তকহইতে তাহার নাম লুপ্ত করিব না, কিন্তু আমার পিতার সাক্ষাতে ও তাঁহার দূতগণের সাক্ষাতে তাহার
৬ নাম স্বীকার করিব। যাহার কর্ণ আছে, সে মণ্ডলীগণের প্রতি আত্মার উক্ত কথা শুনুক।

৭ আর ফিলাদিল্‌ফিয়া নগরস্থ মণ্ডলীর দূতের নিকটে এই কথা লেখ। যিনি পবিত্র ও সত্যময় এবং দায়ূদের চাবি বিশিষ্ট; যিনি খুলিলে কেহ রুদ্ধ করে না, ও রুদ্ধ

৮ করিলে কেহ খুলে না, তিনি এই রূপ কহেন; তোমার ক্রিয়া আমি জানি; দেখ, আমি এক অনাবৃত দ্বার তোমার সম্মুখে দিলাম, তাহা রুদ্ধ করিতে কাহারও সাধ্য নাই; কেননা তোমার অল্প বল আছে, তথাপি তুমি আমার বাক্য পালন করিয়াছ, আমার নাম অস্বীকার ৯ কর নাই। দেখ, যাহারা শয়তানের সভার লোক, অর্থাৎ আপনাদিগকে যিহূদী বলিলেও যাহারা যিহূদী নহে, কেবল মিথ্যাবাদী আছে, দেখ, এমত কোন২ লোককে আমি তোমার চরণে উপস্থিত করিয়া প্রণাম করাইব; তাহাতে আমি যে তোমাকে প্রেম করি, তাহা ১০ তাহারা জানিতে পারিবে। তুমি আমার ধৈর্য্যাবলম্বনের কথা রক্ষা করিয়াছ, এই কারণ আমিও তোমাকে রক্ষা করিব, অর্থাৎ পৃথিবীনিবাসিদের পরীক্ষার্থে জগৎ সমুদয়কে আক্রমণ করিতে উদ্যত পরীক্ষাকালহইতে রক্ষা ১১ করিব। দেখ, আমি শীঘ্র আসিতেছি; তোমার যাহা আছে, তাহা যত্ন করিয়া রাখ; তোমার মুকুট অপহরণ ১২ করিতে কাহাকেও দিও না। যে জন জয় করে, তাহাকে আমি আপন ঈশ্বরের মন্দিরস্থ স্তম্ভস্বরূপ করিব সে আর কখনো বহির্ভূত হইবে না; এবং আমি তাহার উপরে আমার ঈশ্বরের নাম লিখিব, এবং আমার ঈশ্বরের যে নগরী, অর্থাৎ স্বর্গহইতে বরং আমার ঈশ্বরের নিকটহইতে যে নূতন যিরূশালম নামিবে, তাহার নাম, ১৩ এবং আমার নূতন নাম লিখিব। যাহার কর্ণ আছে, সে মণ্ডলীগণের প্রতি আত্মার উক্ত কথা শুনুক।

১৪ আর লায়দিকেয়া নগরস্থ মণ্ডলীর দূতের নিকটে এই কথা লেখ, যিনি আমেন, যিনি বিশ্বাস্য ও সত্য সাক্ষী, এবং ঈশ্বরের সৃষ্টির আদিকর্ত্তা, তিনি এই রূপ কহেন; ১৫ তোমার ক্রিয়া আমি জানি; তুমি শীতল নও, এবং

উষ্ণও নও; তুমি শীতল হইলে কিম্বা উষ্ণ হইলে ভাল
১৬ হইত। শীতল না হইয়া এবং উষ্ণ না হইয়া এই রূপ
কদুষ্ণ হওয়াতে আমি নিজ মুখহইতে তোমাকে বমি
১৭ করিতে উদ্যত আছি। তুমি কহিতেছ, আমি ধনবান ও
ঐশ্বর্য্যশালী, আমার কিছুরই অভাব নাই; কিন্তু তুমিই
যে দুঃখার্ত্ত ও দুর্গত ও দরিদ্র ও অন্ধ ও উলঙ্গ, ইহা
১৮ জান না। আমি তোমাকে এক পরামর্শ দি; তুমি ধন-
বান হইবার জন্যে অগ্নিদ্বারা পরিষ্কৃত স্বর্ণ, এবং তো-
মার উলঙ্গতার লজ্জা দূর করণার্থে বস্ত্রান্বিত হইবার
জন্যে শুক্লবস্ত্র, এবং দৃষ্টি পাইবার জন্যে চক্ষুতে লেপ-
১৯ নীয় অঞ্জন, এই সকল আমার কাছে ক্রয় কর। আমি
যত লোককে প্রেম করি, সকলকে অনুযোগ ও শাস্তি
২০ করি; অতএব উদ্‌যোগী হইয়া মন ফিরাও। দেখ, আমি
দ্বারে দাঁড়াইয়া আঘাত করিতেছি; কেহ যদি আমার
রব শুনিয়া দ্বার খুলিয়া দেয়, তবে আমি প্রবেশ করিয়া
তাহার সহিত ভোজন করিব, এবং সেও আমার সহিত
২১ ভোজন করিবে। যে জন জয় করে, তাহাকে আমি আ-
পনি যেমন জয়ী হইয়া আমার পিতার সহিত তাঁহার
সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়াছি, তদ্রূপ আমার সহিত আ-
২২ পনার সিংহাসনে বসিতে দিব। যাহার কর্ণ আছে,
সে মণ্ডলীগণের প্রতি আত্মার উক্ত কথা শুনুক।

৪ অধ্যায়।

১ তৎপশ্চাৎ আমি দেখিতে২ স্বর্গে এক মুক্ত দ্বার দে-
খিলাম, এবং আমার সহিত আলাপকারি ব্যক্তির যে
তূরীবাদ্যতুল্য রব পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, সে কহিল এই
স্থানে উঠ, ইহার পরে যাহা ঘটিবে, তাহা আমি তো-
২ মাকে দেখাই। তাহাতে আমি তৎক্ষণাৎ আত্মাবিষ্ট

হইয়া দেখিলাম, স্বর্গমধ্যে এক সিংহাসন স্থাপিত আছে,
৩ তাহার উপরে এক ব্যক্তি বসিয়া আছেন। সেই সিং-
হাসনোপবিষ্ট ব্যক্তির রূপ সূর্য্যকান্তমণির ও প্রবালের
তুল্য; ঐ সিংহাসন চুনীর রূপ বিশিষ্ট এক মেঘধনুতে
৪ বেষ্টিত। সিংহাসনের চতুর্দ্দিগে চতুর্ব্বিংশতি সিংহাসন
আছে, সেই চতুর্ব্বিংশতি সিংহাসনে চতুর্ব্বিংশতি প্রা-
চীন লোক উপবিষ্ট আছে, তাহারা শুক্ল বস্ত্র পরিহিত,
৫ এবং তাহাদের মস্তক সুবর্ণ মুকুটে ভূষিত। ঐ সিংহা-
সনহইতে বিদ্যুৎ ও রব ও মেঘগর্জ্জন নির্গত হয়; এবং
সিংহাসনের সম্মুখে অগ্নিময় সপ্ত প্রদীপ জ্বলিতেছে, তাহা
৬ ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা। এবং সিংহাসনের সম্মুখে স্ফটি-
কবৎ এক কাচময় জলাশয় আছে, এবং সিংহাসনের
মধ্যে ও চতুর্দ্দিগে চারি প্রাণী আছে; তাহারা অগ্র-
৭ পশ্চাৎ বহু চক্ষুর্বিশিষ্ট। প্রথম প্রাণী সিংহসদৃশ, ও
দ্বিতীয় প্রাণী গোবৎসসদৃশ, ও তৃতীয় প্রাণী মনুষ্যের
ন্যায় বদনবিশিষ্ট, এবং চতুর্থ প্রাণী উড্ডীয়মান উৎ-
৮ ক্রোশপক্ষির সদৃশ। চারি প্রাণির প্রত্যেকের ছয়২ পক্ষ
আছে, এবং তাহারা সর্ব্বাঙ্গে ও অভ্যন্তরে চক্ষুতে পরি-
পূর্ণ, এবং দিবারাত্রি অবিশ্রামে এই কথা কহিতেছে,
পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র সর্ব্বশক্তিমান্ এবং বর্ত্তমান ও
৯ ভূত ও ভবিষ্যৎ প্রভু পরমেশ্বর। এই রূপে যখন সেই
প্রাণিবর্গ ঐ সিংহাসনোপবিষ্ট অনন্তকালজীবির প্রভাব
১০ ও গৌরব ও ধন্যবাদ প্রকীর্ত্তন করে, তখন ঐ চব্বিশ
প্রাচীন লোক সিংহাসনোপবিষ্ট ব্যক্তির সম্মুখে উবুড়
হইয়া সেই অনন্তকালজীবির ভজনা করিয়া আপন২
মুকুট সিংহাসনের সম্মুখে নিক্ষেপ করণ পূর্ব্বক এই
১১ কথা কহে, হে আমাদের প্রভো ঈশ্বর, তুমিই প্রভাব
ও গৌরব ও পরাক্রম গ্রহণের যোগ্য; কেননা সমস্তই

তোমার সৃষ্ট বস্তু, এবং তোমার ইচ্ছাতেই তাহা উৎপন্ন ও সৃষ্ট হইয়াছে।

৫ অধ্যায়।

১ অনন্তর আমি ঐ সিংহাসনোপবিষ্ট ব্যক্তির দক্ষিণ হস্তে ভিতরে ও বাহিরে লিখিত ও সপ্ত মুদ্রাতে অঙ্কিত
২ এক পত্রিকা দেখিলাম। পরে এক বলবান দূতকে দেখিলাম, সে মহারবে এই কথা ঘোষণা করিল, ঐ পত্রিকা বিস্তার করিতে ও তাহার মুদ্রা খুলিতে কে যোগ্য
৩ আছে? কিন্তু স্বর্গমর্ত্ত্য পাতালের মধ্যে ঐ পত্রিকা খুলিতে
৪ ও তাহা দেখিতে কাহারো সাধ্য হইল না। অতএব সেই পত্রিকা খুলিবার ও তাহার প্রতি দৃষ্টি করিবার যোগ্য পাত্রের অভাব প্রযুক্ত আমি বিস্তর রোদন করিতে লা-
৫ গিলাম। তাহাতে সেই প্রাচীনবর্গের মধ্যে এক জন আমাকে কহিল, রোদন করিও না; দেখ, যিনি যিহূদাবংশীয় সিংহ ও দায়ূদের মূলস্বরূপ, তিনি সেই পত্রিকা ও তাহার সপ্ত মুদ্রা খুলিবার নিমিত্তে জয়ী হইয়াছেন।
৬ পরে আমি দেখিলাম, ঐ সিংহাসনের ও চারি প্রাণির ও প্রাচীনবর্গের মধ্যে হততুল্য এক মেষশাবক দণ্ডায়মান আছেন; তাঁহার সপ্ত শৃঙ্গ ও সপ্ত চক্ষু ছিল; সেই চক্ষু তাবৎ পৃথিবীতে প্রেরিত ঈশ্বরের সপ্ত
৭ আত্মা। পরে তিনি আসিয়া সিংহাসনোপবিষ্ট ব্যক্তির
৮ দক্ষিণ হস্তহইতে ঐ পত্রিকা গ্রহণ করিলেন। পত্রিকা গ্রহণ সময়ে ঐ চারি প্রাণী ও চতুর্ব্বিংশতি প্রাচীন লোক মেষশাবকের সাক্ষাতে উবুড় হইয়া পড়িল; তাহাদের প্রত্যেকের হস্তে বীণা ও সুগন্ধি ধূপে পরিপূর্ণ স্বর্ণময় পাত্র ছিল; সেই ধূপ পবিত্র লোকদের প্রার্থনাস্বরূপ।
৯ পরে তাহারা এক নূতন গান করিল, যথা, 'ঐ পত্রিকা

গ্রহণ করিতে ও তাহার মুদ্রা খুলিতে তুমি যোগ্য; কেননা তুমি হত হইয়াছ, এবং আপনার রক্তদ্বারা তাবৎ বংশ ও ভাষা ও রাজ্য ও জাতিহইতে ঈশ্বরের নি-
১০ মিত্তে আমাদিগকে ক্রয় করিয়াছ; এবং আমাদের ঈশ্বরের কাছে আমাদিগকে রাজা ও যাজক করিয়াছ;
১১ তাহাতে আমরা পৃথিবীর উপরে রাজত্ব করিব।' তদনন্তর আমি দেখিতে২ ঐ সিংহাসনের ও প্রাণিবর্গের ও প্রাচীনবর্গের চতুর্দ্দিগে অনেক দিব্য দূতের রব শুনিলাম; তাহাদের সংখ্যা অযুত গুণ অযুত ও সহস্র গুণ
১২ সহস্র। তাহারা উচ্চৈঃস্বরে কহিল, 'প্রাণে হত যে মেষশাবক, তিনিই পরাক্রম ও ধন ও জ্ঞান ও শক্তি ও সম্ভ্রম ও গৌরব ও ধন্যবাদ, এ সকল গ্রহণ করিতে যোগ্য।'
১৩ অনন্তর স্বর্গ ও মর্ত্ত্য ও পাতাল ও সমুদ্র, এই সকলেতে যে কিছু আছে, তাবতেরই এই কথা শুনিলাম, 'সিংহাসনোপবিষ্ট ব্যক্তির প্রতি ও মেষশাবকের প্রতি ধন্যবাদ ও সম্ভ্রম ও গৌরব ও কর্ত্তৃত্ব অনন্তকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তুক।'
১৪ আর ঐ চারি প্রাণী কহিল, আমেন। এবং ঐ চব্বিশ প্রাচীন লোক উবুড় হইয়া অনন্তকালজীবি ব্যক্তিকে প্রণাম করিল।

৬ অধ্যায়।

১ অনন্তর আমার দৃষ্টিগোচরে ঐ মেষশাবক সপ্ত মুদ্রার প্রথম মুদ্রা খুলিলে আমি ঐ চারি প্রাণির মধ্যে এক প্রাণির মেঘগর্জ্জনের তুল্য এই বাণী শুনিলাম, আসিয়া
২ দেখ। পরে দৃষ্টি করিতে২ এক অশ্বকে দেখিলাম. সে শুক্লবর্ণ, এবং তদারূঢ় ব্যক্তি ধনুর্ধারী, ও তাঁহাকে এক মুকুট দত্ত হইল; এবং তিনি জয়কারী হইয়া পুনঃ পুনঃ জয় করিতে প্রস্থান করিলেন।

৩ অপর তিনি দ্বিতীয় মুদ্রা খুলিলে আমি দ্বিতীয় প্রা-
৪ ণির এই বাণী শুনিলাম, আসিয়া দেখ। পরে আর এক অশ্ব নির্গত হইল, সে রক্তবর্ণ, এবং তদারূঢ় ব্যক্তিকে পৃথিবীহইতে শান্তি দূর করিবার এবং মনুষ্যদিগকে পরস্পর বধ করাইবার ক্ষমতা দত্ত হইল, এবং এক বৃহৎ খড়্গ তাহাকে দত্ত হইল।

৫ পরে তিনি তৃতীয় মুদ্রা খুলিলে আমি তৃতীয় প্রাণির এই বাণী শুনিলাম, আসিয়া দেখ। পরে দৃষ্টি করিতে২ এক অশ্বকে দেখিলাম, সে কৃষ্ণবর্ণ, এবং তদারূঢ় ব্যক্তির
৬ হস্তে এক পরিমাণদণ্ড আছে। পরে আমি চারি প্রাণির মধ্যহইতে নির্গত এই বাণী শুনিলাম, এক সের গোমের মূল্য এক সিকি, এবং তিন সের যবের মূল্য এক সিকি, এবং তৈলের ও দ্রাক্ষারসের হিংসা তোমার কর্ত্তব্য নয়।

৭ পরে তিনি চতুর্থ মুদ্রা খুলিলে আমি চতুর্থ প্রাণির
৮ এই বাণী শুনিলাম, আসিয়া দেখ। পরে এক অশ্বকে দেখিলাম, সে পাণ্ডুবর্ণ, এবং তদারূঢ় ব্যক্তির নাম মৃত্যু, এবং পরলোক তাহার অনুগমন করিতেছে; এবং খড়্গ ও দুর্ভিক্ষ ও মহামারী ও বনপশুদ্বারা বধ করণার্থে ঐ উভয়কে পৃথিবীর চতুর্থাংশের কর্তৃত্ব দত্ত হইল।

৯ পরে তিনি পঞ্চম মুদ্রা খুলিলে আমি দেখিলাম, ঈশ্বরের বাক্য এবং তাহাদিগকে সমর্পিত সাক্ষ্য প্রযুক্ত যাহারা হত হইয়াছিল, তাহাদের সমস্ত আত্মা বেদির
১০ নীচে আছে। তাহারা উচ্চৈঃস্বরে কহিল, 'হে পবিত্র সত্যময় প্রভো, আমাদের রক্তপাত প্রযুক্ত পৃথিবীনিবাসিদের বিচার করিতে এবং তাহাদিগকে প্রতিফল দিতে
১১ কত কাল বিলম্ব করিবা?' তখন তাহাদের প্রত্যেককে শুভ্র পরিচ্ছদ দত্ত হইল, এবং এই উত্তর তাহাদিগকে

দেওয়া গেল, আর কিঞ্চিৎ কাল বিরাম কর; তোমাদের যে সহদাস ও ভ্রাতৃগণকে তোমাদের ন্যায় হত হইতে হইবে, তাহাদের সংখ্যা পূর্ণ হউক।

১২ পরে তিনি ষষ্ঠ মুদ্রা খুলিলে আমি দেখিলাম, মহাভূমিকম্প হইল; এবং সূর্য্য উষ্ট্রের লোমজাত চটের ১৩ ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, ও চন্দ্র রক্তবর্ণ হইল; এবং গগণমণ্ডলস্থ তারা সকল প্রবল বায়ুতে চালিত ডুম্বুরবৃক্ষহইতে পতিত ১৪ অপক্ব ফলের ন্যায় পৃথিবীতে পতিত হইল। এবং আকাশমণ্ডল সঙ্কুচ্যমান গ্রন্থের ন্যায় অন্তর্হিত হইল, এবং পর্ব্বত ও দ্বীপ সকল স্থানান্তরে চালিত হইল। ১৫ এবং পৃথিবীস্থ রাজারা ও মহল্লোক ও ধনিগণ ও সহস্রপতিগণ ও পরাক্রমিবর্গ এবং দাস ও স্বাধীন লোক সকল গুহাতে ও পর্ব্বতীয় শৈলে আপনাদিগকে লুক্কা১৬ য়িত করিয়া কহিতে লাগিল, হে পর্ব্বত ও শৈল সকল, আমাদের উপরে পড়িয়া সিংহাসনোপবিষ্ট ব্যক্তির দৃষ্টিহইতে এবং মেষশাবকের ক্রোধহইতে আমাদিগকে ১৭ সংগোপন কর; কেননা তাঁহার ক্রোধের মহাদিন উপস্থিত হইল; কে তাহাতে তিষ্ঠিতে পারে?

৭ অধ্যায়।

১ অনন্তর আমি দেখিলাম, পৃথিবীর চারি কোণে চারি দিব্য দূত দাঁড়াইয়া আছে; এবং পৃথিবীর কিম্বা সমুদ্রের কিম্বা কোন বৃক্ষের উপরে যেন বায়ু না বহে, এই ২ নিমিত্তে পৃথিবীর চারি বায়ু রুদ্ধ করিতেছে। এবং অমর ঈশ্বরের মুদ্রাধারি আর এক দূতকে পূর্ব্বদিগহইতে উঠিয়া আসিতে দেখিলাম; সে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া পৃথিবীর ও সমুদ্রের হিংসা করণের আজ্ঞাপ্রাপ্ত ঐ চারি ৩ দূতকে কহিল, আমাদের ঈশ্বরের দাসগণকে যাবৎ আ-

মরা কপালে মুদ্রাঙ্কিত না করি, তাবৎ তোমরা পৃথিবীর
৪ কিম্বা সমুদ্রের কিম্বা বৃক্ষদিগের হিংসা করিও না। পরে
আমি ঐ মুদ্রাঙ্কিত লোকদের সংখ্যা শুনিলাম। ইস্রায়েল
লোকদের সমুদয় বংশের মধ্যে এক লক্ষ চোয়াল্লিশ
৫ সহস্র মুদ্রাঙ্কিত লোক ছিল। অর্থাৎ যিহূদা বংশের
দ্বাদশ সহস্র, ও রূবেন বংশের দ্বাদশ সহস্র, ও গাদ
৬ বংশের দ্বাদশ সহস্র; ও আশের বংশের দ্বাদশ সহস্র,
ও নপ্তালি বংশের দ্বাদশ সহস্র, ও মিনশি বংশের দ্বা-
৭ দশ সহস্র; ও শিমিয়োন বংশের দ্বাদশ সহস্র, ও লেবি
বংশের দ্বাদশ সহস্র, ও ইষাখর বংশের দ্বাদশ সহস্র;
৮ ও সিবূলূন বংশের দ্বাদশ সহস্র, ও যূষফ বংশের দ্বা-
দশ সহস্র, এবং বিন্যামীন বংশের দ্বাদশ সহস্র লোক
মুদ্রাঙ্কিত ছিল।

৯ তদনন্তর দৃষ্টিপাত করিতে২ আমি সর্ব্বজাতীয় ও
সর্ব্ববংশীয় ও সর্ব্বরাজ্যীয় ও সর্ব্বভাষাবাদিদের অগণ্য
লোকসমূহ দেখিলাম, তাহারা শুক্ল বস্ত্র পরিহিত ও
তালপত্রহস্ত হইয়া সিংহাসনের ও মেষশাবকের সম্মুখে
১০ দণ্ডায়মান আছে; এবং 'পরিত্রাণ আমাদের সিংহাসনো-
পবিষ্ট ঈশ্বরের ও মেষশাবকের দান,' ইহা উচ্চৈঃস্বরে
১১ কহিতেছে। পরে তাবৎ দিব্য দূত ঐ সিংহাসনের ও
প্রাচীনবর্গের ও চারি প্রাণির চতুর্দ্দিগে দণ্ডায়মান হইল,
এবং সিংহাসনের সম্মুখে উবুড় হইয়া ঈশ্বরকে প্রণাম
১২ করিয়া কহিল, 'আমেন্। ধন্যবাদ ও মহিমা ও জ্ঞান
ও প্রশংসা ও সম্ভ্রম ও পরাক্রম ও শক্তি অনন্ত কাল
পর্য্যন্ত আমাদের ঈশ্বরের প্রতি বর্ত্তুক। আমেন্।'

১৩ পরে প্রাচীনবর্গের মধ্যে এক জন আমাকে জিজ্ঞাসা
করিল, শুক্ল বস্ত্র পরিহিত এই লোকেরা কে, ও কোথা-
১৪ হইতে আগত? তাহাতে আমি উত্তর করিলাম, হে আ-

মার প্রভো, তাহা আপনি জানেন। তখন সে আমাকে কহিল, ইহারা মহাক্লেশহইতে উত্তীর্ণ লোক, মেষশাবকের রক্তে আপন২ বস্ত্র ধৌত করিয়া শুক্লবর্ণ করিয়াছে।
১৫ এই জন্যে ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে থাকিয়া দিবারাত্রি তাঁহার মন্দিরে তাঁহার আরাধনা করে; এবং সিংহাসনোপবিষ্ট ব্যক্তি ইহাদের ঊর্দ্ধে আবাস করি-
১৬ বেন; ইহারা আর কখনো ক্ষুধিত হইবে না, এবং তৃষ্ণার্ত্তও হইবে না; এবং ইহাদিগেতে রৌদ্র প্রভৃতি
১৭ কোন উত্তাপ আর লাগিবে না; কারণ সিংহাসনের মধ্যস্থিত মেষশাবক তাহাদিগকে চরাইবেন, এবং অমৃত জলের উনুইর নিকটে গমন করাইবেন, এবং ঈশ্বর তাহাদের সমস্ত নেত্রজল মুছাইয়া দিবেন।

৮ অধ্যায়।

১ তদনন্তর তিনি সপ্তম মুদ্রা খুলিলে, স্বর্গে দেড় দণ্ড
২ পর্য্যন্ত বিরাম হইল। পরে আমি দেখিলাম, ঈশ্বরের সম্মুখে যে সপ্ত দূত দণ্ডায়মান আছে, তাহাদিগকে সপ্ত
৩ তূরী দত্ত হইল। পরে আর এক দূত আসিয়া স্বর্ণধূনাচি লইয়া বেদির নিকটে দণ্ডায়মান হইলেন; এবং সিংহাসনের সম্মুখস্থ সুবর্ণ বেদির উপরে সমস্ত পবিত্র লোকদের প্রার্থনার সহিত উৎসর্গ করণার্থে তাঁহাকে প্রচুর
৪ ধূনা দত্ত হইল। তাহাতে দূতের হস্তহইতে পবিত্র লোকদের প্রার্থনার সহিত ধূনার ধূম ঈশ্বরের সম্মুখে উঠিল।
৫ পরে ঐ দূত সেই ধূনাচি লইয়া বেদির অগ্নিতে পূর্ণ করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিলেন; তাহাতে রব ও মেঘগর্জ্জন ও বিদ্যুৎ ও ভূমিকম্প হইল

৬ পরে সপ্ত তূরীধারি সপ্ত দূত তূরীধ্বনি করিতে প্রস্তুত
৭ হইল। তাহাতে প্রথম দূত তূরীধ্বনি করিলে রক্তমিশ্রিত

শিলা ও অগ্নি উপস্থিত হইয়া পৃথিবীর উপরে নিক্ষিপ্ত হইল; তাহাতে পৃথিবীর তৃতীয়াংশ দগ্ধ হইল, ও বৃক্ষসমুদয়ের তৃতীয়াংশ দগ্ধ হইল, এবং সমুদয় হরিদ্বর্ণ তৃণ দগ্ধ হইল।

৮ অনন্তর দ্বিতীয় দূত তূরীধ্বনি করিলে অগ্নিতে প্রজ্বলিত এক মহাপর্ব্বতাকৃতি সমুদ্রমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল। তাহাতে ৯ সমুদ্রের তৃতীয়াংশ রক্ত হইয়া গেল; ও সমুদ্রমধ্যস্থ তৃতীয়াংশ জলচর প্রাণী মরিয়া গেল, ও জাহাজ সমুদা-য়ের তৃতীয়াংশ নষ্ট হইল।

১০ পরে তৃতীয় দূত তূরীধ্বনি করিলে প্রদীপের ন্যায় প্রজ্বলিত এক বৃহৎ তারা আকাশহইতে খসিয়া নদ নদীর ১১ তৃতীয়াংশের ও জলপ্রবাহ সকলের উপরে পড়িল। সেই তারার নাম নাগদানা, তাহাতে তৃতীয়াংশ জল নাগ-দানার ন্যায় তিক্ত হইল। এবং জলের তিক্ততা প্রযুক্ত অনেক২ মনুষ্য মরিল।

১২ অপর চতুর্থ দূত তূরীধ্বনি করিলে সূর্য্যের ও চন্দ্রের ও নক্ষত্রের তৃতীয়াংশ আহত হওয়াতে প্রত্যেকের তৃতী-য়াংশ অন্ধকারে ব্যাপ্ত হইল, এবং দিবসের তৃতীয় ভাগ ১৩ আলোরহিত হইল, এবং রাত্রিরও তদ্রূপ হইল। তখন আমি দেখিতে২ স্বর্গের মধ্য দিয়া উড্ডীয়মান এক দূতের উচ্চৈঃস্বরে উক্ত এই বাণী শুনিলাম, অবশিষ্ট যে তিন দূত তূরীধ্বনি করিবে, তাহাদের তূরীধ্বনিতে পৃথিবীনি-বাসিদের সন্তাপ ও সন্তাপ ও সন্তাপ হইবে।

৯ অধ্যায়।

১ অনন্তর পঞ্চম দূত তূরীধ্বনি করিলে আমি স্বর্গহইতে পৃথিবীতে পতিত এক নক্ষত্রকে দেখিলাম; তাহাকে ২ রসাতলকূপের চাবি দত্ত হইল। তাহাতে সে রসাতলের

কূপ খুলিলে ঐ কূপহইতে বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডের ধূমের ন্যায় ধূম উঠিল; কূপহইতে উদ্গত সেই ধূমেতে সূর্য্য ও ৩ আকাশ অন্ধকারাবৃত হইল। পরে ঐ ধূমহইতে পঙ্গপাল নির্গত হইয়া পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইল, তাহাদিগকে পৃথিবীস্থ বৃশ্চিকের ক্ষমতার ন্যায় ক্ষমতা দত্ত হইল। ৪ এবং পৃথিবীস্থ তৃণের কি হরিদ্বর্ণ শাকের কি বৃক্ষাদির হিংসা না করিয়া যাহাদের কপালে ঈশ্বরের মুদ্রাঙ্ক নাই, কেবল সেই মনুষ্যদের হিংসা করণের আজ্ঞা ৫ তাহাদিগকে দত্ত হইল। সেই মনুষ্যদিগকে বধ করিবার অনুমতি নয়, কেবল পাঁচ মাস পর্য্যন্ত যাতনা দিবার অনুমতি তাহাদিগকে দত্ত হইল; তাহাদের আঘাতে ৬ বৃশ্চিকাহত মনুষ্যের যাতনাতুল্য যাতনা হয়। তৎকালে মনুষ্যেরা মৃত্যুর অন্বেষণ করিবে, কিন্তু কোন মতে পাইবে না; তাহারা প্রাণ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিবে, ৭ কিন্তু মৃত্যু তাহাদের হইতে পলায়ন করিবে। ঐ পঙ্গপালের আকৃতি যুদ্ধার্থে সজ্জীভূত অশ্বগণের ন্যায়, ও তাহাদের মস্তকের মুকুট সুবর্ণের ন্যায়, ও তাহাদের ৮ মুখ মনুষ্যমুখের ন্যায়; ও তাহাদের কেশ স্ত্রীলোকের কেশের ন্যায়, ও তাহাদের দন্ত সিংহদন্তের ন্যায়; ৯ ও তাহাদের বুকপাটা লৌহবুকপাটার ন্যায়, ও তাহাদের পক্ষের শব্দ রণে ধাবমান অশ্বযুক্ত বহুরথের শব্দ- ১০ তুল্য; ও তাহাদের লাঙ্গূল বৃশ্চিকের ন্যায়, সেই লাঙ্গূলে হুল আছে; এবং পাঁচ মাস মনুষ্যদিগকে হিংসা ১১ করিতে তাহাদের ক্ষমতা। ঐ পঙ্গপালের রাজা রসাতলের কূপের দূত, তাহার নাম ইব্রীয় ভাষাতে আবদ্দোন, ও গ্রীক ভাষাতে আপল্লুয়োন, (অর্থাৎ বিনা- ১২ শক।) এই প্রথম সন্তাপ গত হইল: দেখ, ইহার পশ্চাৎ আর দুই সন্তাপ উপস্থিত হইবে।

১৩ পরে ষষ্ঠ দূত তূরীধ্বনি করিলে আমি ঈশ্বরের সম্মুখস্থ স্বুবর্ণ বেদির চারি চূড়াহইতে এক বাণী শুনিতে
১৪ পাইলাম; সে ষষ্ঠ তূরীধারি দূতকে কহিল, ফরাৎ নামে মহানদে যে চারি দূত বদ্ধ আছে, তাহাদিগকে
১৫ মুক্ত কর। তখন মনুষ্যজাতির তৃতীয়াংশ নষ্ট করণার্থে যে চারি দূত সেই বৎসর ও মাস ও দিন ও দণ্ডের জন্যে
১৬ প্রস্তুত ছিল, তাহারা মুক্ত হইল। ঐ অশ্বারূঢ় সৈন্যের সংখ্যা দুই সহস্র লক্ষ ছিল; আমি সেই সংখ্যার কথা
১৭ শুনিয়াছিলাম। সেই অশ্বগণের ও তদারূঢ় ব্যক্তিদের দর্শন পাইবার সময়ে আমি দেখিলাম, তাহাদের বুকপাটা অগ্নি ও নীল ও গন্ধকস্বরূপ, এবং অশ্বগণের মস্তক সিংহের মস্তকের ন্যায়, ও তাহাদের মুখহইতে
১৮ অগ্নি ও ধূম ও গন্ধক নির্গত হয়। ঐ তিন উৎপাতদ্বারা, অর্থাৎ তাহাদের মুখহইতে নির্গত অগ্নি ও ধূম ও গন্ধক-
১৯ দ্বারা তৃতীয়াংশ মনুষ্য নষ্ট হইল। কেননা অশ্বদের শক্তি মুখে ও লাঙ্গূলে আছে; কারণ তাহাদের লাঙ্গূল সর্পের তুল্য এবং মস্তকবিশিষ্ট আছে; তদ্দ্বারা তাহারা
২০ হিংসা করে। এই সকল উৎপাতে যাহারা হত হইল না, সেই অবশিষ্ট মনুষ্যেরা আপন২ হস্তকৃত কর্ম্মহইতে মন ফিরাইল না, অর্থাৎ ভূতগণের পূজাহইতে, এবং দর্শনে ও শ্রবণে ও গমনে অসমর্থস্বর্ণ রূপ্য পিত্তল প্রস্তর
২১ কাষ্ঠময় প্রতিমাগণের পূজাহইতে নিবৃত্ত হইল না; এবং বধ ও কুহক ও বেশ্যাগমন ও চৌর্য্য ইত্যাদি আপনাদের ক্রিয়াহইতেও মন ফিরাইল না।

১০ অধ্যায়।

১ অপর আমি আর এক পরাক্রান্ত দিব্য দূতকে স্বর্গহইতে নামিতে দেখিলাম। তাঁহার পরিচ্ছদ মেঘ, ও

মস্তকের ভূষণ মেঘধনুক, ও মুখ সূর্য্যতুল্য, ও চরণ
২ অগ্নিস্তম্ভতুল্য, এবং তাঁহার হস্তে একটী বিস্তৃত ক্ষুদ্র
পুস্তক ছিল। অনন্তর তিনি সমুদ্রে দক্ষিণ চরণ ও
৩ পৃথিবীতে বাম চরণ দিয়া দণ্ডায়মান হইয়া সিংহগর্জ্জ-
নের ন্যায় হুঙ্কারশব্দ করিলেন, ও শব্দ করিলে পর সপ্ত
স্তনিত আপন২ রব শুনাইল। সেই সপ্ত স্তনিত কথা
৪ কহিলে আমি তাহা লিখিতে উদ্যত হইলাম; কিন্তু
স্বর্গহইতে আমার প্রতি এই বাণী শুনিলাম, সপ্ত স্তনিত
৫ যাহা কহিল, তাহা মুদ্রাঙ্কিত কর, লিখিও না। পরে
সমুদ্রের ও পৃথিবীর উপরে দণ্ডায়মান যে দূতকে
আমি দেখিয়াছিলাম, তিনি স্বর্গের প্রতি আপন দক্ষিণ
৬ হস্ত উঠাইয়া স্বর্গ ও তন্মধ্যস্থ বস্তু এবং সমুদ্র ও তন্ম-
ধ্যস্থ বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা অনন্তকালজীবির নাম উচ্চারণ
করিয়া এই শপথ করিলেন, আর বিলম্ব হইবে না;
৭ কিন্তু সপ্তম দূতের ধ্বনি করণ সময়ে, অর্থাৎ যে সময়ে
সে তূরীধ্বনি করিতে উদ্যত হইবে, সেই সময়ে ঈশ্বরের
নিগূঢ় পরামর্শ তাঁহার দাস ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে দত্ত মঙ্গল-
৮ বার্ত্তানুসারে সিদ্ধ হইবে। অপর পূর্ব্বশ্রুত আকাশবাণী
আমার সহিত আর বার আলাপ করিয়া কহিল, তুমি
গিয়া সমুদ্রের ও পৃথিবীর উপরে দণ্ডায়মান ঐ দূতের
৯ হস্তহইতে সেই বিস্তৃত ক্ষুদ্র পুস্তক লও। তখন আমি
সেই দূতের নিকটে গিয়া কহিলাম, ঐ ক্ষুদ্র পুস্তক আ-
মাকে দিউন। তাহাতে তিনি কহিলেন, লও, খাইয়া
ফেল; ইহা তোমার উদরে তিক্তরস হইবে, কিন্তু মুখে
১০ মধুর ন্যায় মিষ্ট লাগিবে। তখন আমি দূতের হস্তহইতে
সেই ক্ষুদ্র পুস্তক গ্রহণ পূর্ব্বক খাইয়া ফেলিলাম, তাহা
মুখে মধুর ন্যায় মিষ্ট লাগিল, কিন্তু খাইয়া ফেলিলে
১১ পর উদরে তিক্ত বোধ হইল। পরে তিনি আমাকে

কহিলেন, নানারাজ্যীয় ও নানাজাতীয় ও নানাভাষাবাদি লোকদের এবং অনেক রাজার বিষয়ে তোমাকে আর বার ভবিষ্যদ্বাক্য কহিতে হইবে।

১১ অধ্যায়।

১ পরে পরিমাণদণ্ডের ন্যায় এক নল আমাকে দত্ত হইলে আমি এই আজ্ঞা পাইলাম, তুমি উঠিয়া ঈশ্বরীয় মন্দিরের ও বেদির ও তন্মধ্যস্থ ভজনাকারিদের পরি-
২ মাণ কর। কিন্তু মন্দিরের বহিঃস্থিত প্রাঙ্গণ ত্যাগ কর, তাহা পরিমাণ করিও না; কারণ তাহা ভিন্নজাতীয়দিগকে দত্ত হইয়াছে; বিয়াল্লিশ মাস পর্য্যন্ত তাহারা
৩ পবিত্র নগর পদতলে দলিত করিবে। আর আমি আপন দুই সাক্ষিকে ক্ষমতা দিব, তাহাতে এক সহস্র দুই শত ষষ্টি দিন পর্য্যন্ত তাহারা চটপরিহিত হইয়া ভবিষ্য-
৪ দ্বাক্য কহিবে। তাহারা ভূমণ্ডলাধিপতির সম্মুখে দণ্ডায়-
৫ মান দুই জিতবৃক্ষ ও দুই দীপাধারস্বরূপ। যদি কেহ তাহাদিগকে হিংসা করিতে চেষ্টা করে, তবে তাহাদের মুখহইতে অগ্নি নির্গত হইয়া তাহাদের শত্রুগণকে গ্রাস করে; যদি কেহ তাহাদের হিংসা করিতে চেষ্টা করে,
৬ তবে সেই রূপে তাহাকে হত হইতে হয়। আর তাহাদের ভবিষ্যদ্বাক্য কথনের তাবৎ দিনে যেন বৃষ্টি না হয়, এই জন্যে আকাশ রুদ্ধ করিতে তাহাদের ক্ষমতা আছে; এবং জলের উপরে ক্ষমতা, অর্থাৎ তাহা রক্ত করণের ও ইচ্ছামত বার২ পৃথিবীকে তাবৎ প্রকার
৭ উৎপাতে আহত করণের ক্ষমতা তাহাদের আছে। তাহাদের সাক্ষ্য সমাপ্ত হইলে রসাতলহইতে যে পশু উঠিবে, সে তাহাদের সহিত সংগ্রাম করণ পূর্ব্বক জয় করিয়া
৮ তাহাদিগকে বধ করিবে। তাহাতে পারমার্থিক সিদোম

ও মিসর নামে বিখ্যাত যে নগরে তাহাদের প্রভু ক্রুশে হত হইয়াছিলেন, সেই মহানগরের চকে তাহাদের শব
৯ পড়িয়া থাকিবে। এবং নানারাজ্যীয় ও বংশীয় ও ভাষাবাদি ও জাতীয় লোকেরা সাড়ে তিন দিন পর্য্যন্ত সেই শব নিরীক্ষণ করিবে, তাহাদিগকে কবর দিতে
১০ অনুমতি দিবে না। আর এই দুই ভবিষ্যদ্বক্তা পৃথিবীনিবাসিদিগকে যন্ত্রণা দিত, এই জন্যে পৃথিবীনিবাসিরা তাহাদের মৃত্যুতে আনন্দিত হইয়া সুখভোগে মগ্ন হইবে,
১১ ও পরস্পর উপঢৌকন প্রেরণ করিবে। (পরে আমি দেখিলাম,) সেই সাড়ে তিন দিন গত হইলে তাহাদের শরীরে ঈশ্বরহইতে জীবাত্মা প্রবিষ্ট হওয়াতে তাহারা চরণে দণ্ডায়মান হইল; এবং যাহারা তাহাদিগকে দেখিল,
১২ তাহারা অতিশয় ত্রাসযুক্ত হইল। পরে তাহারা আপনাদের প্রতি উচ্চৈঃস্বরে এই আকাশবাণী শুনিল, এই স্থানে আরোহণ কর; তখন তাহাদের শত্রুগণ তাহাদের প্রতি অবলোকন করিতে২ তাহারা মেঘরথে স্বর্গারোহণ
১৩ করিল। সেই দণ্ডে মহাভূমিকম্প হইলে নগরের দশমাংশ পতিত হইল, সেই ভূমিকম্পেতে সপ্ত সহস্র মনুষ্য হত হইল, এবং অবশিষ্ট সকলে ভীত হইয়া স্বর্গীয় ঈশ্ব-
১৪ রের ধন্যবাদ করিল। এই দ্বিতীয় সন্তাপ গত হইল, দেখ, তৃতীয় সন্তাপ শীঘ্র আসিতেছে।

১৫ পরে সপ্তম দূত তূরীধ্বনি করিলে, স্বর্গে উচ্চৈঃস্বরে (অনেকের) এই রূপ বাণী হইল, 'জগতের সমুদয় রাজ্য আমাদের প্রভুর ও তাঁহার অভিষিক্ত ব্যক্তির হইল,
১৬ তিনি অনন্তকাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিবেন।' পরে ঈশ্বরের সম্মুখে আপন২ সিংহাসনে উপবিষ্ট চতুর্ব্বিংশতি
১৭ প্রাচীন লোক উবুড় হইয়া ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া কহিতে লাগিল, হে সর্ব্বশক্তিমান প্রভো পরমেশ্বর, তুমি বর্ত্তমান

ও ভূত ও ভবিষ্যৎ, তোমার ধন্যবাদ করিতেছি, কেননা তুমি নিজ মহাপরাক্রম গ্রহণ করিয়া রাজত্ব প্রাপ্ত হইলা।
১৮ ভিন্নজাতীয় লোকেরা ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু তোমার ক্রোধের প্রাদুর্ভাব ও মৃত লোকদের বিচার করণের সময়, অর্থাৎ তোমার দাস ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ ও পবিত্র লোক ও তোমার নামে ভয়কারি ক্ষুদ্র ও মহান্ লোকদিগকে পুরস্কার দেওনের, এবং পৃথিবীনাশকদিগের নাশ করণের সময় উপস্থিত হইল।
১৯ পরে স্বর্গে ঈশ্বরীয় মন্দিরের দ্বার মুক্ত হইল, তাহাতে মন্দিরে স্থিত তাঁহার নিয়মসিন্দুক দৃশ্য হইল, এবং বিদ্যুৎ ও রব ও মেঘগর্জ্জন ও ভূমিকম্প ও মহাশিলাবৃষ্টি হইতে লাগিল।

১২ অধ্যায়।

১ তদনন্তর স্বর্গমধ্যে এক মহাশ্চর্য্য দর্শন হইল। এক স্ত্রী ছিল, সূর্য্য তাহার পরিচ্ছদ, ও চন্দ্র তাহার পাদপীঠ,
২ ও দ্বাদশ তারার মুকুট তাহার শিরোভূষণ। সে গর্ব্ভবতী হইয়া প্রসববেদনাতে ব্যথিতা হওয়াতে আর্ত্তনাদ করিতে-
৩ ছিল। তদ্ভিন্ন স্বর্গমধ্যে আর এক আশ্চর্য্য দর্শন হইল; এক মহানাগ উপস্থিত হইল, সে লোহিতবর্ণ, এবং তাহার সপ্ত মস্তক ও দশ শৃঙ্গ, এবং সপ্ত মস্তকে সপ্ত
৪ মুকুট ছিল। তাহার লাঙ্গুল আকাশের তৃতীয়াংশ নক্ষত্র আকর্ষণ করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিল; সেই নাগ ঐ প্রসববেদনার্ত্ত স্ত্রীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রসব হইবা-
৫ মাত্র তাহার সন্তানকে গ্রাস করিতে উদ্যত ছিল। পরে ঐ স্ত্রী পুত্র প্রসব করিল; তিনি লৌহদণ্ডদ্বারা তাবজ্জাতীয়দের শাসন করণের অধিকারী। সেই সন্তান তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরের ও তাঁহার সিংহাসনের নিকটে নীত

৬ হইল। কিন্তু ঐ স্ত্রী নির্জ্জন প্রান্তরে পলায়ন করিল; তথায় এক সহস্র দুই শত ষষ্টি দিন পর্য্যন্ত প্রতিপালিত হওনার্থে ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রস্তুত তাহার এক আশ্রম আছে।

৭ অধিকন্তু স্বর্গে সংগ্রাম হইল; ফলতঃ মীখায়েল ও তাহার দূতগণ ঐ নাগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল;
৮ তাহাতে সেই নাগ ও তাহার দূতগণও যুদ্ধ করিল, কিন্তু
৯ জয়ী হইল না, এবং স্বর্গে আর স্থান পাইল না। অপর ঐ মহানাগ, অর্থাৎ দিয়াবল (অপবাদক) এবং শয়তান (বিপক্ষ) নামে বিখ্যাত যে পুরাতন সর্প সমস্ত নর-লোকের ভ্রান্তি জন্মায়, সে পৃথিবীতে নিপাতিত হইল। এবং তাহার দূতগণও তাহার সঙ্গে নিপাতিত হইল।
১০ তখন আমি স্বর্গে এই প্রকার মহারব শুনিলাম, 'এক্ষণে ত্রাণ ও পরাক্রম ও রাজত্ব আমাদের ঈশ্বরের, এবং কর্ত্তৃত্ব তাঁহার অভিষিক্ত ব্যক্তির অধিকার হইল; কেননা আমাদের ভ্রাতৃগণের যে অভিযোগকারী দিবারাত্রি আ-মাদের ঈশ্বরের সাক্ষাতে তাহাদের নামে অভিযোগ
১১ করিত, সে নিপাতিত হইল। মেবশাবকের রক্ত এবং আপন২ সাক্ষ্যের বাক্যদ্বারা তাহারা তাহাকে জয় করি-য়াছে; মৃত্যু পর্য্যন্ত আপন২ প্রাণকে প্রিয়জ্ঞান করে
১২ নাই। অতএব হে স্বর্গ ও তন্নিবাসিগণ, আনন্দিত হও; কিন্তু হে পৃথিবী ও সমুদ্রনিবাসিগণ, তোমাদের সন্তাপ হইবে; কেননা শয়তান মহাক্রোধান্বিত হইয়া তোমা-দের নিকটে নামিল; এবং তাহার কাল সংক্ষিপ্ত আছে, ইহা সে জানে।'

১৩ পরে ঐ নাগ আপনাকে পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত দেখিয়া ঐ পুত্রপ্রসূতা স্ত্রীর প্রতি উপদ্রব করিতে লাগিল।
১৪ কিন্তু নির্জ্জন প্রান্তরে নিজ আশ্রমে উড়িবার জন্যে সেই স্ত্রীকে বৃহৎ উৎক্রোশপক্ষির ন্যায় দুই পক্ষ দত্ত হইল;

সেই স্থানে ঐ নাগের দৃষ্টিহইতে দূরে এক কাল ও দুই
১৫ কাল ও অর্দ্ধকাল পর্য্যন্ত তাহার প্রতিপালন হয়। পরে
সে নাগ ঐ স্ত্রীকে জলস্রোতে ভাসাইবার নিমিত্তে আ-
পন মুখহইতে নদীবৎ জলধারা তাহার পশ্চাৎ নিক্ষেপ
১৬ করিল। কিন্তু পৃথিবী সেই স্ত্রীর উপকারিণী হইয়া আ-
পন মুখ খুলিয়া নাগের মুখহইতে উদীরিত নদী পান
১৭ করিল। তাহাতে স্ত্রীর প্রতি নাগ আরও ক্রুদ্ধ হইয়া
তাহার বংশের অবশিষ্ট লোকদের, অর্থাৎ যাহারা
ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন ও যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষ্য ধারণ
করে, তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিতে গেল।

১৩ অধ্যায়।

১ তদনন্তর আমি সমুদ্রস্থ বালুকার উপরে দণ্ডায়মান
হইয়া দেখিলাম, সমুদ্রের মধ্যহইতে এক পশু উঠিল;
তাহার সপ্ত মস্তক ও দশ শৃঙ্গ, এবং দশ শৃঙ্গে দশ
রাজমুকুট, এবং মস্তকে লিখিত ঈশ্বরনিন্দাসূচক নাম
২ ছিল। সেই যে পশুকে আমি দেখিলাম, সে চিতা-
ব্যাঘ্রের সদৃশ, কিন্তু তাহার চরণ ভল্লুকের ন্যায় এবং
মুখ সিংহমুখের ন্যায়; পরে সেই নাগ আপনার পরা-
ক্রম ও সিংহাসন ও রাজকর্ত্তৃত্ব তাহাকে সমর্পণ করিল।
৩ পরে দেখিলাম, ঐ পশুর সপ্ত মস্তকের মধ্যে এক মস্তক
যেন প্রাণান্তক আঘাতে ছিন্ন হইল, তথাপি তাহার
সেই প্রাণান্তক ক্ষতের প্রতীকার করা গেল; পরে সমু-
দয় জগৎ সেই পশুর পশ্চাৎ (চাহিয়া) চমৎকার জ্ঞান
৪ করিল। এবং যে নাগ পশুকে কর্ত্তৃত্ব দিয়াছিল, সকলে
তাহাকে প্রণাম করিল, এবং পশুকেও প্রণাম করিল,
এবং কহিল, এই পশুর তুল্য কে? এবং ইহার সহিত
৫ কে সংগ্রাম করিতে পারে? আর দর্পের ও ঈশ্বরনিন্দার

বাক্যবাদি বক্তৃ তাহাকে দত্ত হইল, এবং বিয়াল্লিশ মাস
৬ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিবার ক্ষমতাও দেওয়া গেল। তাহাতে
সে ঈশ্বরের নিন্দার্থে মুখ বিস্তার করিয়া তাঁহার নাম
ও তাঁহার তাম্বুকে ও স্বর্গনিবাসি সকলকে নিন্দা করিতে
৭ লাগিল। এবং পবিত্র লোকদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তা-
হাদিগকে জয় করিবার ক্ষমতা তাহাকে দত্ত হইল; এবং
সর্ব্ববংশীয় ও সর্ব্বভাষাবাদি ও সর্ব্বজাতীয় লোকদের
৮ আধিপত্য দত্ত হইল। তাহাতে জগৎপত্তনের সময়াবধি
যাহাদের নাম হত মেষশাবকের জীবনপুস্তকে লিখিত নাই,
পৃথিবীনিবাসি সেই সকল লোক তাহাকে প্রণাম করিবে।
৯ যাহার কর্ণ আছে, সে শুনুক। যে জন অন্যকে বন্দী
১০ করিয়া লইয়া যায়, সে আপনি বন্দী হইয়া নীত হইবে;
এবং যে জন খড়্গদ্বারা পরের প্রাণ নষ্ট করে, তাহার
প্রাণ খড়্গদ্বারা নষ্ট হইবে। ইহাতে পবিত্র লোকদের
সহিষ্ণুতা ও বিশ্বাস আছে।

১১ তদনন্তর আমি আর এক পশুকে দেখিলাম, সে
পৃথিবীহইতে উঠিল, এবং মেষশাবকের ন্যায় দুই শৃঙ্গ-
১২ বিশিষ্ট ছিল, এবং নাগের ন্যায় কথা কহিত। সেই ঐ
প্রথম পশুর সাক্ষাতে তাহার তাবৎ কর্তৃত্ব করে, এবং
যে প্রথম পশুর প্রাণান্তক আঘাতের প্রতীকার হইয়া-
ছিল তাহার পূজা পৃথিবীকে ও পৃথিবীস্থ তাবৎ লো-
১৩ ককে করায়। এবং মহৎ আশ্চর্য্য ক্রিয়া করে, বিশেষতঃ
মনুষ্যদের সাক্ষাতে স্বর্গহইতে পৃথিবীতে অগ্নি নামায়।
১৪ এই রূপে সেই পশুর সাক্ষাতে যে সকল আশ্চর্য্য ক্রিয়া
করিবার ক্ষমতা তাহাকে দত্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা সে
পৃথিবীনিবাসিদের ভ্রান্তি জন্মায়। বিশেষতঃ খড়্গাঘাতে
আহত যে পশু বাঁচিয়াছিল, তাহার এক প্রতিমূর্ত্তি নি-
১৫ র্ম্মাণ করিতে পৃথিবীনিবাসিদিগকে আজ্ঞা দিল। এবং

ঐ পশুর সেই প্রতিমূর্ত্তি যেন কথা কহিতে পারে, ও যত লোক সেই পশুর প্রতিমূর্ত্তিকে প্রণাম না করিবে, তাহাদিগকে বধ করিতে পারে, এই নিমিত্তে পশুর প্রতিমূর্ত্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবার ক্ষমতা তাহাকে দত্ত হইল।
১৬ তাহাতে সে ক্ষুদ্র ও মহান্, এবং ধনী ও দরিদ্র, এবং স্বাধীন ও দাস, সকলকেই দক্ষিণ হস্তে কিম্বা কপালে
১৭ ছাব ধারণ করায়। এবং ঐ পশুর ছাপ কিম্বা নাম কিম্বা নামের সংখ্যা যে কেহ ধারণ না করে, তাহার
১৮ ক্রয় বিক্রয় করণের অধিকার রুদ্ধ করে। ইহাতে জ্ঞান দেখা যায়; যে জন বুদ্ধিমান্, সে ঐ পশুর সংখ্যা গণনা করুক; কেননা তাহা মনুষ্যের সংখ্যা, এবং সেই সংখ্যা ছয় শত ছেষট্টি।

১৪ অধ্যায়।

১ পরে আমি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, ঐ মেষশাবক সিয়োন্ পর্ব্বতের উপরে দণ্ডায়মান আছেন, এবং তাঁহার সহিত এক লক্ষ চোয়াল্লিশ সহস্র লোক আছে, তাহাদের কপালে তাঁহার নাম এবং তাঁহার পিতার
২ নাম লিখিত আছে। অনন্তর স্বর্গহইতে বহু জলের কল্লোল ও গভীর মেঘগর্জ্জনের ন্যায় ধ্বনি শুনিলাম। আমার শ্রুত সেই ধ্বনিতে বোধ হইল যেন বীণাবাদি-
৩ সমূহ আপন২ বীণা বাজায়; এবং সিংহাসনের সম্মুখে ও চারি প্রাণির ও প্রাচীনবর্গের সম্মুখে এক নূতন গীত গান করে; কিন্তু পৃথিবীহইতে পরিক্রীত ঐ এক লক্ষ চোয়াল্লিশ সহস্র লোক ব্যতিরেকে আর কেহ সেই
৪ গীত শিখিতে পারিল না। তাহারাই কামিনীদের সংসর্গে কলঙ্কিত হয় নাই; কারণ তাহারা অমৈথুন; যে কোন স্থানে মেষশাবক গমন করেন, সে স্থানে তা-

হারা তাঁহার অনুগামী হয়; এবং তাহারাই ঈশ্বরের ও
মেষশাবকের উদ্দেশ্যে প্রথমজাত ফলরূপে মনুষ্যদের
৫ মধ্যহইতে পরিক্রীত হইয়াছে। আর তাহাদের মুখে
কোন মিথ্যা কথা পাওয়া যায় নাই; কেননা তাহারা
নির্দ্দোষরূপে ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে আছে।
৬ তদনন্তর আমি আকাশের মধ্যপথে উড্ডীয়মান এক
দূতকে দেখিলাম, সে পৃথিবীনিবাসি সর্ব্বজাতীয় ও সর্ব্ব-
বংশীয় ও সর্ব্বভাষাবাদি ও সর্ব্বরাজ্যীয় লোকদিগকে
মঙ্গলবার্ত্তা জানাইতে অনন্তকালস্থায়ি সুসমাচার পাইয়া
৭ উচ্চৈঃস্বরে এই কথা কহিল, 'ঈশ্বরকে ভয় করিয়া তাঁ-
হার মহিমা প্রকাশ কর; কেননা তাঁহার বিচারসময়
উপস্থিত; অতএব তোমরা স্বর্গের ও পৃথিবীর ও সমু-
দ্রের ও জলপ্রবাহ সকলের সৃষ্টিকর্ত্তাকে প্রণাম কর।'
৮ তাহার পশ্চাৎ আর এক দূত উপস্থিত হইয়া কহিল,
'পতিতা, পতিতা বাবিল মহানগরী, কারণ সে তাবজ্জা-
তীয়দিগকে আপনার বেশ্যাক্রিয়াজন্য কোপরূপ মদিরা
৯ পান করাইত।' তৎপশ্চাৎ তৃতীয় দূত আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে
এই কথা কহিল, 'যদি কেহ সেই পশু ও তাহার প্রতি-
মূর্ত্তিকে প্রণাম করে, কিম্বা নিজ কপালে কি হস্তে তা-
১০ হার ছাপ ধারণ করে, তবে ঈশ্বরের কোপরূপ পাত্রে
যে অমিশ্রিত ক্রোধমদিরা ঢালা গিয়াছে, তাহা সেই ব্যক্তি
পান করিবে, এবং পবিত্র দূতগণের ও মেষশাবকের
১১ সাক্ষাতে অগ্নিতে ও গন্ধকে যন্ত্রণা পাইবে। তাহাদের
যাতনার ধূম অনন্ত কাল পর্য্যন্ত উঠিবে; যাহারা সেই
পশু ও তাহার প্রতিমূর্ত্তিকে প্রণাম করে, এবং যাহারা
তাহার নামের ছাপ ধারণ করে, তাহারা দিবাতে কি
১২ রাত্রিতে কখনো বিশ্রাম পাইবে না।' এ বিষয়ে ঈশ্ব-
রের আজ্ঞা ও যীশুর শ্রদ্ধা পালনকারি পবিত্র লোক-

১৩ দের ধৈর্য্য দেখা যায়। পরে স্বর্গহইতে আমার প্রতি উক্ত এই বাণী শুনিলাম, 'তুমি, লেখ, যাহারা প্রভুতে মরে, তাহারা এখন অবধি ধন্য; আত্মা কহিতেছেন, সত্য, তাহাদিগকে আপন২ শ্রমহইতে বিরাম পাইতে হয়, এবং তাহাদের কর্ম্ম তাহাদের অনুগামী হয়।

১৪ তদনন্তর আমি নিরীক্ষণ করিয়া শ্বেতবর্ণ এক মেঘ দেখিলাম, তাহার উপরে মনুষ্যপুত্রের ন্যায় এক ব্যক্তি উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহার মস্তকে সুবর্ণ মুকুট ও হস্তে
১৫ তীক্ষ্ণ কাস্ত্যা ছিল। পরে মন্দিরহইতে আর এক দূত নির্গত হইয়া ঐ মেঘারূঢ় ব্যক্তিকে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, তোমার কাস্ত্যা দিয়া শস্য ছেদন কর। শস্যচ্ছেদনের সময় হইল; কেননা পৃথিবীর শস্য সকল পরিপক্ব
১৬ হইয়াছে। তাহাতে সেই মেঘারূঢ় ব্যক্তি আপনার কাস্ত্যা পৃথিবীতে লাগাইলে পৃথিবীর শস্যচ্ছেদন হইল।
১৭ তদনন্তর স্বর্গস্থ মন্দিরহইতে আর এক দূত বহির্গত
১৮ হইল; তাহারও হস্তে এক তীক্ষ্ণ কাস্ত্যা ছিল। অপর যজ্ঞবেদিহইতে অগ্নির আধিপত্যবিশিষ্ট আর এক দূত নির্গত হইল, সে ঐ তীক্ষ্ণ কাস্ত্যাধারি ব্যক্তিকে উচ্চৈঃ-স্বরে এই কথা কহিল, তোমার তীক্ষ্ণ কাস্ত্যা দিয়া পৃথিবীর দ্রাক্ষালতার গুচ্ছ সকল ছেদন কর, কেননা
১৯ তাহার ফল পক্ব হইয়াছে। তাহাতে ঐ দূত নিজ কাস্ত্যা পৃথিবীতে লাগাইয়া পৃথিবীর দ্রাক্ষালতার গুচ্ছ ছেদন করিয়া ঈশ্বরের ক্রোধস্বরূপ মহাকুণ্ডে নিক্ষেপ
২০ করিল। পরে নগরের বাহিরে ঐ কুণ্ডে তাহা দলিলে কুণ্ডহইতে নির্গত রক্ত অশ্বের বল্‌গা পর্য্যন্ত উঠিয়া এক শত ক্রোশ ব্যাপ্ত হইল।

---

১৫ অধ্যায়।

১ পরে আমি স্বর্গে আর এক আশ্চর্য্য মহালক্ষণ দেখিলাম; অর্থাৎ সপ্ত সমাপক উৎপাতের কর্ত্তা সপ্ত দূতকে দেখিলাম; সেই উৎপাতদ্বারা ঈশ্বরের ক্রোধ সমাপ্ত হয়।
২ এবং অগ্নিমিশ্রিত জলাশয়ের কাচময় আকৃতি দেখিলাম; এবং যাহারা পশু ও তাহার প্রতিমূর্ত্তি ও ছাপ ও নামের সংখ্যাজন্য যুদ্ধে জয়ী হইয়াছে, তাহারা ঈশ্বরের বীণা
৩ ধরিয়া ঐ কাচময় জলাশয়ের তীরে দাঁড়াইয়া ঈশ্বরের দাস মূসার গীত ও মেষশাবকের গীত গাইয়া কহিতে লাগিল, 'হে সর্ব্বশক্তিমন্ প্রভো পরমেশ্বর, তোমার ক্রিয়া সকল মহৎ ও আশ্চর্য্য; হে পবিত্র লোকদের রাজন্, তোমার
৪ মার্গ সকল ন্যায্য ও যথার্থ। হে প্রভো, তোমাহইতে কে না ভীত হইবে? এবং তোমার নামের প্রশংসা কে না করিবে? কেবল তুমিই পবিত্র, এবং সর্ব্বজাতীয় লোকেরা আসিয়া তোমার সাক্ষাতে প্রণাম করিবে, কারণ তোমার বিচারাজ্ঞা সপ্রকাশ হইল।'
৫ তদনন্তর আমি দেখিলাম, স্বর্গস্থ মন্দিরের অর্থাৎ
৬ সাক্ষ্যগৃহের দ্বার মুক্ত হইল; তাহাতে সেই মন্দিরহইতে ঐ সপ্ত উৎপাতের কর্ত্তা সপ্ত দূত বহির্গমন করিল, তাহারা শুচি ও শুভ্রবর্ণ বস্ত্র পরিহিত, এবং তাহাদের
৭ বক্ষঃস্থলে সুবর্ণ পটুকা বদ্ধ। পরে চারি প্রাণির মধ্যে এক প্রাণী অনন্তকালজীবি ঈশ্বরের ক্রোধে পরিপূর্ণ সপ্ত
৮ সুবর্ণ কংস ঐ সপ্ত দূতকে দিল। তাহাতে মন্দির ঈশ্বরের তেজ ও পরাক্রমজাত ধূমে পরিপূর্ণ হইল; এবং ঐ সপ্ত দূতের সপ্ত উৎপাত যাবৎ সমাপ্ত না হয়, তাবৎ কেহ মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না।

১৬ অধ্যায় ।

১ পরে আমি মন্দিরহইতে ঐ সপ্ত দূতের প্রতি উচ্চৈঃস্বরে উক্ত এই বাণী শুনিলাম, তোমরা যাইয়া ঈশ্বরের ক্রোধের ঐ সপ্ত কংস পৃথিবীতে ঢালিয়া দেও।

২ পরে প্রথম দূত গিয়া পৃথিবীর উপরে আপন কংস ঢালিল, তাহাতে পশুর ছাপ বিশিষ্ট ও তাহার প্রতিমূর্ত্তি প্রণামকারি মনুষ্যদের গাত্রে ব্যথাজনক দুষ্ট ব্রণ জন্মিল।

৩ পরে দ্বিতীয় দূত সমুদ্রে আপন কংস ঢালিল, তাহাতে সমুদ্রের জল মৃত লোকের রক্তসদৃশ হইল, এবং সমুদ্রচর জীবৎ প্রাণী সকল মরিল।

৪ অপর তৃতীয় দূত নদী ও জলপ্রবাহ সকলেতে আপন কংস ঢালিল; তাহাতে তাহার জল রক্ত হইয়া গেল।

৫ তখন আমি জলাধিপতি দূতের এই বাণী শুনিলাম, হে বর্ত্তমান ও ভূত ও ভবিষ্যৎ প্রভো, তুমি ন্যায়কারী, ৬ এই জন্যে এমত বিচারাজ্ঞা করিলা। কেননা যাহারা তোমার পবিত্রগণের ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের রক্তপাত করিত, তাহাদিগকে তুমি পানার্থে রক্ত দিলা, তাহারা ইহার ৭ যোগ্য বটে। অনন্তর বেদির নিকটহইতে এই বাণী শুনিলাম, সত্য, হে সর্ব্বশক্তিমন্ প্রভো পরমেশ্বর, তোমার বিচারাজ্ঞা সকল যথার্থ ও ন্যায্য।

৮ পরে চতুর্থ দূত সূর্য্যের উপরে আপন কংস ঢালিল, তাহাতে সে অগ্নিদ্বারা মনুষ্যদিগকে তাপিত করিতে ৯ সক্ষম হইল। তখন মনুষ্যেরা অত্যন্ত উত্তাপে তাপিত হইল, তথাপি এই সকল উৎপাতের কর্তৃত্ব বিশিষ্ট যে ঈশ্বর, তাঁহার গৌরব করিতে মন না ফিরাইয়া তাঁহার নামের নিন্দা করিল।

১০ অপর পঞ্চম দূত সেই পশুর সিংহাসনের উপরে

আপন কংস ঢালিল; তাহাতে তাহার রাজ্য অন্ধকারময় হইল, এবং লোকেরা বেদনা প্রযুক্ত আপনাদের জিহ্বাকে
১১ দংশন করিতে লাগিল। এবং আপনাদের বেদনা ও ব্রণ প্রযুক্ত স্বর্গস্থ ঈশ্বরের নিন্দা করিল, আপন২ ক্রিয়াহইতে মন ফিরাইল না।

১২ পরে ষষ্ঠ দূত ফরাৎ নামে মহানদে আপন কংস ঢালিল; তাহাতে সূর্য্যোদয়স্থানহইতে আগামি নৃপতিবর্গের পথ প্রস্তুত করণার্থে ঐ নদের জল শুষ্ক হইয়া
১৩ গেল। পরে আমি দেখিলাম, সেই নাগের মুখ ও পশুর মুখ ও ভাক্ত ভবিষ্যদ্বক্তার মুখহইতে ভেকের ন্যায় তিন
১৪ অশুচি আত্মা নির্গত হইল। তাহারা ভূতদের আত্মা, এবং আশ্চর্য্য ক্রিয়া করণে সমর্থ; তাহারা জগৎ সমুদয়ের ভূপতিদের নিকটে গিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের
১৫ সেই মহাদিনের যুদ্ধার্থে তাহাদিগকে একত্র করে। দেখ, আমি চোরের ন্যায় আসিতেছি; যে জন জাগ্রৎ থাকে, এবং পাছে উলঙ্গ হইয়া বেড়াইলে তাহার অপমান দৃশ্য হয়, ইহা ভাবিয়া আপন বস্ত্র রক্ষা করে, সেই
১৬ ধন্য। পরে তাহারা ইব্রী ভাষাতে হর্ম্মগিদ্দো (মগিদ্দো পর্ব্বত) নামক স্থানে তাহাদিগকে একত্র করিল।

১৭ অনন্তর সপ্তম দূত আকাশমণ্ডলের উপরে আপন কংস ঢালিল, তাহাতে স্বর্গস্থ মন্দির ও সিংহাসনহইতে
১৮ এই মহারব নির্গত হইল, 'হইয়াছে।' এবং শব্দ ও মেঘগর্জ্জন ও বিদ্যুৎ হইল, এবং পৃথিবীতে মনুষ্যদের উৎপত্তিকালাবধি যাদৃশ কখনো হয় নাই, তাদৃশ ঘোর-
১৯ তর মহাভূমিকম্প হইল। তাহাতে বৃহন্নগরী তিন ভাগে বিভিন্ন হইল, এবং অন্যজাতীয়দের নগর সকল পতিত হইল, এবং ঈশ্বরের প্রচণ্ড ক্রোধরূপ মদিরাতে পূর্ণ পানপাত্র বাবিল নামে মহানগরীকে দিতে ঈশ্বরের সা-

২০ কালে তাহার স্মরণ করা গেল। এবং প্রত্যেক উপদ্বীপ পলায়ন করিল, ও পর্ব্বতগণ আর পাওয়া গেল না।
২১ এবং মনুষ্যদের উপরে আকাশহইতে এক২ মোন পরিমিত শিলার বৃষ্টি হইল; এই শিলাবৃষ্টিরূপ উৎপাত প্রযুক্ত মনুষ্যেরা ঈশ্বরের নিন্দা করিতে লাগিল; কারণ তজ্জন্য উৎপাত অতিশয় গুরুতর।

১৭ অধ্যায়।

১ পরে ঐ সপ্ত কংসধারি সপ্ত দূতের মধ্যে এক জন নিকটে আসিয়া আমার সঙ্গে আলাপ করিয়া কহিল, আইস, আমি বহু জলের উপরে উপবিষ্টা মহাবেশ্যার
২ দণ্ড, অর্থাৎ যাহার সহিত পৃথিবীর নৃপতিবর্গ ব্যভিচারকর্ম্ম করিয়াছে, এবং পৃথিবীনিবাসিরা যাহার বেশ্যাক্রিয়ারূপ মদিরাতে মত্ত হইয়াছে, সেই বেশ্যার দণ্ড
৩ তোমাকে দেখাই। পরে সেই দূত আত্মাতে আবিষ্ট আমাকে প্রান্তরমধ্যে লইয়া গেল; তাহাতে আমি সিন্দূরবর্ণ পশুতে উপবিষ্টা এক নারীকে দেখিলাম। সেই পশু নিন্দাসূচকনামে পরিপূর্ণ, এবং সপ্ত মস্তক ও দশ
৪ শৃঙ্গবিশিষ্ট। এবং সেই নারী কৃষ্ণলোহিত ও সিন্দূরবর্ণ বস্ত্র পরিহিতা, ও সুবর্ণ মণি মুক্তাদিতে মণ্ডিতা, এবং তাহার হস্তে এক সুবর্ণ পাত্র আছে, তাহা ঘৃণার্হ সামগ্রীতে ও তাহার বেশ্যাক্রিয়ার মালিন্যে পরিপূর্ণ।
৫ এবং তাহার কপালে এই নাম লিখিত আছে, 'নিগূঢ়; মহতী বাবিল, পৃথিবীস্থ বেশ্যাগণের ও ঘৃণাস্পদ সকলের
৬ জননী।' আর আমি দেখিলাম, পবিত্র লোকদের রক্তে ও যীশুর সাক্ষিগণের রক্তে সেই নারী মত্তা ছিল; তাহার দর্শনে আমার অতিশয় আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল।
৭ তাহাতে সেই দূত আমাকে কহিল, তুমি আশ্চর্য্য জ্ঞান

করিলা কেন? আমি ঐ নারীর ও তাহার বাহনের, অর্থাৎ সপ্ত মস্তক ও দশ শৃঙ্গ বিশিষ্ট পশুর নিগূঢ় ৮ তত্ত্ব তোমাকে জানাই। তুমি যে পশুকে দেখিলা সে ছিল, কিন্তু সম্প্রতি নাই; তাহাকে রসাতলহইতে উঠিতে এবং বিনাশ পাইতে হইবে; তাহাতে জগতের সৃষ্টি-কালাবধি জীবনপুস্তকে যাহাদের নাম লিখিত নাই, সেই পৃথিবীনিবাসি সকলে ভূত এবং অবর্ত্তমান এবং ভাবিকালে বর্ত্তমান ঐ পশুকে দেখিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান ৯ করিবে। ইহাতে জ্ঞানযুক্ত বুদ্ধি দেখা যায়। ঐ সপ্ত মস্তক সপ্ত পর্ব্বতস্বরূপ, তাহাদের উপরে ঐ নারী বসিয়া ১০ আছে; এবং তাহা সপ্ত রাজস্বরূপও আছে; তাহাদের পাঁচ জন পতিত হইয়াছে, এবং এক জন বর্ত্তমান আছে; আর এক জন অদ্যাপি উপস্থিত হয় নাই; উপস্থিত ১১ হইলে তাহাকে অল্পকাল থাকিতে হইবে। যে পশু ছিল, কিন্তু এখন নাই, সে অষ্টম; সে সপ্ত রাজার (শ্রেণীতে) এক জন, এবং তাহাকে বিনাশ পাইতে ১২ হইবে। এবং যে দশ শৃঙ্গ তুমি দেখিলা, সে দশ রাজ-স্বরূপ; তাহারা অদ্যাপি রাজ্য প্রাপ্ত হয় নাই; কিন্তু এক ১৩ মুহূর্ত্তের নিমিত্তে পশুর সহিত রাজকর্তৃত্ব পাইবে। তা-হারা এক পরামর্শ হইয়া আপনাদের পরাক্রম ও কর্তৃত্ব ১৪ পশুকে দিবে। তাহারা মেষশাবকের সহিত সংগ্রাম করিবে, তাহাতে মেষশাবক তাহাদিগকে জয় করিবেন; যেহেতুক তিনি প্রভুদের প্রভু ও রাজাদের রাজা, এবং তাঁহার সহচর সকলে আহূত ও মনোনীত ও বিশ্বাস্ত। ১৫ সে আমাকে আরও কহিল, তুমি যে বহু জল দেখিলা, অর্থাৎ যাহার উপরে ঐ বেশ্যা উপবিষ্টা আছে, সেই জল প্রজা ও জনতা ও জাতিসমূহ ও নানাভাষাবাদি ১৬ লোক জানিবা। আর যে দশ শৃঙ্গ দেখিলা, তাহারা এবং

পশু সেই বেশ্যাকে ঘৃণা করিবে, এবং তাহাকে অনাথা ও নগ্না করিয়া তাহার মাংস ভোজন করিবে, এবং তা-
১৭ হাকে অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। কেননা যে পর্য্যন্ত ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য সিদ্ধ না হইবে, তাবৎ কাল তাহারই মানস পূর্ণ করিতে, এবং একপরামর্শ হইয়া আপন২ রাজ্য সেই পশুকে দিতে ঈশ্বর তাহাদিগকে প্রবৃত্তি দিবেন।
১৮ আর তুমি যে নারীকে দেখিলা, সে পৃথিবীর রাজগণের উপরে রাজত্বকারিণী মহানগরী জানিবা।

১৮ অধ্যায়।

১ অনন্তর আমি স্বর্গহইতে আর এক দূতকে নামিতে দেখিলাম; সে মহাপরাক্রমবিশিষ্ট, এবং তাহার তেজে
২ পৃথিবী দীপ্ত হইল। পরে সে মহাশব্দ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, পতিতা, পতিতা বাবিল মহানগরী; যে ভূতগণের বাসা, এবং তাবৎ অশুচি আত্মার কারা, ও তাবৎ
৩ অশুচি ঘৃণার্হ পক্ষির পিঞ্জর হইল। কেননা তাবজ্জাতীয় লোক তাহার বেশ্যাক্রিয়াজন্য কোপমদিরা পান করিয়াছে, এবং পৃথিবীর তাবৎ রাজা তাহার সহিত ব্যভিচারকর্ম্ম করিয়াছে, এবং পৃথিবীর বণিকেরা তাহার
৪ সুখভোগের প্রাবল্যে ধনবান হইয়াছে। অনন্তর আমি স্বর্গহইতে এই রূপ আর এক বাণী শুনিলাম, হে আমার প্রজাগণ, তোমরা যেন তাহার পাপের অংশী না হও, এবং তাহার দণ্ডে দণ্ড প্রাপ্ত না হও, এই নিমিত্তে তা-
৫ হাহইতে বহির্গত হও। কেননা তাহার পাপ গগণস্পর্শী হইয়াছে, এবং ঈশ্বর তাহার দুষ্কর্ম্ম স্মরণ করিয়াছেন।
৬ সে পরের সহিত যে রূপ ব্যবহার করিত, তোমরাও তাহার সহিত তদ্রূপ ব্যবহার কর; তাহার ক্রিয়ানুযায়ি দ্বিগুণ ফল তাহাকে দেও; এবং যে পাত্রে সে পরের

জন্যে পেয় প্রস্তুত করিত, সেই পাত্রে তাহার পানার্থে
৭ দ্বিগুণ পরিমাণে প্রস্তুত কর। এবং সে যত আত্মশ্লাঘা
ও সুখভোগ করিত, তাহাকে তত যন্ত্রণা ও শোক দেও;
কেননা সে মনে২ কহিতেছে, আমি রাজ্ঞীবৎ সিংহা-
সনোপবিষ্ট আছি, বিধবা নহি, শোকের দিন কখন
৮ দেখিব না। অতএব একই দিনে তাহার দণ্ড সকল,
অর্থাৎ মৃত্যু ও শোক ও দুর্ভিক্ষ তাহাকে আক্রমণ করিবে,
এবং সে অগ্নিতে দগ্ধা হইবে; কারণ তাহার বিচারকর্ত্তা
৯ প্রভু পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান। তাহাতে পৃথিবীর যে
সমস্ত রাজা তাহার সঙ্গে ব্যভিচার ও সুখভোগ করিত,
তাহারা তাহার দাহের ধূম দেখিয়া ক্রন্দন ও হাহাকার
১০ করিবে। এবং তাহার যন্ত্রণার ভয়ে দূরে দাঁড়াইয়া এই
কথা কহিবে, হায়২, মহানগরি বাবিল! হে পরাক্রান্তে
১১ নগরি, একই দণ্ডে তোমার বিচার হইল। এবং পৃথিবীর
বণিকেরা তাহার নিমিত্তে ক্রন্দন ও বিলাপ করিতেছে;
যেহেতুক তাহাদের বাণিজ্যের সামগ্রী কেহ আর ক্রয়
১২ করে না। ফলতঃ স্বর্ণ ও রূপ্য ও মণি ও মুক্তা ও সূক্ষ্ম
বস্ত্র ও কৃষ্ণলোহিতবর্ণ বস্ত্র ও পট্টবস্ত্র ও সিন্দূরবর্ণ বস্ত্র ও
চন্দনাদি কাষ্ঠ ও হস্তিদন্তের সর্ব্ব প্রকার পাত্র, ও বহু-
মূল্য কাষ্ঠের ও পিত্তলের ও লৌহের ও মর্ম্মরের সর্ব্ব
১৩ প্রকার পাত্র, এবং দারুচিনি ও এলাচি ও ধূপ ও আতর
ও গন্ধরস ও মদিরা ও তৈল ও উত্তম সুজি ও গোম
ও গো ও মেষ ও অশ্ব ও রথ ও দাস ও মনুষ্যদের প্রাণ,
১৪ এই সকল দ্রব্য কেহ আর ক্রয় করে না। এবং তোমার
মনোভিলষিত ফলাস্বাদনের সময় গিয়াছে, এবং তোমার
শোভা ও ভুষা সকল তোমার নিকটহইতে দূরীকৃত হই-
১৫ য়াছে; তুমি তাহা আর কখনও পাইবা না। এবং ঐ
সকলের বিক্রয়কারি যে লোকেরা তাহার ধনে ধনবান

হইয়াছিল, তাহারা তাহার যন্ত্রণার ভয়ে দূরে দাঁড়াইয়া
১৬ ক্রন্দন ও বিলাপ করিতে২ কহিবে, হায়! হায়! হে
মহানগরি, তুমি সূক্ষ্ম ও কৃষ্ণলোহিতবর্ণ ও সিন্দূরবর্ণ
বস্ত্র পরিহিতা, ও সুবর্ণ মণি মুক্তাদিতে মণ্ডিতা ছিলা,
১৭ কিন্তু এক দণ্ডের মধ্যে সেই মহাসম্পত্তির ধ্বংস হইল।
এবং জাহাজস্থ কর্ণধার ও জলপথে গমনকারি জনতা ও
নাবিক লোক এবং সমুদ্রব্যবসায়িরা সকলে দূরে দাঁড়া-
১৮ ইয়া তাহার দাহের ধূম দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহে, সেই
১৯ মহানগরীর তুল্য আর কে? ইহা বলিয়া তাহারা মস্তকে
মৃত্তিকা দিয়া ক্রন্দন ও বিলাপ করিতে২ উচ্চৈঃস্বরে
কহে, হায়! হায়! যে মহানগরীর ঐশ্বর্য্যদ্বারা সমুদ্রগামি
জাহাজের কর্ত্তা সকল ধনবান হইত, এক দণ্ডের মধ্যে
২০ তাহার ধ্বংস হইয়া গেল। হে স্বর্গীয় লোক. ও হে পবিত্র-
গণ ও প্রেরিতগণ ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ, তোমরা তাহার
বিষয়ে আনন্দ কর; কেননা ঈশ্বর তাহাকে দণ্ড দিয়া
তোমাদের বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়াছেন।

২১ অনন্তর এক বলবান দূত বৃহৎ যাঁতার এক পাটের
তুল্য একখান প্রস্তর লইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া কহিল,
ইহার ন্যায় বৃহন্নগরী বাবিল মহাবলেতে নিপাতিতা
হইবে, আর কখনো তাহার উদ্দেশ পাওয়া যাইবে না।
২২ তোমার মধ্যে বীণাবাদকদের ও গাথকদের ও বংশী-
বাদকদের ও তূরীবাদকদের ধ্বনি আর কখনো শ্রুত হইবে
না; এবং তোমার মধ্যে কোন প্রকার শিল্পকারি লোক
আর কখনো পাওয়া যাইবে না; এবং তোমার মধ্যে
২৩ যাঁতা পেষণের শব্দ আর কখনো শুনা যাইবে না; এবং
তোমার মধ্যে প্রদীপের আলো আর কখনো দৃষ্ট হইবে
না; এবং তোমার মধ্যে বর কন্যার রব আর কখনো
শুনা যাইবে না; যেহেতুক তোমার বণিকেরা পৃথিবীর

মহল্লোক ছিল, এবং তোমার মায়াতে তাবজ্জাতীয়েরা
২৪ মোহিত হইত। আর পৃথিবীতে ভবিষ্যদ্বক্তা ও পবিত্র
প্রভৃতি যত লোকের বধ হইয়াছে, সকলের রক্ত তোমার
মধ্যে পাওয়া গেল।

১৯ অধ্যায়।

১ অনন্তর আমি স্বর্গবাসি মহাজনতার এই প্রকার মহা-
রব শুনিলাম, হাল্লিলূয়াঃ, (পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর;)
পরিত্রাণ ও মহিমা ও সম্ভ্রম ও শক্তি আমাদের প্রভু
২ পরমেশ্বরের। তাঁহার সকল বিচারাজ্ঞা যথার্থ ও ন্যায্য;
যে মহাবেশ্যা আপন বেশ্যাক্রিয়াদ্বারা পৃথিবীকে নষ্ট
করিত, তাহার বিচার করিয়া তাহার হস্তহইতে তিনি
৩ আপন দাসগণের রক্তপাতের শোধ লইয়াছেন। এবং
তাহারা আর বার কহিল, হাল্লিলূয়াঃ, তাহার ধূম
৪ নিত্য২ উঠিতেছে। পরে সেই চব্বিশ প্রাচীন লোক
ও চারি প্রাণী উবুড় হইয়া সিংহাসনোপবিষ্ট ঈশ্বরকে
৫ প্রণাম করিয়া কহিল, আমেন; হাল্লিলূয়াঃ। তাহার
পর সেই সিংহাসনহইতে এই বাণী নির্গত হইল; হে
ঈশ্বরের দাসগণ, হে তাঁহার ভয়কারিগণ, তোমরা ক্ষুদ্র
কি মহান, সকলেই আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসা কর।
৬ পরে আমি মহাজনতার রব ও বহু জলের কল্লোলধ্বনি
ও ঘোর মেঘগর্জ্জনের শব্দের ন্যায় এই বাণী শুনিলাম,
হাল্লিলূয়াঃ, কেননা সর্ব্বশক্তিমান প্রভু পরমেশ্বর রাজত্ব
৭ লইলেন। আইস, আমরা আনন্দ ও উল্লাস করি, এবং
তাঁহার মহিমা প্রকাশ করি; কারণ মেষশাবকের বি-
বাহ উপস্থিত হইল, এবং তাঁহার বাগ্‌দত্তা আপনাকে
৮ সুসজ্জিতা করিল। এবং পরিধানার্থে নির্ম্মল ও শুভ্র সূক্ষ্ম
বস্ত্র তাহাকে দত্ত হইল; সেই সূক্ষ্ম বস্ত্র পবিত্রগণের

৯ পুণ্যস্বরূপ। পরে এক জন আমাকে কহিল, তুমি লেখ, মেষশাবকের বিবাহ ভোজে নিমন্ত্রিত লোকেরা ধন্য; এবং পুনশ্চ আমাকে কহিল, এই সকল ঈশ্বরের সত্য
১০ বাক্য। তখন আমি তাহাকে ভজনা করিতে তাহার চরণে পড়িলে সে আমাকে কহিল, সাবধান, এমত কর্ম্ম করিও না; আমি তোমার সহদাস, এবং যীশুর সাক্ষ্যবিশিষ্ট তোমার ভ্রাতৃগণেরও সহদাস আছি; ঈশ্বরকে ভজনা কর; কেননা যীশুর সাক্ষ্য এবং ভবিষ্যদ্বাদিগের আত্মা একই।

১১ অনন্তর আমি স্বর্গদ্বার মুক্ত দেখিলাম, তাহাতে শ্বেতবর্ণ এক অশ্ব দৃশ্য হইল, তদারূঢ় ব্যক্তির নাম বিশ্বাস্য
১২ ও সত্যবাদী এবং ন্যায়েতে বিচার ও যুদ্ধকারী। তাঁহার চক্ষু অগ্নিশিখাবৎ, এবং তাঁহার মস্তক অনেক রাজমুকুটে ভূষিত, এবং তাঁহার এক লিখিত নাম আছে,
১৩ তাহা তিনি বিনা অন্যে জানে না। এবং রক্তে মগ্ন বস্ত্র তাঁহার পরিচ্ছদ; এবং তিনি 'ঈশ্বরের বাক্য,' এই
১৪ নামে বিখ্যাত আছেন। এবং স্বর্গীয় সৈন্যসামন্ত শুভ্রবর্ণ নির্ম্মল সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিহিত ও শ্বেতবর্ণ অশ্বদিগেতে
১৫ আরূঢ় হইয়া তাঁহার অনুগমন করে। এবং সর্ব্বজাতীয়দিগকে আঘাত করণার্থে এক তীক্ষ্ণ খড়্গ তাঁহার মুখহইতে নির্গত হয়; তিনি লৌহদণ্ডদ্বারা তাহাদিগকে চরাইবেন; তিনি সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রচণ্ড ক্রোধ-
১৬ রূপ মদিরাকুণ্ডে (সঞ্চিত দ্রাক্ষা) দলন করেন। এবং তাঁহার পরিচ্ছদে ঊরুদেশে 'রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভু,' এই নাম লিখিত আছে।

১৭ অনন্তর আমি সূর্য্যমধ্যে দণ্ডায়মান এক দূতকে দেখিলাম; সে উচ্চৈঃশব্দ করিয়া আকাশের মধ্যপথে উড্ডীয়মান তাবৎ পক্ষিকে কহিল, আইস, ঈশ্বরের প্রস্তুত

১৮ মহাভোজে সভাস্থ হইয়া রাজগণের মাংস ও সেনাপতিবর্গের মাংস ও বিক্রমি লোকদের মাংস এবং অশ্বগণের ও তদারূঢ়গণের মাংস এবং স্বাধীন ও দাস এবং ক্ষুদ্র ও মহান তাবৎ প্রকার মনুষ্যের মাংস ভক্ষণ
১৯ কর। পরে আমি দেখিলাম, ঐ অশ্বারূঢ় ব্যক্তির ও তাঁহার সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করণার্থে সেই পশু ও পৃথিবীর
২০ রাজগণ ও তাহাদের সৈন্যসামন্ত একত্র হইল। তাহাতে সেই পশু ধরা পড়িল, এবং তাহার সঙ্গী যে ভাক্ত ভবিষ্যদ্বক্তা তাহার সাক্ষাতে আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিয়া পশুর ছাবধারি ও তাহার প্রতিমূর্ত্তির পূজাকারি লোকদিগকে ভুলাইত, সেও ধরা পড়িল; তাহারা উভয়ে জীবৎ থাকিয়াই প্রজ্বলিত গন্ধকময় অগ্নিহ্রদে নিক্ষিপ্ত হইল।
২১ এবং অবশিষ্ট সকলে সেই অশ্বারূঢ় ব্যক্তির মুখহইতে নির্গত খড়্গদ্বারা হত হইল; এবং তাহাদের মাংসেতে পক্ষী সকল তৃপ্ত হইল।

২০ অধ্যায়।

১ পরে আমি স্বর্গহইতে এক দূতকে নামিতে দেখিলাম, তাহার হস্তে রসাতলের চাবি এবং বড় শৃঙ্খল ছিল।
২ সে ঐ নাগকে, অর্থাৎ দিয়াবলঃ (অপবাদক) এবং শয়তান (বিপক্ষ) নামে বিখ্যাত পুরাতন সর্পকে ধরিয়া
৩ সহস্র বৎসর বদ্ধ রাখিতে রসাতলের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া কুণ্ডের মুখ রুদ্ধ করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিল; তাহাতে ঐ সহস্র বৎসর সম্পূর্ণ না হইলে সে জাতিদিগকে আর ভ্রান্ত করিতে পারে না; কিন্তু তাহার পরে অল্প কালের নিমিত্তে তাহাকে মুক্ত হইতে হইবে।
৪ পরে আমি কএক সিংহাসন দেখিলাম; তদুপরি যাঁহারা বসিলেন, তাঁহাদিগকে বিচার করণের ভার দত্ত

হইল। আর যীশুর সাক্ষ্য ও ঈশ্বরের বাক্যের নিমিত্তে যাহাদের শিরশ্ছেদন হইয়াছিল, ও যাহারা সেই পশুকে ও তাহার প্রতিমূর্ত্তিকে পূজা করে নাই, এবং আপন ২ কপালে ও হস্তে তাহার ছাপ ধারণ করে নাই, তাহাদের আত্মাদিগকেও দেখিলাম; তাহারা জীবিত হইয়া সেই
৫ বর্ষসহস্র পর্য্যন্ত খ্রীষ্টের সহিত রাজত্ব করিল। কিন্তু সেই বর্ষসহস্র যাবৎ সম্পূর্ণ না হয়, তাবৎ অবশিষ্ট
৬ মৃতেরা সজীব হইল না; এই প্রথম উত্থান। যাহারা এই প্রথম উত্থানের অংশী হয়, তাহারা ধন্য ও পবিত্র; তাহাদের উপরে দ্বিতীয় মৃত্যুর কোন কর্তৃত্ব নাই; তাহারা ঈশ্বরের ও খ্রীষ্টের যাজক হইবে, এবং সহস্র
৭ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে রাজত্ব করিবে। সেই সহস্র বৎসর গত হইলে শয়তানকে তাহার কারাহইতে মুক্ত
৮ করা যাইবে। তাহাতে সে পৃথিবীর চতুর্দ্দিক্স্থিত সর্ব্ব জাতীয় লোকদিগকে অর্থাৎ জূজ্ ও মাজূজকে ভুলাইয়া
৯ সংগ্রামে একত্র করণার্থে বাহির্গত হইবে। তাহাদের সংখ্যা সমুদ্রের বালুকার তুল্য। (আমি দেখিলাম,) তাহারা পৃথিবীর প্রস্থ দিয়া আসিয়া পবিত্র লোকদের শিবির এবং প্রিয় নগর ঘেরিল; তখন ঈশ্বরের নিকট-হইতে অর্থাৎ স্বর্গহইতে অগ্নি পড়িয়া তাহাদিগকে
১০ গ্রাস করিল। এবং সেই পশু ও ভাক্ত ভবিষ্যদ্বক্তা যে স্থানে আছে, সেই সগন্ধক অগ্নিময় হ্রদে তাহাদের ভ্রান্তিজনক শয়তান নিক্ষিপ্ত হইবে; সে স্থানে তাহারা অনন্তকাল পর্য্যন্ত দিবারাত্রি যন্ত্রণা ভোগ করিবে।

১১ তাহার পর আমি এক বৃহৎ শুভ্র সিংহাসন ও তদুপবিষ্ট ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম; তাঁহার সম্মুখহইতে পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল পলায়ন করিল; তাহাদের নি-
১২ মিত্তে আর স্থান পাওয়া গেল না। অনন্তর আমি দে-

খিলাম, ক্ষুদ্র ও মহান্ তাবৎ মৃত লোক ঈশ্বরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল; পরে কএকটী গ্রন্থ খোলা গেল, এবং জীবন পুস্তক নামে অন্য এক গ্রন্থ খোলা গেল, এবং মৃত লোকেরা গ্রন্থগণে লিখিত প্রমাণে আ-
১৩ পন২ কর্ম্মানুসারে বিচারিত হইল। এবং সমুদ্র আপনার মধ্যবর্ত্তি মৃতগণকে সমর্পণ করিল, এবং মৃত্যু ও পরলোক আপনাদের মধ্যবর্ত্তি মৃতগণকে সমর্পণ করিল, এবং তাহারা প্রত্যেক জন আপন২ কর্ম্মানুসারে বি-
১৪ চারিত হইল। পরে মৃত্যু ও পরলোক অগ্নিহ্রদে নিক্ষিপ্ত
১৫ হইল; তাহাই দ্বিতীয় মৃত্যু। এবং জীবনপুস্তকে যে কাহারো নাম লিখিত ছিল না, সে অগ্নিহ্রদে নিক্ষিপ্ত হইল।

২১ অধ্যায়।

১ পরে আমি এক নূতন আকাশমণ্ডল ও নূতন পৃথিবীকে দেখিলাম; কেননা পুরাতন আকাশমণ্ডল ও পুরাতন পৃথিবী লুপ্ত হইয়াছিল; এবং (দেখিলাম,) সমুদ্র আর নাই।

২ অনন্তর আমি যোহন ঈশ্বরের নিকটহইতে নূতন ধর্ম্মনগরী যিরূশালমকে স্বর্গহইতে নামিতে দেখিলাম; সে বরের নিমিত্তে বিভূষিতা কন্যার ন্যায় সজ্জীভূতা
৩ ছিল। পরে আমি স্বর্গহইতে এই গভীর বাণী শুনিলাম, ঐ দেখ, মনুষ্যদের সহিত ঈশ্বরের আবাস; তিনি তাহাদের সহিত বাস করিবেন, এবং তাহারা তাঁহার প্রজা হইবে; এবং ঈশ্বর আপনি তাহাদের ঈশ্বর হইয়া
৪ তাহাদের সঙ্গে থাকিবেন। এবং ঈশ্বর তাহাদের সমস্ত নেত্রজল মুছাইয়া দিবেন, এবং মৃত্যু আর হইবে না, এবং শোক ও বিলাপ ও ব্যথা আর হইবে না; কে-

৫ কেননা পুরাতন বিষয় সকল গত হইল। পরে সিংহাসনোপবিষ্ট (প্রভু) কহিলেন, এই দেখ, আমি তাবৎ বিষয় নূতন করিলাম। পরে তিনি কহিলেন, লিখ, ৬ কেননা এ কথা সত্য ও বিশ্বসনীয়। পরে তিনি আমাকে কহিলেন, সমাপ্ত হইল; আমি ক ও ক্ষ, আদি এবং অন্ত; পিপাসিত লোককে আমি বিনামূল্যে জী- ৭ বনপ্রবাহের জল দিব। যে জন জয় করিবে, সে তাবতের অধিকারী হইবে; এবং আমি তাহার ঈশ্বর ৮ হইব, ও সে আমার পুত্র হইবে। কিন্তু যাহারা ভীরু ও অবিশ্বাসী ও ঘৃণার্হ ও নরঘাতক ও বেশ্যাগামী ও মায়াবী ও দেবপূজক, তাহাদের এবং তাবৎ মিথ্যাবাদির অংশ প্রজ্বলিত গন্ধকময় অগ্নিহ্রদের অধিকার; তাহাই দ্বিতীয় মৃত্যু।

৯ অনন্তর সপ্ত সমাপক উৎপাতে পরিপূর্ণ সপ্ত কংসধারি সপ্ত দূতের মধ্যে এক জন আমার নিকটে আসিয়া আমার সঙ্গে আলাপ করিয়া কহিল, আইস, আমি তোমাকে কন্যা, অর্থাৎ মেষশাবকের ভার্য্যাকে ১০ দেখাই। পরে সে আত্মাতে আবিষ্ট আমাকে এক উচ্চ মহাপর্ব্বতে লইয়া গিয়া ঈশ্বরের নিকটহইতে অর্থাৎ স্বর্গহইতে অবরূঢ়া পবিত্রা মহানগরী যিরূশালমকে দে- ১১ খাইল। সে ঈশ্বরের তেজ বিশিষ্ট, এবং তাহার জ্যোতি বহুমূল্য রত্নের অর্থাৎ স্ফটিকবৎ নির্ম্মল সূর্য্যকান্ত- ১২ মণির তুল্য। এবং তাহার উচ্চ ও বৃহৎ প্রাচীর ও দ্বাদশ পুরদ্বার আছে; সেই দ্বাদশ দ্বারের উপরে দ্বাদশ দূত থাকে, এবং ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশের নাম ১৩ তাহাতে লিখিত আছে। তাহার তিন দ্বার পূর্ব্বদিগে, ও তিন দ্বার উত্তরদিগে, ও তিন দ্বার দক্ষিণদিগে, এবং ১৪ তিন দ্বার পশ্চিমদিগে আছে। এবং নগরের প্রাচীর

দ্বাদশ ভিত্তিমূলবিশিষ্ট, তাহাতে মেষশাবকের দ্বাদশ
১৫ প্রেরিতের দ্বাদশ নাম লিখিত আছে। আর যে দূত
আমার সঙ্গে আলাপ করিতেছিল, তাহার হস্তে ঐ
নগর ও তাহার দ্বার ও প্রাচীর পরিমাণ করণার্থে একটা
১৬ সুবর্ণ নল ছিল। ঐ নগর চতুষ্কোণ, তাহার দীর্ঘতা ও
প্রস্থতা সমান। সে সেই নলদ্বারা নগরের পরিমাণ
করিলে দ্বাদশ সহস্র তীর পরিমাণ হইল, তাহার দী-
১৭ র্ঘতা ও প্রস্থতা ও উচ্চতা এক সমান। পরে তাহার
প্রাচীরের পরিমাণ করিলে মনুষ্যের অর্থাৎ ঐ দূতের
১৮ এক শত চোয়াল্লিশ হস্ত হইল। প্রাচীরের নির্ম্মিতি
সূর্য্যকান্তমণির, এবং নগর নির্ম্মল কাচের সদৃশ পরিষ্কৃত
১৯ সুবর্ণময়। এবং প্রাচীরের ভিত্তিমূল সর্ব্ববিধ মূল্যবান
রত্নেতে ভূষিত; তাহার প্রথম ভিত্তিমূল সূর্য্যকান্তের,
ও দ্বিতীয় নীলকান্তের, ও তৃতীয় তাম্রমণির, ও চতুর্থ
২০ মরকতের; ও পঞ্চম বৈদুর্য্যের, ও ষষ্ঠ শোণরত্নের ও
সপ্তম চন্দ্রকান্তের, ও অষ্টম গোদন্তের, ও নবম পদ্ম-
রাগের, দশম লশুনীয়ের, ও একাদশ পেরোজের, ও
২১ দ্বাদশ কটাহেলার আছে। এবং এক২ দ্বার এক২
মুক্তাতে, এই রূপে দ্বাদশ দ্বার দ্বাদশ মুক্তাতে নির্ম্মিত;
২২ এবং নগরের চক প্রসন্ন কাচবৎ নির্ম্মল সুবর্ণময়। তা-
হার মধ্যে আমি কোন মন্দির দেখিলাম না; কারণ
সর্ব্বশক্তিমান প্রভু পরমেশ্বর এবং মেষশাবক স্বয়ং
২৩ তাহার মন্দির আছেন। আর সেই নগরে দীপ্তিদানার্থে
চন্দ্র সূর্য্যের কিছু প্রয়োজন নাই, কারণ ঈশ্বরের তেজ
তাহাকে আলোকময় করে, এবং মেষশাবক তাহার
২৪ দীপস্বরূপ আছেন। পরিত্রাণপ্রাপ্ত লোকসমূহ তাহার
দীপ্তিতে গমনাগমন করিবে, এবং পৃথিবীর রাজারা তা-
২৫ হার মধ্যে আপন২ ঐশ্বর্য্য ও মহিমা আনিবে। ঐ

নগরের দ্বার সকল দিবাতে কখনো রুদ্ধ হইবে না,
২৬ এবং সে স্থানে রাত্রিও হইবে না। এবং সর্ব্বজাতীয়
লোকদের ঐশ্বর্য্য ও মহিমা তাহার মধ্যে আনীত হইবে।
২৭ পরন্তু অপবিত্র কি ঘৃণ্যকৃৎ কি মিথ্যাকৃৎ কিছুই কদাচ
তাহাতে প্রবেশ করিতে পাইবে না; মেষশাবকের
জীবনপুস্তকে যাহাদের নাম লিখিত আছে, কেবল তা-
হারাই প্রবেশ করিবে।

২২ অধ্যায়।

১ তদনন্তর সেই দূত ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন-
হইতে নির্গত স্ফটিকবৎ নির্ম্মল অমৃত জলের নদী আমাকে
২ দেখাইল। নগরস্থ চকের মধ্যে ঐ নদীর দুই পার্শ্বে দ্বাদশ
অমৃতবৃক্ষ আছে; তাহার দ্বাদশ ফল হয়, এক২ মাসে আ-
পন২ ফল উৎপন্ন করে, এবং তাহার পত্র সর্ব্বজাতীয়দের
৩ আরোগ্যজনক। এবং শাপগ্রস্ত কিছুই আর হইবে না,
কিন্তু ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন তাহার মধ্যে
৪ থাকিবে, এবং তাঁহার দাসেরা তাঁহার সেবা করিবে; ও
তাঁহার মুখদর্শন পাইবে, এবং তাহাদের কপালে তাঁহার
৫ নাম লিখিত হইবে। সে স্থানে রাত্রি হইবে না, এবং
প্রদীপে কিম্বা সূর্য্যের তেজে লোকদের কিছু প্রয়োজন
হইবে না, কারণ প্রভু পরমেশ্বর তাহাদিগকে দীপ্ত করি-
বেন; এবং তাহারা অনন্ত কাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিবে।
৬ অনন্তর তিনি আমাকে কহিলেন, এ সকল কথা বি-
শ্বসনীয় ও সত্য; শীঘ্র যাহা২ ঘটিবে, তাহা আপন
দাসদিগকে জ্ঞাত করণার্থে পবিত্র ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের প্রভু
৭ পরমেশ্বর আপন দূতকে প্রেরণ করিয়াছেন। আর দেখ,
আমি শীঘ্র আসিতেছি; যে ব্যক্তি এই পুস্তকের তাবৎ
ভবিষ্যদ্বাক্য পালন করে, সে ধন্য।

৮ আমি যোহন এই সকল দেখিয়াছিলাম ও শুনিয়াছিলাম; ইহা দেখিলে শুনিলে পর যে দূত আমাকে এই সমস্ত দেখাইয়াছিল, তাহাকে ভজনা করিতে আমি তা-
৯ হার পদতলে পড়িলাম। কিন্তু সে আমাকে কহিল, সাবধান, এমত কর্ম্ম করিও না; কেননা আমি তোমার সহদাস এবং তোমার ভ্রাতা ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের এবং এই পুস্তকে লিখিত বাক্য পালনকারিগণের সহদাস; ঈশ্বরের ভজনা
১০ কর। পুনশ্চ আমাকে কহিল, তুমি এই পুস্তকের ভবিষ্যদ্বাক্য সকল মুদ্রাঙ্কিত করিও না; কেননা সময় নিকট-
১১ বর্ত্তী। যে জন অধর্ম্মাচারী, সে ইহার পরেও অধর্ম্মাচরণ করুক; এবং যে জন অশুচি, সে ইহার পরেও অশুচি হউক; এবং যে জন ধার্ম্মিক, সে ইহার পরেও ধর্ম্মাচরণ করুক; এবং যে জন পবিত্র, সে ইহার পরেও পবিত্র হউক।

১২ দেখ, আমি ত্বরায় আসিতেছি; এবং প্রত্যেক জনকে আপন২ ক্রিয়ানুযায়ি ফল দিতে আমার দাতব্য পুরস্কার
১৩ আমার সহবর্ত্তী। আমি ক ও ক্ষ, আদি এবং অন্ত,
১৪ প্রথম এবং শেষ। যাহারা তাঁহার আজ্ঞা পালন করে, তাহারাই ধন্য; কেননা তাহারা অমৃতবৃক্ষের অধিকারী
১৫ হইবে, এবং দ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করিবে। কিন্তু কুক্কুরগণ ও মায়াবি ও বেশ্যাগামি ও নরহত্যাকারি ও দেবপূজক লোকেরা এবং মিথ্যাকে প্রেমকারি ও মিথ্যা-
১৬ কৃৎ প্রত্যেক জন বাহিরে থাকিবে। মণ্ডলীগণের মধ্যে তোমাদিগকে এই সকল সাক্ষ্য দেওনার্থে আমি যীশু আপন দূতকে প্রেরণ করিলাম; আমি দায়ূদের মূল ও
১৭ বংশ, আমি উজ্জ্বল প্রভাতীয় নক্ষত্র। আর আত্মা ও কন্যা কহিতেছেন, আইস; এবং যে শ্রবণ করে সেও বলুক, আইস; এবং যে জন পিপাসিত হয় সে আই-

তুক; ও যে কেহ ইচ্ছা করে, সে বিনামূল্যে অমৃত জল গ্রহণ করুক।

১৮ যাহারা এই পুস্তকের ভবিষ্যদ্বাক্য শ্রবণ করে, তাহাদের প্রত্যেক জনকে আমি সাক্ষ্য দিয়া কহিতেছি, যে কেহ ইহার সহিত আর কিছু সংযোগ করে, তাহার সহিত ঈশ্বর এই পুস্তকে লিখিত উৎপাত সকল সংযোগ

১৯ করিবেন। আর কেহ যদি এই ভবিষ্যদ্বাক্য পুস্তকের কথাহইতে কিঞ্চিৎ বিয়োগ করে, তবে ঈশ্বর জীবন-পুস্তকহইতে ও পবিত্র নগরহইতে এবং এই গ্রন্থে লিখিত

২০ মঙ্গলহইতে তাহার অংশ বিয়োগ করিবেন। যিনি এই কথার সাক্ষ্য দেন, তিনি কহিতেছেন, সত্য, আমি ত্বরায় আসিতেছি। আমেন; হে প্রভো যীশু, আইসুন।

২১ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সহবর্ত্তী হউক। আমেন্।

ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগ সমাপ্তঃ।